পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 252 Tuesday, 12 August, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৫২ সংখ্যা ✱ ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

লোকসভায় পাশ স্পোর্টস বিল, ভারতীয় ক্রীড়ায় সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ!

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্টঃ দীর্ঘ সময় ধরেই চেষ্টা চলছিল। অবশেষে লোকসভায় পাশ হল জাতীয় স্পোর্টস গভর্নেন্স বিল। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যর মতে, স্বাধীনতার পর ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সংস্কার। পাশাপাশি জাতীয় মাদক-বিরোধী বিলও পাশ হয়েছে লোকসভায়। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য বলেন, ''স্বাধীনতার পর এটাই ভারতীয় ক্রীড়ায় সবচেয়ে বড় সংস্কার। এই বিলের ফলে প্রত্যেকে দায়িত্বশীল হবে। প্রতিটি ক্রীড়া সংস্থা সরকারের এক ছাতার তলায় থাকবে। ভারতীয় ক্রীড়ার ইকোসিস্টেমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। দুঃখের বিষয়, এতদিন এর বিরোধিতা হয়ে আসছিল।'' ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা এবং বিশ্বমানের পরিকাঠামোর জন্য এই বিল পাশ হওয়া জরুরি ছিল, এমনটাই জানান ক্রীড়ামন্ত্রী। ২০৩৬ সালে অলিম্পিক আয়োজনের লক্ষ্য ভারতের। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রে সঠিক পরিকাঠামো প্রয়োজন। এর জন্য এই বিল পাশ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ক্রীড়ামন্ত্রী আরও বলেন, ''এর আগে ১৯৭৫ সালেও এই চেষ্টা হয়েছিল। এরপর ১৯৮৫ সালেও। খসড়া প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজনীতির অবাধ প্রবেশ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এই বিল নিয়ে অনেকেই বিরোধিতা করে এসেছে। ২০১১ সালে আমরা ন্যাশনাল স্পোর্টস কোড আনি। এই বিল পাশের আরও একটা উদ্যোগ তখন থেকেই শুরু হয়েছিল।'' জাতীয় স্তরের ক্রীড়াসংস্থাগুলি এক ছাতার তলায় থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান পাবে। সেই তহবিল দিয়ে সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে কি না, স্বচ্ছতা বজায় থাকছে কি না, সবটাই সরকারের নজরে থাকবে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড অবশ্য বাদিকের তুলনায় কিছুটা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবে। যেমন আরটিআই প্রয়োগ হবে শুধুমাত্র সরকারী তহবিলে চলা ক্রীড়াসংস্থাগুলোর উপর।

গার্ডওয়ালে ধাক্কা বাসের, বেহালায় আহত কমপক্ষে ১০ জন যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ আগস্টঃ সপ্তাহের শুরুতে বাস দুর্ঘটনা বেহালায়। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১০ জন যাত্রী। মেট্রো রেলের গার্ডওয়ালে ধাক্কা মারে বাসটি, তার জেরে বাসের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ইতিমধ্যে বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ। আহত যাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ বেহালায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ১২ সি রুটের একটি বেসরকারি বাস মেট্রোর গার্ডওয়ালে ধাক্কা মারে। স্বাভাবিকভাবে মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ভিতরে থাকা যাত্রীদের মধ্যে। তবে স্বস্তির খবর, কারও কোনও বড়সড় আঘাত লাগেনি। অল্প সময়ের মধ্যেই আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে বাসটিকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাসটি বেহালা চৌরাস্তা থেকে তারাতলার দিকে যাচ্ছিল। তবে বেলা সাড়ে ১টা নাগাদ ১৪নং বাসস্ট্যান্ডের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তবে কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা এখনও পরিস্কার নয়। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, রেষারেষির জন্য দ্রুত গতিতে

চলার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বাসটি। তার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। বেহালার এই রুটে প্রতিদিনই বাসের গতি নিয়ে নানা অভিযোগ ওঠে। রেষারেষির ঘটনাও যে নতুন তাও নয়। তাই এই দুর্ঘটনা আবারও পরশ্ন তুলে দিয়েছে পথ নিরাপত্তার। বেশ কয়েক মাস আগে চৌরাস্তাতেই দ্রুত গতিতে চলা লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল এক শিশুর। এই দুর্ঘটনাতেও শিশু সহ ১০ জন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার কারণ বাসের সামনের কাচও ভেঙে যায়। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, আরও বড় বিপদ হতে পারত।

এনআরসির বিরুদ্ধে জোরদার প্রচারের বার্তা অভিষেকের

জেলায় সংগঠনে রদবদলের ইঙ্গিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ আগস্টঃ উপদলীয় কাজ নিয়ে কড়া বার্তা অভিষেকের। কী ভিত্তিতে কমিটি গঠন হচ্ছে? কারা গঠন করছে? সব দিকেই নজরদারি তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের। সোমবার ক্যামাক স্ট্রিটে উত্তর দিনাজপুর, বহরমপুর এবং মুর্শিদাবাদের জেলার সাংগঠনিক নেতৃত্বদের নিয়ে বসেছিল বৈঠক। চলতি মাসের শুরু থেকেই যে জেলাওয়াড়ি সাংগঠনিক বৈঠকের ডাক দিয়েছিলেন অভিষেক। আর এদিনের বৈঠকও সেই 'দলীয়-হিন্দোলের' নজির মাত্র। তৃণমূল সূত্রে খবর, এদিনের বৈঠকে ডাক পেয়েছিলেন তিন জেলার মোট দশ বিধায়ক। এছাড়াও, ক্যামাক স্ট্রিট থেকে ডাকা হয়েছিল জেলা সভাপতি ও শীর্ষ স্তরের নেতৃত্বদেরও। এই ডাক পাওয়াদের মধ্যে ছিলেন ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরও। সূত্রের খবর, উত্তর দিনাজপুরের নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠকে দলে নিজের লোক নিয়ে কমিটি গঠনে কড়া অভিষেক। সাফ নির্দেশ, কমিটি গঠন করা হলে, তা তৈরি করবে শীর্ষ নেতৃত্ব। এছাড়াও যে সকল নেতারা কোনও বিতর্ক বা মামলায় অভিযুক্ত তাদের কোনও জেলা কমিটিতে স্থান দেওয়া হবে না বলেই জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। উল্টে দলের প্রতি যারা দায়বদ্ধ, তেমন নেতাদেরই সামনে এগিয়ে নিয়ে আসার বার্তা দেন তিনি। উল্লেখ্য, গতবছরের লোকসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। সেই নিয়ে দলের মধ্যে একটা বিড়ম্বনা ছিলই। কারণ, ওই লোকসভার অধীনে থাক সাতটি বিধানসভা এলাকার ছ'টিতেই জিতেছিল তৃণমূল। তারপরেও কেন হার, তা নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে আগেও প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন জেলা নেতৃত্বরা। সোমবার আয়োজিত বৈঠকে সেই কথাই শোনা যায় অভিষেকের মুখে। সূত্রের খবর, রায়গঞ্জের ফলাফল নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। সেখানে কার্যত রদবদলের কথাই ভাবছেন তিনি। জানা গিয়েছে, বৈঠকে রায়গঞ্জের ব্লক সভাপতি, টাউন সভাপতি, ছাত্র যুবস্তরে পরিবর্তনের কথা ভাবছে শীর্ষ নেতৃত্ব।

৩ মাস কেটে গিয়েছে, পুরনো পদে ফিরলেন মাত্র ২০ জন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ আগস্টঃ শিক্ষকতা করবেন বলেই সরকারি চাকরি ছেড়ে এসএসসি দিয়েছিলেন। কয়েক বছর স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন। ২০১৬ সালের এসএসসি-র পুরো প্যানেল সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করার পর ফের পুরনো সরকারি চাকরিতে ফিরছেন তাঁরা। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনেই চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে যাঁরা আগে সরকারি চাকরি করতেন, তাঁদের পুরনো চাকরিতে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল রাজ্য প্রশাসন। এখনও পর্যন্ত ২০ জনকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে নিয়োগের জন্য সবুজ সংকেত দিয়েছে নবান্ন। গত ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারান প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী। সেইসময় শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়, অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় পড়েন না, চাকরিহারাদের মধ্যে এমন অনেকেই হয়তো আগে রাজ্য সরকারের অন্য দফতরে কাজ করতেন। এখন তাঁরা আগের কর্মক্ষেত্রে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারেন। ওই আবেদনের ভিত্তিতে তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট দফতরকে তাঁদের পদ ফিরিয়ে দিতে হবে। তাঁদের এই পুনরায় কাজে যোগ দেওয়াকে কোনওভাবেই ব্রেক অব সার্ভিস হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। তাঁদের নিয়োগের জন্য প্রয়োজনে সুপারনিউমেমারি পোস্ট তৈরির কথাও বলে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের সেই নির্দেশ মেনে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষকতার আগে অন্য সরকারি চাকরি করতেন, তাঁদের পুরনো চাকরিতে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য। এখনও পর্যন্ত ২০ জনকে তাঁদের পুরনো পদে নিয়োগে সবুজ সংকেত দিয়েছে নবান্ন। জানা গিয়েছে, স্বরাষ্ট্র, বিদ্যুৎ, বিপর্যয় ও মোকাবিলা দফতরের চাকরি ছেড়ে এই ২০ জন স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা হয়েছিলেন। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এই ২০ জনের মধ্যে পাঁচজন স্বরাষ্ট্র দফতরের চাকরি ছেড়ে শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার আবেদন জমা পড়েছে পুরনো চাকরিতে পুনর্বহালের জন্য। তাঁদের আবেদনগুলি খতিয়ে দেখে নিয়োগের চিঠি দেওয়া হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নতুন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগে পদক্ষেপ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ও ১৪ সেপ্টেম্বর এসএসসি-র নিয়োগের পরীক্ষা হবে। ৭ তারিখে নবম-দশম ও ১৪ তারিখে একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা হবে।

দিঘার মন্দিরের আদলে রাজ্যে দুর্গাঙ্গন, ক্যাবিনেটে পাস হল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ আগস্টঃ দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের আদলে রাজ্যে দুর্গাঙ্গন তৈরি করা হবে। শহিদ দিবসে ধর্মতলার সভা থেকে এই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণা এবার বাস্তবায়িত রূপায়িত করার উদ্যোগ নেওয়া হল। এদিন ক্যাবিনেটে পাস হল এই দুর্গাঙ্গন তৈরির বিষয়টি। সোমবার একথা জানান রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মন্ত্রী জানান, এজন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করা হচ্ছে। ট্রাস্টের সদস্যদের নাম পরে জানানো হবে। দুর্গাঙ্গন তৈরির ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে হিডকো এবং পর্যটন দফতর। তবে ঠিক কোথায় এই দুর্গাঙ্গন গড়ে উঠবে, সে বিষয়ে এদিন স্পষ্ট করে কিছু বলেননি মন্ত্রী। তিনি বলেন, এ বিষয়ে সব কিছু ঠিক করার পর বাজেট চূড়ান্ত করা হবে। তবে প্রশাসনিক মহলের মতে, কলকাতা বা তার আশেপাশে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অরূপ বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, রাজ্যে দুর্গাঙ্গন হবে এবং সেটা হচ্ছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেন, সেটা করেন।'' শহিদ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, জগন্নাথধামের মতো দুর্গাঙ্গন তৈরি করব, যাতে মানুষ সারা বছর সেখানে আসতে পারেন। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজো। পালা বদলের পর তখতে বসে কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় পুজো কার্নিভালেরও ব্যবস্থা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যা ইতিমধ্যে ইউনেস্কো থেকে স্বীকৃতিও পেয়েছে। মন্ত্রী জানান, ইউনেস্কোর ওই স্বীকৃতিকে সম্মান জানাতেই এই দুর্গাঙ্গন তৈরির পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রীর।

পরমাণু অস্ত্রধারী বোধবুদ্ধিহীন দেশ পাকিস্তান, আসিম মুনিরের হুমকির জবাব ভারতের

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্টঃ 'পরমাণু অস্ত্রধারী একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন দেশ পাকিস্তান।' পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের হুমকির জবাবে বলল ভারত। সোমবার ভারত সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, আসিম মুনির যে অর্ধেক পৃথিবীকে ধ্বংস করে ডুবব এবং সিন্ধু নদের জল নিয়ে মন্তব্য করেছেন, তাতেই বোঝা যায় দেশটি একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন দেশ যাদের হাতে পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। এমনকী পরমাণু অস্ত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে অর্থাৎ সেনাবাহিনীর হাতে চলে যাওয়াকেও 'প্রকৃত বিপদ' বলে মনে করে ভারত। সূত্রের মতে, মুনিরের বক্তব্য এ ধারারই একটা অঙ্গ যে, যখনই আমেরিকা তাদের পাকিস্তানে সেনাকে প্রশংসা করেছে, তখনই ওরা ওদের সত্যিকারের রং প্রকাশ করে ফেলে। আসলে পাকিস্তানে গণতন্ত্র নেই এ ধরনের আচরণে তা বোঝা যায়। পাকিস্তান আদতে সেনা নিয়ন্ত্রণে থাকা একটি দেশ। প্রসঙ্গত, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং পাকিস্তানের অপ্রশাসনিক শক্তিতে সাবধান করে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ''পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে বাইরে থাকা এইসব শক্তি পরমাণু অস্ত্র নিয়ে ছেলেখেলার স্তরে পৌঁছে যাচ্ছে।'' তিনি আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থাকে পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রের উপর নজরদারি করার প্রস্তাব দিয়েছেন। ভারতের মতে, পাকিস্তানের বারবার পরমাণু অস্ত্রের হুমকিতেও ভারতের সন্ত্রাস বিরোধী কার্যকলাপ ঠেকাতে পারবে না। পাকিস্তানের হাতে পরমাণু অস্ত্র থাকাটাই এই অবস্থায় বাঞ্ছনীয় কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে ভারত। কারণ এরকম পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগের দায়িত্ববুদ্ধিহীন ও দুর্বৃত্ত দেশের উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থার নজর রাখা জরুরি বলে মনে করেন রাজনাথ সিং। উল্লেখ্য, আমেরিকায় গিয়ে পরমাণু বোমা ব্যবহার করে ভারতকে ধ্বংস করার সরাসরি হুমকি দেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান, ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। মার্কিন সফরে গিয়ে এক নৈশভোজের অনুষ্ঠানে মুনির বলেন, ''আমরা যদি ডুবে যাই, তবে সঙ্গে অর্ধেক দুনিয়াকেও টেনে নেব।'' মুনির বলেন, ''আমরা পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। যদি মনে করি শেষ হয়ে যাচ্ছি, তবে আমরা অর্ধেক দুনিয়াকে শেষ করে দেব।''

তুমুল বচসার পর জ্ঞান হারালেন মহুয়া

রাহুল-সহ সমস্ত সাংসদকে আটক করল পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্টঃ 'ভোট চুরি' মিছিলের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে দিল্লি পুলিশের হাতে আটক হলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সোমবার নির্বাচন কমিশনের দফতরের উদ্দেশে এই পদযাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি। রাহুলের পাশাপাশি আটক হয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব-সহ সমস্ত বিরোধী সাংসদরা। দিল্লি পুলিশ সমস্ত বিরোধী সাংসদদের দু'টি বাসে তুলে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির মধ্যেই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সোমবার দিল্লির রাজপথ সরগরম বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বিক্ষোভে। সংসদ ভবন থেকে নির্বাচন কমিশনের দফতর পর্যন্ত মিছিলের ডাক দেওয়া হলেও তাঁর অনুমতি দেয়নি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে থাকা দিল্লি পুলিশ। এদিন সকালে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হতেই এসআইআর ইস্যুতে সরব হন বিরোধী সাংসদেরা। তুমুল হইচইয়ে দুপুর ২টো পর্যন্ত দুই কক্ষের কার্যসূচি মুলতুবি হয়ে যায়। এর পরেই রাহুল গান্ধি, প্রিয়ঙ্কা গান্ধি, ডেরেক ও ব্রায়েন, অখিলেশ যাদব-সহ প্রায় ৩০০ জন সাংসদের মিছিল সংসদ ভবন থেকে রওনা হয়। কিন্তু কিছু দূর যেতেই ব্যারিকেড তুলে পথ আটকে দেয় দিল্লি পুলিশ। এদিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ সংসদের মকরদ্বার থেকে শুরু হয় অভিযান। পায়ে পায়ে হেঁটে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতর নির্বাচন সদন পর্যন্ত নিজেদের যাত্রা শুরু করে বিভিন্ন বিরোধী দলের ৩০০ জন সাংসদ। কিন্তু কমিশনের দুয়ার যখন এখন হাতের নাগালে। ঠিক তার আগেই ৬০০ মিটার দূরত্বে 'ঢাল' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে দিল্লি পুলিশ। তখনই চড়ে উত্তেজনা। রবিবারই দিল্লি পুলিশ দাবি করেছিল, বিরোধী জোট ইন্ডিয়া তরফে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। তবে কমিশনের এই প্রসঙ্গে একটি চিঠি যায় কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের কাছে। তাতে জানানো হয় যে ৩০ জন সাংসদ-সহ নিয়ে কমিশনে আলোচনার জন্য আসা যেতেই পারে। কিন্তু এই প্রস্তাবে রাজি নয় ইন্ডিয়া ব্লক। তাদের দাবি, গেলে ৩০০ জনই যাবে। যার জেরে সোমবার দিল্লি পুলিশ তাদের ব্যারিকেড নিয়ে আটকাতে চড়ে বসে সাংসদরা। দেখা যায়, শাড়ি পরেই ব্যারিকেড টপকাচ্ছে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। ব্যারিকেড টপকান সপা নেতা অখিলেশ যাদবও। তবে বেশিক্ষণ নয়। ক্ষণিকের মধ্যে তাদের টেনেহিঁচড়ে পুলিশ-বাসে তোলে দিল্লি পুলিশ। আর ওই টানাপোড়েনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন মহুয়া মৈত্র। পুলিশের বাসে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখা যায় তাঁকে। অসুস্থ বোধ করছেন আরও এক তৃণমূল সাংসদ মিতালী বাগও। এই আবহেই বড় অভিযোগ করে দিয়েছেন আরেক তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। তাঁর দাবি, ''মহিলা সাংসদদের শাড়ি ধরে টেনেছে। আমাদের টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছে। আমার শাড়ি ছিঁড়েছে।''

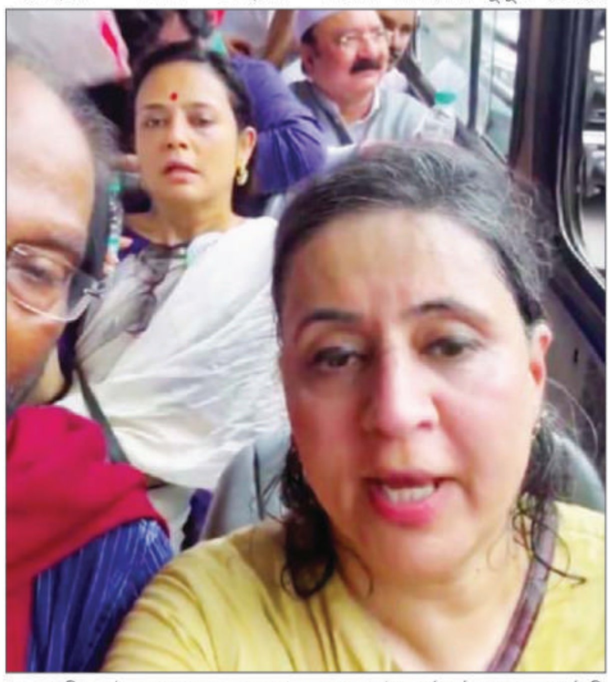

'কুণাল ঘোষ গিয়ে সিবিআই-এর সঙ্গে সেটেলমেন্ট করেছেন', বিস্ফোরক তিলোত্তমার বাবা, জবাব দিলেন তৃণমূল মুখপাত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ আগস্টঃ ''সিবিআই-কে টাকা খাইয়েছে রাজ্য সরকার, কুণাল ঘোষ গিয়ে সেটেলমেন্ট করে এসেছে।'' বিস্ফোরক দাবি করেছেন তিলোত্তমার বাবা। এবার মুখ খুললেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। নিজের সামাজিক মাধ্যমে তিলোত্তমার বাবার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ তুললেন তিনি। কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে সাংবাদিকদের দেওয়া তিলোত্তমার বাবার সাক্ষাৎকারের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে কুণাল লিখেছেন, 'মিথ্যাচার আর নাটকের সব সীমা পার করছেন উনি। কন্যাহারা পিতার যন্ত্রণা বুঝি। কিন্তু তাই বলে ওঁরা যাদের কথায় যা যা করছেন, যা যা বলছেন, সেসব নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকছে। এখানে এভাবে আমার নাম করে মিথ্যা অভিযোগ করলেন কার কথায়, কোন তথ্যে?' তাঁর দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআই-এর দুটো মামলা চলছে। তিনিই আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে। তার মধ্যে তিনি কীভাবে 'সেটেলমেন্ট' করতে যাবেন? আর তাঁর আরও প্রশ্ন, সিবিআই-ও বা কীভাবে তা মানবে? কুণাল লেখেন, 'সবাই জানে সিবিআইকে নিয়ন্ত্রণ করে বিজেপি। উনি আবার তাদের সঙ্গে নবান্ন অভিযানে যান। আপনার প্রতি সম্মান, সহমর্মিতা রেখেই বলছি, সিবিআই নিয়ে আমাকে জড়িয়ে এইসব মিথ্যাচার হল ঠান্ডা মাথার অপরাধমূলক অপপ্রচার।' উল্লেখ্য, প্রথম থেকেই সিবিআই তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিলোত্তমার বাবা-মা। আদালতেও সেই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এবার তিনি অভিযোগ করেছেন, রাজ্য সরকার টাকা খাইয়ে সিবিআই-এর সঙ্গে সমঝোতা করেছে। আর সেক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করেছেন কুণাল ঘোষই। তা নিয়েই বিস্ফোরক কুণাল। এর আগেও কুণাল তিলোত্তমার বাবা-মায়ের প্রতি সম্মান জানিয়েও বলেছেন, তাঁরা বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের কথা পদক্ষেপ করছেন। এবার সেই দাবি আরও জোরালভাবে প্রকাশ করলেন।

৪ অফিসারকে সাসপেন্ড করল না নবান্ন, তবে ২ জনকে ভোটের কাজ থেকে তুলে নিয়ে চিঠি কমিশনকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ আগস্টঃ ভোটের কাজে অনিয়মের অভিযোগে নির্বাচন কমিশন যে চার জন অফিসারকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছিল, তা এখনই মানল না নবান্ন। তবে হ্যাঁ, আগের তুলনায় সুর কিছুটা নরম করে এবং কৌশলগত ভাবে ২ জনকে ভোটার তালিকা তৈরি বা নির্বাচনী কাজকর্ম থেকে তুলে নিল। সোমবার এই মর্মে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ। কমিশন যে চার অফিসারকে সাসপেন্ড করার সুপারিশ করেছিল তাঁরা হলেন, বারুইপুর পূর্ব (১৩৭) বিধানসভা কেন্দ্রের ইআরও দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী ও সহকারী ইআরও তথাগত মন্ডল। এবং ময়না বিধানসভা কেন্দ্রের ইআরও বিপ্লব সরকার ও এআইআরও সুদীপ্ত দাস। ওই চারজন আধিকারিক ছাড়াও ফর্ম-৬ প্রসেসিংয়ে যুক্ত ক্যাজুয়াল ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুরজিত হালদারের বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের করার সুপারিশ করেছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া চিঠিতে রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ এদিন জানান, চারজন অফিসার ও একজন ডেটা এন্ট্রি কর্মীর বিরুদ্ধে এখনই কোনও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি ঠিকই। তবে তাঁদের সাসপেনশন না করেও অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছে নবান্ন। মনোজ পন্থ চিঠি দিয়ে কমিশনকে জানিয়েছেন, জেলা বা ব্লক স্তরের অফিসারদের একাধিক দায়িত্ব থাকে-নির্বাচনী কাজ ছাড়াও সময় ধরে বহু প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। ফলে অনেক সময়ে বিশ্বাসের ভিত্তিতে অধীনস্থ কর্মীদের কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। মুখ্য সচিবের যুক্তি, যেসব অফিসার এতদিন নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে বিস্তারিত তদন্তের আগে কড়া শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া ঠিক হবে না, তা অতি কঠোর বলে মনে হতে পারে। এতে শুধু অভিযুক্ত নয়, সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অফিসার-কর্মীদের মনোবল ভেঙে পড়তে পারে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, আপাতত তমলুক ব্লকের পিএএও ও ময়না আসনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার সুদীপ্ত দাস এবং বারুইপুর পূর্ব আসনের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুরজিৎ হালদারের নির্বাচনী দায়িত্ব প্রত্যাহার করা হয়েছে। তদন্ত শেষ হওয়ার পর কমিশনকে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্য সচিব। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, নবান্নের এই চিঠিতে সরকারের কৌশল স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী আগেই বলেছিলেন, কোনও অফিসারকে সাসপেন্ড করা হবে না। কারণ, শাসক দলেরও ধারণা ছিল, চার জন অফিসারকে সাসপেন্ড করলেই অফিসার মহলে ক্ষোভ শুরু হয়ে যাবে। তাই আপাতত সরকার অনড় রইল। আবার নির্বাচন কমিশন যাতে এখনই আর কড়া পদক্ষেপ করতে না পারে সে জন্য অভ্যন্তরীণ তদন্ত হবে বলে একটা দীর্ঘমেয়াদি খুড়োর কলও ঝুলিয়ে রাখল। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল, দুই ডব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভ অফিসারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই করা হল না। বরং সরানো হল শুধু অধঃস্তন এক কর্মচারীকে। আর ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এমনিতেই কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফ। এখন দেখার কমিশন এই পদক্ষেপে তুষ্ট হয়। নাকি ফের চিঠি পাঠায় নবান্নকে।

আইডিবিআই ব্যাঙ্কে ধর্মঘট, বিক্ষোভ-সমাবেশ

কলকাতা, ১১ আগস্ট ঃ ‘ ইউনাইটেড ফোরাম অফ আইডিবিআই অফিসার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ’ এর পক্ষ থেকে সোমবার দেশব্যাপী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ধর্মঘট ডাকা হয়। এই ধর্মঘটকে সক্রিয় সমর্থন জানিয়ে শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ‘অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামে’র পক্ষ থেকে রাজ্যের প্রায় প্রতিটি শাখার গেটে ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে প্রচার এবং পিকেটিং করা হয়।ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস এই প্রতিবেদককে জানান, কেন্দ্রীয় সরকার এবং এলআইসিআই-র শেয়ার দেশি-বিদেশি ধনকুবেরদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। এর এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্ককে বেসরকারিকরণ করার সবরকম পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ও স্থায়ী পদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী কর্মী নিয়োগ সহ কর্মচারী ও গ্রাহকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে এ রাজ্যের প্রায় প্রতিটি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক এবং তার এটিএমগুলি সোমবার বন্ধ ছিল।ধর্মঘট সর্বাত্মক ও সফল হওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং গ্রাহকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন ফোরামের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায় মন্ডল। তিনি বলেন, ‘অন্যান্য ব্যাঙ্কের কর্মচারী ও গ্রাহকদের সহযোগিতা নিয়ে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্নভাবে সর্বশক্তি দিয়ে এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হবে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব’।

সোমবার অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দর

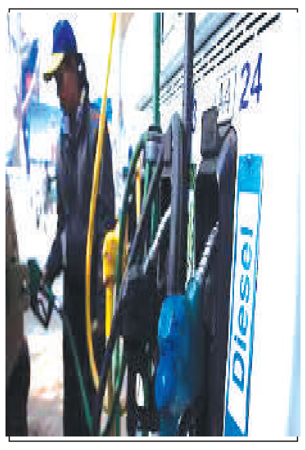

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্টঃ ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর ভিত্তি করেই পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে। দেশীয় বাজারে সোমবার পেট্রোল - ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন দেখা গেলো না ।এদিন দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা। কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকা। মুম্বইতে পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা । চেন্নাইযে.প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০০.৮০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.৩৯ টাকাই বহাল রইলো ।

বাসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মহুয়া, মিতালি খোঁজ নিলেন রাহুল গান্ধী

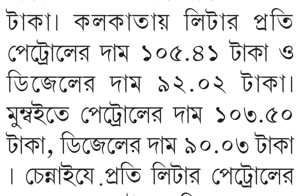

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট ঃ দিল্লি পুলিশ আটক করে বাসে তোলার পরেই ধস্তাধস্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মহুয়া মৈত্র, অসুস্থ হয়ে পড়েন আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগও। অসুস্থ হয়ে পড়েন সমাজবাদী পার্টির এক সাংসদও। সাংসদদের অসুস্থতার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে গিয়ে খোঁজখবর নেন রাহুল গান্ধী। বাস থেকে নেমে সপা-র অসুস্থ সাংসদকে তুলে দেন অন্য গাড়িতে।তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষের অভিযোগ, পুলিশ মহিলা সাংসদদের উপর বলপ্রয়োগ করেছে, চুল ধরে টেনেছে। সামাজিক মাধ্যমে সাগরিকার পোস্ট করা ভিডিয়োয় দেখা যায়, বাসের পিছনের আসনেই বসে রয়েছেন অসুস্থ মহুয়া। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন অন্য মহিলা সাংসদেরা। মহুয়াকে জল খাওয়ানো হচ্ছে।

সংসদ ভবন থেকে ইসি দফতরের উদ্দেশে পদযাত্রা ‘ইন্ডি’জোটের সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট ঃবিরোধী জোট ইন্ডি ব্লকের সাংসদরা সোমবার দুপুরে সংসদ ভবন থেকে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) দফতরের উদ্দেশে পদযাত্রায় উদ্যোগী হন। অভিযোগ, বিজেপির সুবিধার্থে কমিশন ভোটার তালিকা জালিয়াতি ও নানা কারচুপির মাধ্যমে ‘ চুরি’ করছে।কিন্তু অভিযানের শুরুতেই ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকানো হয়। রাস্তায় অবস্থানে বসে পড়েন বিরোধী দলের সাংসদেরা। চেয়ারে বসেন প্রবীণ সাংসদ শরদ পওয়ার, মল্লিকার্জুন খড়্গেরাও। অবস্থান তুলতে সাংসদদের আটক করা শুরু করে দিল্লি পুলিশ। আটক করে বাসে তোলা হয় রাহুল, প্রিয়ঙ্কা, মহুয়া-সহ অন্য সাংসদদের।এই বিক্ষোভ মূলত ভোটমুখী বিহারে চলতি বিশেষ নিবি। সংশোধন প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিরোধীদের আপত্তিকে কেন্দ্র করে। তাঁদের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটার তালিকায় কারচুপি করে কিছু অংশের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং ভুয়ো নাম যোগ করা হচ্ছে। কংগ্রেসের দাবি, ২০২৪ লোকসভা ভোটসহ একাধিক নির্বাচনে এই ভোট তালিকা কারচুপির মাধ্যমেই বিজেপি জয় পেয়েছে।আনে বিরোধী জোট ‘ না থাকলেও সোমবার কর্মসূচিতে শামিল হয় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টি-ও।

বকেয়া ঋণ পরিশোধে কঠোর হচ্ছে ত্রিপুরার ওবিসি কল্যাণ দফতর

আগরতলা, ১১ আগস্ট ঃ ’সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কাজ করে চলছে। সোমবার আগরতলায় প্রজ্ঞা ভবনে ওবিসি কল্যাণ দফতরের পর্যালোচনা বৈঠকে এই কথা বলেন মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা।ওবিসি সার্টিফিকেট প্রদানে দাযিত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানদের আরও সতর্ক থাকতে হবে। তাঁদেরকে আইনের পরিসীমার মধ্যে থেকেই জনগণের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে। সোমবার প্রজ্ঞা ভবনে ওবিসি কল্যাণ দফতরের পর্যালোচনা বৈঠকে একথা বলেন দফতরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা।এই পর্যালোচনা বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, বিগত দিনে ওবিসি কল্যাণ দফতর থেকে প্রচুর পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ঋণ পরিশোধ করা হয়নি। এর জন্য প্রচুর টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হবে। বর্তমান সময়ে ঋণ পরিশোধের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ঋণ প্রদানের জন্য এক কোটি টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।প্রসঙ্গত, এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওবিসি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার, দফতরের সচিব তাপস ধর, অধিকর্তা নির্মল অধিকারী সহ অন্যান্যরা।

রাজ্য সরকারের গড়িমসি, বেতন বৃদ্ধির দাবিতেই সরব পার্শ্ব শিক্ষকরা

কলকাতা, ১১আগস্ট ঃএরাজ্যের পার্শ্ব শিক্ষকদেরজন্যেই বেতন বৃদ্ধির সরকারি নির্দেশিকা জারি করতে হবে। এমনটাই দাবি পার্শ্ব শিক্ষকদের । তাদের দাবি, অবিলম্বে বেতন বৃদ্ধি না ঘোষণা করা হলে অনশন ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। সোমবার স্পষ্টভাবেই এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছেই তাদের একান্ত আর্জি, বেতন বৃদ্ধির সরকারি অর্ডার প্রকাশ করুন। এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের তরফেও জানানো হয় , দুর্গাপুজোর জন্য বড় পরিমাণ অর্থ অনুদান বাবদ দেওয়া হল। অথচ, ৪২ হাজার পরিবারকে রেহাই দিতে হবে। পাঞ্চালি জানা বলেন, তাদের জন্য পুজোর বোনাস - ৬,০০০ টাকা মাত্র। এ দিয়ে সংসার চলে না। তিনি আরো বলেন, সাড়ে দশটার মধ্যে স্কুলে পৌঁছতে হয়। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ছুটি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাতর আর্জি - বাঁচান। বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়ার জন্য প্রহর গুনছেন সকলেই । এদিন এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে প্যারা টিচার ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন। পরিশেষে, প্রেস ক্লাব কলকাতায় ডাঃ আবদুস সালাম শেখ এদিনের অনুষ্ঠানে জানান - অসহায় তাদের সকলেই। কোর কমিটির সদস্য চন্দ্রচূড় গাঙ্গুলি জানান, দু’দশকেরও বেশি সময় ধরে পার্শ্ব শিক্ষকরা যে পরিষেবা দিয়ে চলেছেন তা অকল্পনীয়। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের আমলেই যসামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে সাম্মানিক তাদের। আপাতত তাদের ন্যায্য দাবিকে রাজ্য সরকার কতখানি প্রাধান্য দেন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন তাদের সকলেই।

দেশ সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে, ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি ডঃ মোহন যাদবের

ভোপাল, ১১ আগস্ট ঃ সোমবার বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণদিবস। এই উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব।সোমবার তাঁর সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে তিনি জানান, স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রদ্ধেয় ক্ষুদিরাম বসুর বলিদান দিবসে আমি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দেশ সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে বলে মনে হয়।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে উপত্যকায় আঁটসাঁট নিরাপত্তা ব্যবস্থা

শ্রীনগর, ১১ আগস্ট ঃ দিন কয়েক পরেই ভারতের স্বাধীনতা দিবস। সেই উপলক্ষে নিরাপত্তা জোরদার করতে এবার জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হচ্ছে।সোমবার কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিদর্শক ভি কে বিরদি সংবাদমাধ্যমে জানান, ইতিমধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী এই বিশেষ বহুস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার মহ।। শুরু করেছে। এর একটাই উদ্দেশ্য, দেশের স্বাধীনতা দিবস সুষ্ঠভাবে পালন ও নাগরিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে ।

আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১১ আগষ্টঃ আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়।

পথকুকুরদের সরানো নিয়ে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট, ঃ দিল্লি-এনসিআর এলাকার সমস্ত পথকুকুরকে অবিলম্বে ধরতে হবে। তাদের নির্বীজকরণ করিয়ে পাঠাতে হবে নিরাপদ আশ্রয়ে। সোমবার শীর্ষ আদালত প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে, যতটা প্রয়োজন বলপ্রয়োগ করে পথকুকুরদের ধরতে হবে। কেউ বাধা দিলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হবে।সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, যেসমস্ত এলাকাগুলি অত্যন্ত স্পর্শকাতর সেখান থেকে পথকুকুরদের সরাতে হবে। পথকুকুরদের কামড়ে জলাতঙ্ক এবং তার জেরে আমজনতার মৃত্যু-দুটোই উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে, এই সংক্রান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতেই শুনানি শুরু করে আদালত। এই মর্মে কেবলমাত্র কেন্দ্রের বক্তব্য শোনা হবে বলে জানায় সুপ্রিম কোর্ট। পশুপ্রেমী বা অন্য কোনও পক্ষের আবেদন গ্রাহ্য হবে না।সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, দক্ষ ব্যক্তিদের দিয়ে পথকুকুরদের আটক করতে হবে এবং তারপর তাদের পাঠাতে হবে নির্দিষ্ট আশ্রয়ে। তার জন্য যত দ্রুত সম্ভব কুকুরদের আশ্রয়স্থল তৈরি করতে হবে।

রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা-সহ ইন্ডি জোটের নেতারা আটক, সরকারকে তোপ বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট ঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবি। সংশোধন (এসআইআর) সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে সোমবার দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দফতর ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নিয়েছিল বিরোধী দলগুলি। কিন্তু, অনুমতি না থাকায় রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, সঞ্জয় রাউত-সহ বিরোধী দলের অনেক নেতাকেই আটক করে দিল্লি পুলিশ।বিরোধীদের মিছিলে দেখা যায় বিভিন্ন ভাষায় লেখা পোস্টার। কমবেশি প্রতিটি পোস্টারেই ‘ভোট চুরি’ বন্ধ করার দাবি। কোনও কোনও পোস্টারে আবার এসআইআর-এর বিরুদ্ধে স্লোগান। তৃণমূল সাংসদদের হাতে থাকা ব্যানার এবং পোস্টারে নির্বাচন কমিশনকে বিঁধে লেখা হয়েছে, ‘ চুপি চুপি ভোটের কারচুপি’। পুলিশ মিছিল আটকাতেই রাস্তায় বসে পড়লেন বিরোধী জোটে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন দলের সাংসদেরা। রাস্তায় বসেই কমিশনের বিরুদ্ধে ‘চুপি চুরি’র অভিযোগ তুলে স্লোগান দেন তাঁরা। স্লোগান দিতে দেখা যায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাকে। ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকাতেই রাস্তায় অবস্থানে বসে পড়েছিলেন বিরোধী দলের সাংসদেরা। চেয়ার বসেছিলেন প্রবীণ সাংসদ শরদ পওয়ার, মল্লিকার্জুন খড়্গেরাও। অবস্থান তুলতে সাংসদদের আটক করা শুরু করে দিল্লি পুলিশ। আটক করে বাসে তোলা হয় রাহুল, প্রিয়াঙ্কা, মহুয়া-সহ অন্য সাংসদদের।

শনিবার প্রতিবাদের আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনায় বিবৃতি দিল কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ১১ আগস্ট, ঃ শনিবারের প্রতিবাদের আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনায় একটি রাজনৈতিক দলের কয়েকজন নেতাসমর্থকদের বিরুদ্ধে মোট ৫টি এফআইআর দাযের করা হয়েছে। সোমবার সামাজিক মাধ্যমে একথা ঘোষণা করেছে কলকাতা পুলিশ কর্তৃপক্ষ। প্রশ্ন উঠেছে, কোন ঘটনায়, কাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ হয়েছে, কেন তা স্পষ্ট জানানো হল না?০৯.০৮.২০২৫ তারিখে কিছু গোষ্ঠীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদের সময় আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনায় নিম্নলিখিত মামলাগুলি দায়ের করা হয়েছে ঃমোট ৫টি এফআইআর দাযের করা হযেছে (৪টি নিউ মার্কেট থানায়, ১টি হেয়ার স্ট্রিট থানায়)।১)মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে আর.আর. অ্যাভিনিউতে না গিযে.পার্ক স্ট্রিটের দিকে মিছিল নিয়ে যাওয়ার জন্যঃ (হেয়ার স্ট্রিট থানার কেস নং ১৭৮, তারিখ ০৯.০৮.২০২৫, ধারা ২৮৫২২৩১৮৯(২)৩(৫) বিএনএস)২) অন্য রাজনৈতিক দলের রাখি স্টলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য।(নিউ মার্কেট থানার মামলা নং ১৩৭, তারিখ ০৯.০৮.২০২৫, ধারা ৭৯৩(৫) বিএনএস)৩) এক পুলিশ কনস্টেবলকে নির্মমভাবে মারধর করে মাথায় গুরুতর আঘাত করার জন্য।(নিউ মার্কেট থানার মামলা নং ১৩৬, তারিখ ০৯.০৮.২০২৫, ধারা ১২১(২)১০৯(১)৩(৫) বিএনএস)৪) হকার্স ইউনিয়নের অফিস ভাঙচুর করার জন্য।(নিউ মার্কেট থানার মামলা নং ১৩৫, তারিখ ০৯.০৮.২০২৫ ধারা ৩২৯ (৪)৩২৪ (৪)৩(৫) বিএনএস)৫) এক সংবাদকর্মীর ক্যামেরা নষ্ট ও তাকে জোরপূর্বক আটক রাখার জন্য।(নিউ মার্কেট থানার মামলা নং ১৩৪, তারিখ ০৯.০৮.২০২৫, ধারা ১২৬(২)১১৫(২)৩২৪(৪)৩২৬(এফ)৬২৩০৩(২)৩(৫) বিএনএস)নিউ মার্কেট থানার ২টি আবেদনপত্র আদালতে পেশ করা হয়েছে- একটি এফআইআর দায়েরের জন্য ধারা ২২৪৩৫১(২)৩৫২৩৫৩(১) বিএনএস অনুযায়ী।অন্যটি এফআইআর দায়েরের জন্য ধারা ১৮৯(২)১৯১(২)১৯১ (৩)১৯০১৮৯(৫)১৯৫১২৯ (২)১১৫(২)১১৮(১)১১৮(২)১২১(২)১৩২২২৩ ২৮৫৩(৫)৩২৬(এফ)৬১(২) বিএনএস সহ ধারা ৩ পিডিপিপি আইন অনুযায়ী, পুলিশের বিরুদ্ধে কটূক্তি, জনসাধারণের অসুবিধা সৃষ্টি ও সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের অভিযোগে।এখনো কোনো গ্রেফতার হয়নি।১ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছে। তদন্ত চলছে ।

গত দশদিনে ১১ বার ভূমিকম্প উত্তরপূর্বে, কম্পন অসম ও অরুণাচলে

গুয়াহাটি, ১১ আগস্ট ঃ গত দশদিনে ১১বার ভূমিকম্পে কেঁপেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিন রাজ্য অসম, অরুণাচল প্রদেশ এবং মণিপুর। গতকাল রবিবার অপরাহ্ন থেকে আজ দুপুর পর্যন্ত অসম, অরুণাচল প্রদেশ এবং মণিপুরে চারবার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। তবে সবকয়টি ভূমিকম্পের মাত্রা মৃদু হওয়ায় সৌভাগ্যবশত কোনও হতাহত বা অন্য ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।কিছুক্ষণ আগে ন্যাশনাল সেঃটার ফর সিসমোলোজি তাদের এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছে, আজ সোমবার (১১ আগস্ট) মধ্যাহ্ন ১২টা ০৮ মিনিট ৩৭ সেকেন্ডে অসমের কারবি আংলং জেলায় ৩.১ মাত্রার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। ভূমিকম্পের উসস্থল ছিল জেলার ভূপৃষ্ঠের ০৫ কিমি গভীরে ২৫.৮৬ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৪২ও পূর্বে।অনুরূপভাবে আজ (সোমবার, ১১ আগস্ট) ভোর ০৫টা ৪৭ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে অরুণাচল প্রদেশের ক্রা দাদি অঞ্চল কেঁপেছে ২.৮ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে। ভূমিকম্পের উসস্থল ছিল ক্রা দাদির ভূপৃষ্ঠের ১০ কিমি গভীরে ২৭.৬৬ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৭১ও পূর্বে।এদিকে গতকাল (রবিবার, ১০ আগস্ট) রাত ০৭টা ৫৫ মিনিট ১৭ সেকেন্ডে ২.৯ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে অসমের নলবাড়ি জেলায়। ওই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল নলবাড়ি জেলার ভূপৃষ্ঠের

রাশিফল

মেষঃআজকে উপহারের রাংতায় মো।। একটি রোমান্টিক সংযোগ আপনার দোরগোড়ায় এসে পড়বে । আশা করি আপনি প্রস্তুত । সেরা পোশাকটি পরুন, সেজেগুজে নিন ও মিষ্টি কথা ঝালিয়ে নিন । কে জানে, সন্ধ্যাটি আজ কোন দিকে মো। নেবে । কাজের দিক থেকে সম্ভবত ব্যস্ত দিন কাটবে, কেননা কিছু বিভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে ।

বৃষঃ আজ দৃঢ়চেতা বা জেদী হওয়ার দিন । আপনাকে বিবাদ, তর্ক, মতানৈক্য এড়িয়ে চলতে বলা হচ্ছে । যদি বিতর্ক এড়াতে না পারেন, তাহলে মনে রাখবেন আপনাকেই পিছিয়ে আসতে হবে । শুভদিন।

মিথুনঃ আপনি আজ খুবই সহানুভূতিশীল ও আপনার প্রিয়তমকে সব দিক থেকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন । তার পরিবর্তে অনেক ভালোবাসা ও স্নেহ পাবেন । আজ আপনি আরও বেশি করে ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে পারেন

কর্কট রাশি ঃ হৃদয়গত বিষয়ে আপনার ভালোবাসার মানুষটি আপনার সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন । আপনি দায়িত্ব নেওয়ার এবং আরও ভালো সঙ্গী হয়ে ওঠার চেষ্টা করবেন । আজ আপনি অর্থ উপার্জনের জন্য প্রচুর চেষ্টা করবেন না। বিবাহের যোগ হবে আজকে।

সিংহঃমিষ্টি কথোপকথন আজ ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে আপনার সম্পর্ককে মজবুত করতে পারে । আপনি প্রশংসাও পেতে পারেন । যদি এখনও অবিবাহিত থাকেন, তাহলে এই সময়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আপনার সম্পর্ককে আরও জোরাল করতে পারেন । আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি ভালো মন্দ মিশিয়ে কাটবে । বিবাহের যোগ।

কন্যাঃআপনাদের সম্পর্কে মত পার্থক্য দেখা দিতে পারে আজ । এই সময়ে আপনার হৃদয়ঘটিত বিষয়গুলিকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে । শুভদিন হতে পারে।

তুলাঃ আপনি বাস্তব এবং ভাবনার জগতের মাঝে একটি সামঞ্জস্য তৈরি করতে পারবেন । আপনার ভালোবাসার মানুষটি এই বিষয়টিতে খুবই সন্তুষ্ট হবেন । আজকে আপনাকে আপনার জাতক রাশির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ।

বৃশ্চিকঃ আপনি আপনার হতাশাপূর্ণ মনোভাবের জন্য কোনো অগ্রগতি করতে অক্ষম হবেন।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি নতুন সাফল্য এবং আত্ম-প্রচারের দিন হবে। আপনি আপনার ভিতরে সৃজনশীলতা এবং শক্তি বৃদ্ধি অনুভব করবেন, যা আপনাকে নতুন ধারণা এবং পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট করবে। ।

মকরঃ আনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে।

কুম্ভঃআপনি যাই করবেন, তা যাতে ভবিষ্যতে অনেক লম্বা সময় ধরে প্রশংসিত হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখবেন । আজকে ভাগ্য যেহেতু আপনার সহায়, আপনি ছোট বা ব। আর্থিক ঝুঁকি নিতে পিছপা হবেন

মীনঃশরীরে ব্যথা বেদনা এবং উদ্বেগ সংক্রান্ত সমস্যা উড়িয়ে দেবেন না। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ৪ আগষ্ট, সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মস্যজীবীদের বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৮৮সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট । ভাটা-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৫মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে

রানাঘাট-শিয়ালদা এসি লোকাল ট্রেনের যাত্রা শুরু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ আজ থেকেই রানাঘাট-শিয়ালদহ এসি লোকালের যাত্রী পরিষেবা শুরু হল। এ দিন সকাল ৮.২৯ মিনিটে রানাঘাট জংশন স্টেশন থেকে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এসি লোকাল। প্রতিদিন সকাল ৮.২৯ মিনিটে রানাঘাট জংশন থেকে ছাড়বে এই ট্রেনটি। সন্ধ্যায় ৬.৫০ মিনিটে ফের শিয়ালদহ থেকে রানাঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে ট্রেনটি। ইতিমধ্যেই এসি লোকালের সময়সূচি প্রকাশ করেছে রেল। শিয়ালদহ ও রানাঘাটের মধ্যে বিধাননগর, দমদম জংশন, সোদপুর, খড়দহ, ব্যারাকপুর, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, কল্যাণী এবং চাকদহ স্টেশনে থামবে ট্রেনটি। রানাঘাট থেকে ছেড়ে আসার সময় ৮.৩৯ মিনিটে চাকদহ স্টেশন ছাড়বে ডাউন এসি লোকাল। সকালে শিয়ালদহ থেকে রাতে আবার রানাঘাট ফেরার পথে ৮.১৭ মিনিটে চাকদহ স্টেশনে পৌঁছবে এসি লোকাল। সকালে শিয়ালদহগামী এসি লোকাল কল্যাণী স্টেশন ছাড়বে ৮.৫২ মিনিটে। রাতে রানাঘাটগামী এসি লোকাল কল্যাণী পৌঁছবে ৮.০৩ মিনিটে। রানাঘাট শিয়ালদহ এসি লোকাল সকালে কাঁচরাপাড়া স্টেশনে ছাড়বে ৮.৫৬ মিনিটে। রাতে ফেরার সময় রানাঘাটগামী এসি লোকাল কাঁচরাপাড়ায় পৌঁছবে ৭.৫৭ মিনিটে। শিয়ালদহ আসার সময় সকালে ৯.০৭ মিনিটে নৈহাটি পৌঁছবে ডাউন এসি লোকাল। রাতে ৭.৪৯ মিনিটে নৈহাটি স্টেশন পৌঁছবে শিয়ালদহ রানাঘাট এসি লোকাল। কালে ডাউন এসি লোকাল ব্যারাকপুর স্টেশনে পৌঁছবে ৯.২৭ মিনিটে। আপ এসি লোকাল ব্যারাকপুর স্টেশনে পৌঁছবে সন্ধ্যা ৭.২৫ মিনিটে। ব্যারাকপুরের পর এসি লোকাল থামবে খড়দহ স্টেশনে। সকাল ৯.৩৪ মিনিটে খড়দহ ছাড়বে এসি লোকাল। সন্ধ্যায় রানাঘাটগামী এসি লোকাল ৭.১৮ মিনিটে খড়দহ পৌঁছবে। রানাঘাট-শিয়ালদহ এসি লোকাল সোদপুর স্টেশন ছাড়বে সকাল ৯.৩৮ মিনিটে। ফিরতি পথে সন্ধ্যায় ৭.১৩ মিনিটে সোদপুর পৌঁছবে এসি লোকাল। শিয়ালদহগামী আপ এসি লোকাল কল্যাণী স্টেশন ছাড়বে রানাঘাটগামী আপ এসি লোকাল সন্ধ্যায় দমদমে পৌঁছবে ৭.০৩ মিনিটে। শিয়ালদহগামী ডাউন এসি লোকাল দমদম জংশন স্টেশনে পৌঁছবে সকাল ৯.৫১ মিনিটে। রানাঘাটগামী আপ এসি লোকাল সন্ধ্যায় দমদমে পৌঁছবে ৭.০৩ মিনিটে।

তিরঙ্গা যাত্রার সূচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বহু বীর শহিদের রক্তের বিনিময়ে দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে মূল্যবান স্বাধীনতা অর্জন করেছে ভারতবর্ষ। তাই দেশবাসীর কাছে ভারতের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী আত্মোৎত্যাগের কথা তুলে ধরতে, দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে জাগ্রত করে তুলতে হর ঘর তিরঙ্গা যাত্রার সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যার অঙ্গ হিসেবে তিনি দেশ জুরে শুরু করেছেন জন ভাগীদারি আন্দোলন। সেই আন্দোলনের সূত্র ধরেই আসন্ন ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সোমবার মালদায় তিরঙ্গা যাত্রা আয়োজন করল রেল প্রশাসন। পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের ডি.আর.এম বিকাশ চৌবের উদ্যোগে এদিন সকালে এই তিরঙ্গা যাত্রা আয়োজন করা হয় ডি.আরএম অফিস থেকে। তিরঙ্গা যাত্রায় সামিল বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, রেল পুলিশ ও রেল কর্মচারী ও আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন। তারা সকলে মিলে মালদা শহরের ঝলঝলিয়া এলাকায় তিরঙ্গাহ যাত্রা করে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির প্রচার করেন। আর এই মাধ্যমেই সাধারণ মানুষকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেন।

ভোটার তালিকায় গরমিলের অভিযোগে আধিকারিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ রাজ্য সরকার ভোটার তালিকায় গরমিলের অভিযোগে চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছে। এবিষয়ে ৫ ও ৮ আগস্ট নির্বাচন কমিশন যে চিঠি দিয়েছিল তার ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ আজ নির্বাচন কমিশনকে পাঠানো চিঠিতে জানিয়েছেন, অভিযোগের পাশাপাশি ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালীরও বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হবে। রাজ্যের দাবি, জেলা ও ক্ষেত্র পর্যায়ের আধিকারিকদের একাধিক দায়িত্ব থাকে। সময়সীমাবদ্ধ কাজের জন্য অনেক সময় কিছু দায়িত্ব সৎ উদ্দেশ্যে অধস্তন কর্মীদের উপর ন্যস্ত করা হয়। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বিস্তারিত তদন্তের আগে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা দীর্ঘদিন ধরে সততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা আধিকারিকদের মনোবল ভেঙে দিতে পারে। একই সঙ্গে, এই ধরনের পদক্ষেপ নির্বাচনী দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাজে যুক্ত বৃহত্তর দলকেও প্রভাবিত করতে পারে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে, ময়না কেন্দ্রের এ.ই.আর.ও. সুদীপ্ত দাস এবং -বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুরজিৎ হালদারকে ভোটার তালিকা সংশোধন সহ নির্বাচন সম্পর্কিত যাবতীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন। তিনি জানান, তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর বিস্তারিত 'অ্যাকশন টেকেন' রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হবে।

মদনমোহনপুরে বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস পালন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়াঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ মোতাবেক ১১ ই আগস্ট সোমবার বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত শিশুমিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অগ্নিযুগের অগ্নি শিশু বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর আত্ম বলিদান দিবস ছাত্র-ছাত্রীদের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, ১৯০৮ সালের ১১ ই আগস্ট বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির দিন ধার্য হয়েছিল। ভোর ৬ টা। ক্ষুদিরামকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষ ইচ্ছে জানতে চাওয়া হয়। ক্ষুদিরাম হাসলেন। সেই হাসি বড় করুণ। বললেন শেষ ইচ্ছে-দেশের স্বাধীনতা। আর শেষবারের মতো বলে উঠলেন-বন্দে মাতরম। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বকনিষ্ঠ মহান বাঙালি বিপ্লবী। প্রতিবছরের মতো শিশু সংসদের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক কিংবদন্তী যুব প্রতিভার আত্ম বলিদান দিবস পালন করা হয়। এতে চাইল্ড ক্যাবিনেটের সকল মন্ত্রীরা ও খুব খুশি। অগ্নিযুগের সর্বকনিষ্ঠতম এই কিশোর বিপ্লবীকে তাঁর আত্ম বলিদান দিবসে জানাই - বৈপ্লবিক অভিনন্দন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি। আজ মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাইল্ড ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের কণ্ঠে শোনা গেল-

ক্ষুদিরাম তোমার অসমাপ্ত কাজ,
আমরা সমাপ্ত করবোই করবো।

অনুষ্ঠানের অন্তিম লগ্নে ছাত্র-ছাত্রীদের কণ্ঠে- ''একবার বিদায় দে মা'' গানটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আবেগ প্লাবিত করে তুলেছিল। এছাড়াও সমবেত কণ্ঠে- ''বাংলার প্রথম বীর হলেন শহিদ ক্ষুদিরাম' - গানটি বিদ্যালয়ের মাটি, আলো, জল ও বাতাসকে মুখরিত করেছিল।

সন্তানকে সুস্থ করতে প্রয়োজন কোটি টাকা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সন্তানকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে দরকার কোটি কোটি টাকা। আর এই কথা জানার পর যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার হারপ পান বাজারের সেখ ভরোজ ও তার পরিবারে। জানা গিয়েছে ভরোজ পেশায় ফুলের কাজ করেন। তা ও এখন অনিয়মিত। তার দুই সন্তানই বিরল স্নায়ুরোগ মায়াপ্যাথি নামক রোগে আক্রান্ত। এই অসুখে আক্রান্তের শরীরে কোনরকম বল থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই ফরজের দুই সন্তান শারীরিকভাবে অতীব দুর্বল। জানা গিয়েছে প্রথমে যখন এই বিষয়টি ধরা পড়লো তখন বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে গিয়ে শেষ পর্যন্ত জানা গিয়েছে তারা মায়াপ্যাথি রোগে আক্রান্ত। সুস্থ জীবন যাপনের জন্য তাদের প্রয়োজন বিরল ইনজেকশনের। যার মূল্য দশ -বারো কোটি। যা ফরজের পক্ষে বহন করা অসম্ভব। সাহায্য চাইছেন সকলের।

তারকেশ্বরে জল ঢালতে এসে মৃত্যু পুণ্যার্থীর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ তারকেশ্বর মন্দিরে জল ঢালতে এসে মৃত্যু হল এক পুণ্যার্থীর। মৃতের নাম অমিত পাকড়ে। বয়স বছর ৩৫। বাড়ি হাওড়া জেলার বালি এলাকায়। এদিন সকালে বাইক নিয়ে দশজন বন্ধু ও আত্মীয় তারকেশ্বর মন্দিরে জল ঢালার উদ্দেশ্যে শেওড়াফুলি আসে। শেওড়াফুলি নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে জল তুলে বাইকে তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে রওনা হয় তাঁরা। তারকেশ্বর মন্দিরের প্রবেশের আগে বাজিতপুর চৌমাথায় এসে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে অমিত। তড়িঘড়ি তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসা শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় তাঁর।

রাজ্য সড়কের পাশে পড়ে কাটা পা!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার ঃ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারে বাদ পড়া পা লোকালয়ে! ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানা এলাকায়। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুনকুমার দে বলেন, 'কার গাফিলতিতে এমন ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' ঘটনার সূত্রপাত রবিবার রাতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানার সরাচিতে রাজ্য সড়কের পাশেই একটি কাটা পা পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। ব্যান্ডেজ করা ছিল সেটি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। নানাধরণের উড়ো খবর ছড়াতে শুরু করে। যা আতঙ্কের সৃষ্টি করে এলাকায়। বিষয়টি জানামাত্রই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। উদ্ধার করে কাটা পা-টি। শুরু হয় তদন্ত। ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) মিতুনকুমার দে জানান, তদন্তে নেমে পুলিশ ওই পায়ের সঙ্গে লেগে থাকা একটি ট্যাগ দেখতে পায়। সেই ট্যাগে লেখা নম্বরের ভিত্তিতেই পুলিশ অনুমান করে, পা-টি হাসপাতালে অপারেশনের পর বাদ দেওয়া।

দেওয়াল চাপা পড়ে ৪ জনের মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দিল্লিতে দেওয়াল চাপা পড়ে একই পরিবারের ৪ জনের মৃতদেহ ফিরলো বাড়িতে। ঘটনায় মৃত ব্যক্তিরা প্রত্যেকে মুর্শিদাবাদে নওদা থানার গঙ্গাধারি জোরতলা গ্রামের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে — মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার সকালে দিল্লির মিঠিপুরে। শনিবার সকালে সেখানে প্রচন্ড বৃষ্টিতে ঘরের দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয় একই পরিবারের ২ শিশু সহ মোট চার জনের। এরপর স্থানীয়দের তৎপরতায় রবিবার তাদের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয় সেখানেই। এরপর মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় শাসক দলের নেতৃত্বদের তত্তাবধানে সোমবার তাদের মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় বাড়িতে। সোমবার দুপুরে একসাথে একই পরিবারের চারজনের মৃতদেহ এসে পৌঁছায় মুর্শিদাবাদে নওদা থানার গঙ্গাধারি জোরতলা গ্রামে। স্বাভাবিকভাবে সারিবদ্ধ মৃতদেহ গ্রামে এসে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নামে সারা এলাকা জুড়ে। ফলে মর্মান্তিক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃতদের পরিবার সদস্যরা, অন্যদিকে তেমনই মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে সারা এলাকা জুড়ে।

গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ অবশেষে গ্রেফতার গরু ব্যবসায়ীদের মারধোরকান্ডে মূল অভিযুক্ত বিজেপি যুব মোর্চার নেতা পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায় । ৩১শে জুলাই পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের গ্যামন ব্রিজের কাছে পাচারকারী সন্দেহে গরু বোঝাই পিক আপ ভ্যান আটকে কয়েকজন সংখ্যালঘু গরু ব্যবসায়ীকে চরম নিগ্রহের অভিযোগ ওঠে পারিজাত ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। শনিবার পর্যন্ত পুলিশ ৯ জনকে গ্রেফতার করে। পারিজাত বেপাত্তা ছিল। সূত্রের খবর, রবিবার রাতে ধানবাদের কাছে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে দুর্গাপুর নিয়ে আসা হচ্ছে। যদিও বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুই দাবি করেছেন, পারিজাত আত্মসমর্পণ করেছে ।

ঠান্ডা মাথার অপরাধমূলক অপপ্রচার, অভয়ার বাবার 'সিবিআই সেটলমেন্ট'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ অভয়ার মৃত্যুর এক বছর পর পরিবারের উদ্যোগে আয়োজিত নবান্ন অভিযান ঘিরে ফের চড়েছে রাজনৈতিক পারদ। শনিবার বিজেপি নেতাদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখে পড়েন অভয়া পরিবার। পার্ক স্ট্রিটে পুলিশি ব্যারিকেড ভাঙতে গিয়ে আহত হন অভয়ার মা। তাঁর আহত হওয়ার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়, যা অভয়ার বাবার দাবি অনুযায়ী কুণাল ঘোষের হাত দিয়েই তাঁর কাছে পৌঁছায়। পরে তিনি অভিযোগ করেন, 'কুণাল ঘোষ সিজিওতে গিয়ে সেটেলমেন্ট করেছেন।' পরিবারের আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়েও এদিন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ কড়া ভাষায় জবাব দেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'আপনার প্রতি সম্মান ও সহমর্মিতা রেখেই বলছি, সিবিআই নিয়ে আমার নাম জুড়ে এই ধরনের মিথ্যাচার আসলে ঠান্ডা মাথার অপরাধমূলক অপপ্রচার।' 'সিবিআই টাকা খেয়েছে। কুণাল ঘোষ গিয়ে সেটেলমেন্ট করেছে সিজিওতে।' বললেন অভয়ার বাবা। মিথ্যাচার আর নাটকের সব সীমা পার করছেন উনি। কন্যাহারা পিতার যন্ত্রণা বুঝি। কিন্তু তাই বলে ওরা যাদের কথায় যা যা করছেন, যা যা বলছেন, সেসব নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকছে। সোমবার নিজের সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'সিবিআই টাকা খেয়েছে। কুণাল ঘোষ গিয়ে সেটেলমেন্ট করেছে সিজিওতে।দ- বললেন অভয়ার বাবা। মিথ্যাচার আর নাটকের সব সীমা পার করছেন উনি। কন্যা হারা পিতার যন্ত্রণা বুঝি। কিন্তু তাই বলে ওঁরা যাদের কথায় যা যা করবেন, যা যা বলছেন, সেসব নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকছে। এখানে এভাবে আমার নাম করে মিথ্যা অভিযোগ করলেন কার কথায়, কোন্ তথ্যে? আমার নিজেরই দুটো সিবিআই মামলা চলছে, আমি আইনে লড়াই করছি, আর আমি যাব অভয়া মামলা 'সেটল' করতে? আর সিবিআই এসব করবে? সবাই জানে সিবিআইকে নিয়ন্ত্রণ করে বিজেপি। উনি আবার তাদের সঙ্গে নবান্ন অভিযানে যান।' তৃণমূলের দাবি, ওইদিন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ চলাকালীন বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী সংবাদমাধ্যমের প্রচার পেতে অভয়ার মাকে ধাক্কা দিয়েছেন। তাতেই আহত হন তিনি। ভর্তি করতে হয় হাসপাতালে। এরপর অভয়ার বাবা দাবি করেন, আহত হওয়ার ওই ভিডিওটি কুণাল ঘোষ তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। রবিবারই তাঁর এহেন মন্তব্য শুনে সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল ঘোষ পালটা জানান, তিনিই ভিডিওটি পাঠিয়েছিলেন, একথা ঠিক। কিন্তু অভয়ার বাবাই সেই ভিডিও চেয়েছিলেন তাঁর কাছে, তাই তিনি পাঠান। সেকথা বারবার স্পষ্ট করেছেন কুণাল ঘোষ। আর সোমবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে অভয়ার বাবার মন্তব্যে তাঁকে কার্যত কড়া বার্তা দিলেন।

গঙ্গার জল দূষণ রুখতে স্বপন বাউলের সচেতন শেওড়াফুলি নিমাইতীর্থ ঘাটে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, বনস্পতি দে হুগলি ঃ বর্তমান সময়ে জল দূষণ খুবই বিপদজনক পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে মানুষের জন জীবনে। জলের অপর নাম জীবন কিন্তু দূষিত জলেই রোগ জীবাণুর আঁতুড়ঘর। যেমন গঙ্গা নদীর জল দূষণ দিনদিন বেড়েই চলেছে। জল দুষিত হয়ে বিষাক্ত হচ্ছে নানা কারণে। তারফলে মানব জীবনে বিশাল ক্ষতির সম্ভাবনা, ভাবিয়ে তুলেছে ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে। রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত, সম্মানিত, আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ, পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী হয়ে, সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে, স্বপন দত্ত বাউল গঙ্গা নদীর জল দূষণ রুখতে, গঙ্গা নদীর ঘাটে ঘাটে, হুগলী জেলার শ্যাওড়াফুলি নিমাই তীর্থ ঘাটে বাউল গানে সচেতন করলেন। স্বপন বাউল গানে গানে বলছেন, চারিদিকে নর্দমা, ড্রেনের নোকরা জল গঙ্গা নদীতে ফেলা বন্ধ করতে হবে। কারখানার বিষাক্ত রাসায়নিক কেমিক্যালের জল গঙ্গায় ফেলা চলবে না। এছাড়া প্লাস্টিক, পলিথিন, পলিব্যাগ, থার্মকল, আবর্জনা, ময়লা, পরিত্যক্ত বস্তু, ফুল, মালা, মৃত পশু, প্রাণী, মৃতদেহ গঙ্গার জলে ফেলা বন্ধ করতে হবে। জনগণ ও রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার, প্রশাসন, পঞ্চায়েত, পৌরসভা, কর্পোরেশন, ও গঙ্গা বাঁচাও কমিটি সচেতন না হলে, গঙ্গা নদীর জল দূষণ রুখতে পারা যাবে না। নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন এর বাউল স্বপন দত্তর বাউল গানে, গঙ্গা নদীর জল দূষণ মুক্ত করতে, এমন মহতী উদ্যোগ প্রচেষ্টা দেখে, রাজ্যের জনগণ, প্রতিবাদী সমাজ সচেতন এর বাউল স্বপন দত্ত কে স্যালুট জানান।

ফের ভিন রাজ্যে আটক বাংলায় কথা বলার জন্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ আবারো বাংলায় কথা বলার অভিযোগে ভিন রাজ্যে পুলিশের হাতে আটক পরিযায়ী শ্রমিক, এমনটাই অভিযোগ পরিবারের, নাগরিকত্বের সমস্ত রকম তথ্য দেওয়ার পরেও আজ ২১ দিন আটকে রেখেছে তাদের, বাড়ির মানুষকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। টাকি পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। রাজিব শেখ নামে এক ব্যক্তি তামিলনাড়ুতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে। বিগত পাঁচ বছর ধরে সেখানে কাজ করছে সে। হঠাৎই আজ থেকে একুশ দিন আগে অর্থাৎ ২২ সে জুলাই রাজিব শেখ সহ বেশ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যায় তামিলনাড়ুর পেরেমবালা থানা। সেখানকার পুলিশের হেফাজতে থাকার পরেও রাজিব শেখ পরিবারের সাথে ফোনে কথা বলতে পারছিল বা পরিবার তার সাথে যোগাযোগ করতে পারছিল। এরপর সেখানকার থানার পুলিশ বিভিন্ন নাগরিকত্বের প্রমাণ চাওয়ায় সমস্ত রকম নাগরিকত্বের প্রমাণ তার পরিবার পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তারপরেও ২১ দিন কেটে গেছে এখনো রাজিব শেখ কে ছাড়েনি সেখানকার পুলিশ। এমনকি এখন আর তার সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না তার পরিবারের লোকজন। রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়েছে তার স্ত্রী ও সন্তানরা। তার স্ত্রী ও সন্তানদের দাবি-বাংলায় কথা বলেছে তাই রাজিব শেখকে সেখানকার পুলিশ আটক করেছে। বাবাকে পুলিশে ধরে রাখায় আমরা রীতিমতো সমস্যায় পড়েছি। আমাদের সংসার চালানোর দায় হয়ে যাচ্ছে। কি করে সংসার চলবে তাই বুঝতে পারছি না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার স্ত্রীর দাবি-তার স্বামীকে অবিলম্বে রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হোক ।

পুণ্যার্থীদের যত্নে অনুব্রত, পায়ে ভোলিনি স্প্রে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ শ্রাবণের শেষ সোমবারের আগের রাত থেকে শিবমন্দিরে ভক্তদের ঢল নামে। মাইলের পর মাইল হেঁটে শিবভক্তরা মন্দিরের পথ ধরেন। রবিবার রাতে সেই ক্লান্ত ভক্তদের পায়ের ব্যথা কমাতে ভোলিনি স্প্রে দিয়ে আর কারও হাতে ঠান্ডা পানীয় তুলে দিতে দেখা যায় বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে। এই দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় জোর চর্চা, কোথায় যেন এবার জীবসেবার আড়ালে শিবসেবায় মগ্ন অনুব্রত;এই ধরনের গুঞ্জনও উঠতে শুরু করেছে। অনুব্রত মণ্ডল পুজো-অর্চনায় বিশ্বাসী। বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত কালী রয়েছে তাঁর। সকালে ঠাকুরকে পুজো না দিয়ে তিনি জলস্পর্শও করেন না। সেই অনুব্রতকে রবিবার দেখা গেল শিবকে জল ঢালতে যাওয়া ভক্তদের পায়ে ব্যথা উপশমের ওষুধ স্প্রে করতে। রবিবার রাতে বোলপুরে তৃণমূল কার্যালয়ে কার্যত উৎসবের মেজাজ দেখা গেছে। বাঁধা হয় প্যান্ডেল। বসানো হয় শিবের মূর্তি। আলোর ঝলকানি চারিদিকে। তারই সামনের রাস্তা দিয়ে পুণ্যার্থীরা কাঁধে বাঁক নিয়ে জল ঢালতে যাচ্ছিলেন। আর রাস্তার ধারে চেয়ার পেতে বসেছিলেন কেষ্ট। শ্রাবণ মাসে শিবভক্তরা নদী থেকে জল নিয়ে শিবের মাথায় ঢালতে যান। সেই ছবি বীরভূমেও। কঙ্কালীতলা অথবা কাটোয়ার গঙ্গা থেকে জল নিয়ে বোলপুরের শিবতলা শিব মন্দিরে যান পুণ্যার্থীরা।রবিবার বোলপুর দিয়ে যাঁরা বাঁক নিয়ে যাচ্ছিলেন, পায়ে ভোলিনি স্প্রে করে দিচ্ছিলেন অনুব্রত। হাতে তুলে দিচ্ছিলেন জলের বোতল, ফলের রস, লুচি, তরকারি, বোঁদে। অন্যদিকে চন্দ্রনাথ সিনহা, কাজল শেখকেও এদিন দেখা গিয়েছে জনসেবায়।

ইছামতি নদী বাঁধে প্রায় ৭০ ফুট ধস, আতঙ্কে সুন্দরবনের মানুষ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জের ব্লকের সান্ডেলবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ নম্বর ও বাঁকড়া ডোবর সুইচগেট সংলগ্ন এলাকায় আবারো নদীর বাঁধে ৭০ ফুট বাধে ধস দেখা গেল! যা দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকার মানুষজন! তাদের দাবি এই নদীর বাঁধের সমস্যা দীর্ঘদিনের সমস্যা! বারবার প্রশাসনকে জানানো হলেও কোন নজর দেয় না কেউ ইরিগেশন দপ্তরের দিকে ক্ষোভ সাধারণ মানুষ বলেন বারবার বলার পরেও এদিকে কেউ দেখে না! ইডিকেশন দপ্তর সঠিকভাবে কাজ করছে না শুধু কোন রকম ভাবে একটা পলিথিন দিয়ে তারা তাদের দায়ের ছেড়ে দিয়েছে একটানা বৃষ্টির ফলে মাটি নরম হয়ে আলগা হয়ে যাচ্ছে যার ফলে বারবার ঘটছে বিপত্তি! তাদের দাবি যে একটা শর্তপত্র বাদ নির্মাণ করা হোক সেদিকে যেন প্রশাসন দ্রুত নজর দেয় ও ব্যবস্থা করে! এ বিষয়ে বনভূমির কর্মাধ্যক্ষ সুরজিৎ বর্মন বলেন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে বঞ্চিত করে রেখেছে টাকা না দেওয়ার ফলে রাজ্য সরকার কাজ করাতে পারছে না।

নবান্ন অভিযানে বিশৃঙ্খলা, আদালতের নির্দেশ অমান্য, লালবাজারে ৫টি এফআইআর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ নবান্ন অভিযানে বিশৃঙ্খলা, হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য ও পুলিশের এক কনস্টেবলকে মারধরের অভিযোগে লালবাজারে মোট পাঁচটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। যদিও এখনো কেউ গ্রেফতার হয়নি, তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, একটি রাজনৈতিক দলের নেতা ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে যে পাঁচটি এফআইআর দায়ের হয়েছে, তার মধ্যে চারটি নিউ মার্কেট থানা এবং একটি হেয়ার স্ট্রিট থানায়। আরজি কর-কাণ্ডের নির্যাতিতার মা-বাবার ডাকে শনিবার নবান্ন অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই কর্মসূচিকে সমর্থন করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু বিজেপি কর্মীই সেই মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ আগে জানিয়ে দেয়, তারা মিছিলের অনুমতি দেয়নি। এও জানিয়ে দিয়েছিল, কলকাতায় প্রতিবাদ কর্মসূচি যদি করতেই হয়, তা হলে তা রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে করা যেতে পারে। কিন্তু পুলিশি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ধর্মতলা থেকে মিছিল পার্ক স্ট্রিট হয়ে নবান্নের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। ওই মিছিলে নির্যাতিতার মা-বাবা এবং শুভেন্দুও ছিলেন। কিন্তু পার্ক স্ট্রিট মোড়েই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। সেখানে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি এবং হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। লালবাজার জানিয়েছে, হাই কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে না গিয়ে পার্ক স্ট্রিটের দিকে মিছিল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তা নিয়ে হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এছাড়াও পুলিশের এক কনস্টেবলকে নির্মম ভাবে মারধর করা হয়েছে। মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন তিনি। সেই ঘটনায় নিউ মার্কেট থানায় একটি এফআইআর হয়েছে। এফআইআর হয়েছে হকার্স ইউনিয়নের অফিস ভাঙচুর করার ঘটনাতেও। নিউ মার্কেট থানায় একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে এক সংবাদকর্মীর ক্যামেরা নষ্ট করা এবং তাঁকে জোর করে আটকে রাখার অভিযোগে। আর একটি এফআইআর হয়েছে অন্য একটি রাজনৈতিক দলের রাখির স্টলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ঘটনায়।

নিরাপত্তা জোরদার করতে আধুনিক কন্ট্রোল কমান্ড পোস্ট

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করতে সেখানে পুলিশের একটি আধুনিক কন্ট্রোল কমান্ড পোস্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মেট্রো চ্যানেল চত্বরে একটি এই পোস্টের মাধ্যমে গোটা এলাকায় রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ সম্ভব হবে। সিসিটিভি নেটওয়ার্ক, ট্রাফিক সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণ, জনসমাবেশ পর্যবেক্ষণ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে এটি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।, এই কন্ট্রোল কমান্ড পোস্টে অত্যাধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা থাকবে। এলাকার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, মোড়, স্টেশন প্রবেশদ্বার এবং পার্কিং জোনের লাইভ ফুটেজ এখান থেকে দেখা যাবে। ভিড়ের গতিবিধি বোঝার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক বিশ্লেষণ ব্যবস্থা যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। এর ফলে কোনও স্থানে ভিড় বেড়ে গেলে দ্রুত পুলিশ মোতায়েন করা যাবে। রাজনৈতিক কর্মসূচি বা আকস্মিক বিক্ষোভের সময়ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হবে।

পেঁয়াজ সংরক্ষণের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব রাজ্যের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ এবার রবি মরশুমে রাজ্যে পেঁয়াজের উৎপাদন ৭ লক্ষ টন ছাড়িয়েছে। যা সর্বকালীন রেকর্ড। ওই পেঁয়াজ সংরক্ষণের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকার পেঁয়াজ সংরক্ষণের 'গোলা' তৈরির জন্য চাষিদের উৎসাহিত করেছে। গোলা তৈরিতে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের সদস্য কমল দে জানিয়েছেন, অন্তত ১৪০০ গোলায় এবার পেঁয়াজ রাখা হয়েছে। রাজ্যের পেঁয়াজ আগামী অক্টোবর পর্যন্ত বাজারের চাহিদা মেটাবে। পাশপাশি মহারাষ্ট্র থেকেও বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ আসছে। সেখানেও প্রচুর উৎপাদন হওয়ার জন্য দাম কম। কলকাতার পাইকারি বাজারে এখন ১৩-১৭ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে। খুচরো বাজারে দাম হচ্ছে কেজিতে ২৫-৩০ টাকা। এই পরিস্থিতি চললে আগামী দিনে পেঁয়াজের দাম আরও কমে সাধারণ মানুষ স্বস্তি পাবেন বলে তিনি আশাবাদী।

অপারেশন প্রয়াস কর্মসূচির মাধ্যমে মোবাইল উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া ঃ হারিয়ে যাওয়া মোট ৩০ টি মোবাইল ফোন উপভোক্তাদের হাতে ফিরিয়ে দিল হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের উলুবেড়িয়া থানা। সোমবার হারিয়ে যাওয়া ফোনগুলি পুলিশের পক্ষ থেকে উদ্ধার করে 'অপারেশন প্রয়াস' শীর্ষক কর্মসূচিতে মোবাইল ফোনের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। অপারেশন প্রয়াস কর্মসূচি উপলক্ষে উলুবেড়িয়া থানায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভম যাদব, উলুবেড়িয়া থানার আইসি সঞ্জয় কুমার দে সহ আরো অন্যান্য।

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় দেওয়ানী আদালত বরিষ্ঠ কক্ষ, জলপাইগুড়ি।

টাইটেল সুট নং ২০৬/২০২৫।

শ্রী প্রিয়ব্রত ঘোষ --- বাদী।
-বনাম
শ্রী কৃষ্ণ দেবনাথ এবং অন্যান্য ---- বিবাদীগন।

বিজ্ঞপ্তি
প্রতি,
শ্রী সুজন কর্মকার, পিতা শ্রী রামপ্রসাদ কর্মকার, খালপাড়া, শিলিগুড়ি, পোঃ শিলিগুড়ি বাজার থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পিন- ৭৩৪০০১, আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকদ্দমার বাদী, শ্রী প্রিয়ব্রত ঘোষ, পিতা মৃত [illegible] ঘোষ, সাকিন এফ-১-১২১-২, [illegible], পোঃ + থানা- নরেন্দ্রপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ। পিন ৭০০১০৩ আপনার বিরুদ্ধে অত্র আদালতে নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া উক্ত নং মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন। [illegible]
আপনাকে আরও জানানো যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আগামী তারিখে সকাল ১০-৩০ মিনিট মধ্যে স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ অত্র আদালতে হাজির থাকিয়া আপনার বক্তব্য জানাইবেন। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে এক-তরফা শুনানী হইবে।

[A] SCHEDULE PROPERTY ABOVE REFERRED TO

District Jalpaiguri, Mouza - Balaigach, P.S. Bhaktinagar, Majhiyali Gram Panchayet, J.L. No. -20, Pargana-Baikunthapur, Sheet No. 2, West Bengal. All that piece and parcel of Agricultural land measuring more or less 67 [sixty seven] Decimals lying and situated at Mouza Balaigach, R.S. Plot Nos. 824 and 826 recorded in Khatian No. 57/1, Sheet No. 2. All that piece and parcel of land measuring 10.23 acres is being recorded as follows:- R.S. Plot No. 795, L.R. Plot No. 1134 area in acres 0.95, R.S. Plot no. 796, L.R. Plot No. 1178 area in acres 0.14, R.S. Plot No. 797 L.R. Plot No. 1179 area in acres 0.19, R.S. Plot No. 799 L.R. Plot No. 1176 area in acres 0.48, R.S. Plot No. 800 L.R. Plot No. 1136 area in acres 0.83, R.S. Plot No. 800/1228 L.R. Plot No. 1165, 1171 AND 1172 area in acres 1.42, R.S. Plot No. 800/1229 L.R. Plot No. 1191, area in acres-0.45, R.S. Plot No. 825 L.R. Plot No. 1194 area in acres 0.17, R.S. Plot No. 823 L.R. Plot No. 1188 area in acres 1.42, R.S. Plot Nos. 822, 827 and 828 L.R. Plot No. 1183, 1184 AND 1185 area in acres-1.42 and R.S. Plot No. 821 L.R. Plot No. 1182 area in acres 0.32; Total 10.23. The aforesaid land is being recorded in R.S. Khatian No. 57/1 and 57/2. All that piece and parcel of land measuring 1023 acre is being recorded as follows:- R.S. Plot No. 800 area in land in acres 2.40, R.S. Plot No. 805 area in land in acres 0.09, R.S. Plot No. 806 area in land in acres 0.11, R.S. Plot No. 807 area in land in acres 0.22 acres, R.S. Plot No. 808 area in land in acres 0.29 acres, R.S. Plot No. 809 area in land in acres 0.34 acres, R.S. Plot No. 810 area in land in acres 0.15 acres, R.S. Plot No. 811 area in land in acres 0.24 acres, R.S. Plot No. 812 area in land in acres 0.13 acres, R.S. Plot No. 814 area in land in acres 0.15 acres, R.S. Plot No. 816 area in land in acres 0.56 acres, R.S. Plot No. 817 area in land in acres 0.50 acres, R.S. Plot No. 826 area in land in acres 1.15 acres, R.S. Plot No. 798 area in land in acres 2.39 acres, R.S. Plot No. 819 area in land in acres 0.06 acres, R.S. Plot No. 824/1229 area in land in acres 0.45 acres; The aforesaid land is being recorded in R.S. Khatian No 57, 57/1 and 57/2.

[B] SCHEDULE GENERAL POWNER OF ATTORNEY

General power of attorney executed by plaintiff in favour of Principal Defendant no. 1 namely, KRISHNA DEBNATH and the Principal Defendant No. 2 namely, BAPI BHOWMICK, vide Deed No. 6525 for the year 2015, which deed has been registered on 01/12/2015 at the Office of A.R.A. - III, Kolkata in respect of the property i.e. "ALL THAT piece and parcel of Agricultural land measuring more or less 67 [sixty seven] Decimals lying and situated at Mouza - Balaigach, R.S. Plot Nos. 824 and 826 recorded in Khatian No. 57/1, J.L. No. 20, Sheet No. 2, Police Station -Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, Pin-734007. Under the limit of Majhiyali Gram Panchayet.

[C] SCHEDULE GENERAL POWNER OF ATTORNEY

General power of attorney executed by plaintiff in favour of Principal Defendant no. 3 namely, SUKHDEV NIVRUTTI JADHAV, vide Deed no. 3803 for the year 2016, which deed has been registered on 23/6/2016 at the Office of A.R.A II, Kolkata in respect of the property i.e. ALL THAT piece and parcel of land measuring 10.23 acres is being recorded as follows: R.S. Plot No. 795, L.R. Plot No. 1134 area in acres 0.95, R.S. Plot No. 796 area L.R. Plot No. 1178 area in acres 0.14, R.S. Plot No. 797 area L.R. Plot No. 1179 area in acres 0.19, R.S. Plot No. 799 area L.R. Plot No. 1176 area in acres 0.48, R.S. Plot No. 800 area L.R. Plot No. 1136 area in acres 0.83, R.S. Plot No. 800/1228 L.R. Plot No. 1172 area in acres 1.42, R.S. Plot No. 800/1229 L.R. Plot No. 1191 area in acres 0.45, R.S. Plot No. 825 L.R. Plot No. 1194 area in acres 0.17, R.S. Plot No 822, 827 and 828 L.R. Plot No. 1183, 1184 and 1185 area in acres 3.86, R.S. Plot No. 823 L.R. Plot No. 1188 area in acres 1.42 acres and R.S. PLOT No. 821 L.R. Plot No. 1182 area in acres 0.32; total 10.23 acres. The aforesaid land is being recorded in R.S. Khatian No. 57/1 and 57/2, situated within Mouza Balaigachh, comprising in Sheed No. 2 (two), Pargana Baikunthapur, J.L. No. 20, within the jurisdiction of P.S. Bhaktinagar, within the limits of Majhiyali Gram Panchayet Area, Additional District Sub-Registry Office Bhaktinagar, Block -Rajganj, District-Jalpaiguri, in the State of West Bengal.

[D] SCHEDULE GENERAL POWNER OF ATTORNEY

General power of attorney executed by plaintiff in favour of Principal Defendant no. 3 namely, SUKHDEV NIVRUTTI JADHAV, vide Deed no. 3804 for the year 2016, which deed has been registered on 23/6/2016 at the Office of A.R.A II, Kolkata in respect of the property i.e. ALL THAT piece and parcel of land measuring 10.23 acres is being recorded as follows: R.S. Plot No. 800 area in land in acres 2.40 is being recorded as follows:- R.S. Plot No. 805 area in land in acres 0.09 acres, R.S. Plot No. 806 land in acres 0.11, R.S. Plot No. 807 area in acres 0.22, R.S. Plot No. 808 area in acres 0.29, R.S. Plot No. 809 area in acres 0.34, R.S. Plot No. 810 area in acres 0.15, R.S. Plot No. 811 area in acres 0.24, R.S. Plot No. 812 area in acres 0.13, R.S. Plot No. 814 area in acres 0.15, R.S. Plot No. 816 area in acres 0.56, R.S. Plot No. 817 area in acres 0.50, R.S. Plot No. 826 area in acres 1.15, R.S. Plot No. 798 area in acres 2.39 R.S. Plot No. 819 area in acres 0.06, R.S. Plot No. 824/1229 area in acres 0.45. The aforesaid land is being recorded in R.S. Khatian No. 57, 57/1 and 57/2; situated within Mouza Balaigachh comprised in Sheet No. 2(two), Pargana Baikunthapur, J.L. No. 20 within jurisdiction of P.S. Bhaktinagar within the limits of Majhiyali Gram Panchayat Area, Additional District Sub Registry Office - Bhaktinagar, Block - Rajganj, District - Jalpaiguri, in the State of West Bengal.

[E] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 3978 for the year 2016 registered on 01/7/2016 at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 Namely, SUKHADEB NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintiff as his constituted attorney in favour of the Principal Defendant no. 6 namely SMT. GAURI AGARWAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711 2016, Pages from 76785 to 76804, at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, District- Jalpaiguri, West Bengal.

[F] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 3982 for the year 2016 registered on 08/7/2016 at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 Namely, SUKHADEB NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintiff as his constituted attorney in favour of the Principal Defendant no. 5 namely SRI SAJJAN KUMAR AGARWAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711-2016, Pages from 76552 to 76570, at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, District Jalpaiguri, West Bengal.

[G] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 3983 for the year 2016 registered on 08/7/2016 at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 Namely, SUKHADEB NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintiff as his constituted attorney in favour of the Principal Defendant no. 4 namely SRI AMIT AGARWAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711-2016, Pages from 76765 to 76784, at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[H] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale (Conveyance) vide Deed No. 3985 for the year 2016 registered on 08/7/2016 at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 Namely, SUKHADEB NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintiff as his constituted attorney in favour of the Principal Defendant no. 4 namely SRI AMIT AGARWAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711-2016, Pages from 76496 to 76514, at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal.

IT SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 4146 for the year 2016 registered on 13/7/2016 at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 Namely, SUKHADEB NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintiff as his constituted attorney in favour of the Principal Defendant no. 5 namely SRI SAJJAN KUMAR AGARWAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711-2016, Pages from 79007 to 79026, at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[J] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 2044 for the year 2016 registered on 05/10/2016 at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 1 and 2 namely, KRISHNA DEBNATH and BAPI BHOWMICK on behalf of the Plaintiff as his constituted attorney in favour of the Principal Defendant no. 7 namely SRI MUKUND JINDAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711-2016, Pages from 35111 to 35131, at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[K] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Siliguri, Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 1529 for the year 2022 registered on 29/7/2022 at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 namely, SUKHADEV NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintiff as his constituted attorney in favour of the Principal Defendant no. 8 namely SINGLA HIGHRISE BUILDER LLP. A Limited Liability Partnership Firm, Office at Paramount Hospital, Mangal Pandey Road, P.O. and P.S. District Darjeeling, West Bengal, Pin 734005. Represented by its Director SRI NAITIK SINGLA, Son of Sri Naresh Kumar Singla, residing at M. P. Road, Khalpara, Siliguri, P.O. and P.S. - Siliguri, District - Darjeeling, West Bengal, Pin-734005] which deed of registration has been recorded in Volume No. 0705 2022, Pages from 35589 to 35614, at the Office of A.D.S.R., Rajganj, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[L] SCHEDULE DEED FOR REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY VIDE DEED NO. 6525 FOR THE YEAR 2015

The Deed of Revocation of power of Attorney executed by the Plaintiff vide Deed No. 545 for the year 2022 registered on 07/7/2022 at the Office of A.R.A. - III, Kolkata, recorded in Book No. IV, VOLUME No. 19032022, Pages from 22454 to 22464. The revocation has been made in respect of General Power of Attorney vide Deed No. 6525 for the year 2015.

[M] SCHEDULE DEED FOR REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY VIDE DEED NO. 3803 FOR THE YEAR 2016

The Deed of Revocation of power of Attorney executed by the Plaintiff vide Deed No. 546 for the year 2022 registered on 07/7/2022 at the Office of A.R.A. - III, Kolkata, recorded in Book No. IV, VOLUME No. 19032022, Pages from 22465 to 22475. The revocation has been made in respect of General Power of Attorney vide Deed No. 3803 for the year 2016.

[N] SCHEDULE DEED FOR REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY VIDE DEED NO. 3804 FOR THE YEAR 2016

The Deed of Revocation of power of Attorney executed by the Plaintiff vide Deed No. 547 for the year 2022 registered on 07/7/2022 at the Office of A.R.A. - III, Kolkata, recorded in Book No. IV VOLUME No. 19032022, Pages from 22476 to 22486. The revocation has been made in respect of General Power of Attorney vide Deed No. 3804 for the year 2016.

[O] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Conveyance being 1602 for the year 2022 registered at the Office of A.D.S.R. Rajganj, on 22/8/2022, which has been executed by the defendant no. 7 namely, SRI MUKUND JINDAL in favour of the purchasers namely, SMT. RATNA NANDY DAS, Wife of Sri Tapan Nandi, Daughter of Biswanath Das, resident of Vivekananda Colony, Silharpur, P.O. Prasannanagar, P.S. Rajganj, District Jalpaiguri, Pin-735133; JAMIR HOSSAIN Son of Ramajid Ali, residing at Payachari, VTC Panikauri, P.O. Payachari, P.S Rajganj, District Jalpaiguri, Pin-735135; MOHAMMAD ASHIRUL, Son of Nabjal Mahammad, residing at Motagachh, P.O. Manuaganj, P.S. Rajganj, District Jalpaiguri, Pin735135, TARUN ROY, Son Pahar Roy, residing at Balaigachh, P.O. Manuaganj, P.S. Rajganj, District Jalpaiguri, Pin735135, SANJOY ROY, Son of Ramesh Roy, residing at Dadhi Gachh, Manuaganj, P.O. Manuaganj, P.S. -Rajganj, District Jalpaiguri, Pin-735135; AJOY ROY, Son of Bhuluya Roy, residing at Dadhi Gachh, Manuaganj, P.O. Manuaganj, P.S. Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin-735135; which Deed of registration has been recorded in Book No. 1, Volume No. 0705 2022, Pages from 37142 to 37161, at the Office of A.D.S.R., Rajganj, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[P] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Conveyance being 1804 for the year 2022 registered at the Office of A.D.S.R. Rajganj, on 21/9/2022, which has been executed by SMT. RATNA DAS alias RATNA NANDY DAS, Wife of Sri Tapan Nandi, Daughter of Biswanath Das, resident of Vivekananda Colony, Silharpur, P.O. Prasannanagar, P.S. - Rajganj, District Jalpaiguri, Pin-735133; JAMIR HOSSAIN Son of Ramajid Ali, residing at Payachari, VTC Panikauri, P.O. Payachari, P.S. Rajganj, District -Jalpaiguri, Pin 735135; MOHAMMAD ASHIRUL, Son of Nabjal Mahammad, residing at Motagachh, P.O.Manuaganj, P.S. Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin-735135, TARUN ROY, Son Pahar Roy, residing at Balaigachh, P.O. Manuaganj, P.S. Rajganj, District Jalpaiguri, Pin-735135; SANJOY ROY, Son of Ramesh Roy, residing at Dadhi Gachh, Manuaganj, P.O. - Manuaganj, P.S. - Rajganj, District Jalpaiguri, Pin-735135; AJOY ROY, Son of Bhuluya Roy, residing at Dadhi Gachh, Manuaganj, P.O. - Manuaganj, P.S. - Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin -735135; in favour of purchasers namely, NAJMUL HOSEN Son of Bakul Hosen, residing at Boxiganj, Chotohaldibari, P.O. and P.S. Haldibari, District Coochbehar, Pin 735122. SAHER ANCHARI, Son of Jamir Hussain, residing at Payachari, VTC Panikauri, P.O. Payachari, P.S. Rajganj, District Jalpaiguri, Pin-735135; RAKESH MD., Son of Israil Md. residing at Motagachh, Majhiali, Manuaganj, P.O. - Manuaganj, P.S. - Rajganj, at the Office of A.D.S.R., District - Jalpaiguri, Pin-735135, which Deed of registration has been recorded in Book No. 1, Volume No. 0705-2022, Pages from 41658 to Rajganj, District - Jalpaiguri, West Bengal. 1

[Q] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Saf Kobala Dolil being 2420 for the year 2022 registered at the Office of D.S.R. Rajganj, on 23/8/2022, which has been executed by the Defendant no. 7 namely, SRI MUKUND JINDAL in favour of purchaser namely, executeUL HOSEN Son of Bakul Hosen, residing at Boxiganj, Chotohaldibari, P.O. and P.S. - Haldibari, District - Coochbehar, Pin-735122; which Deed of registration has been recorded in Book No. 1, Volume No. 0702 - 2022, Pages from 50779 to 50794, at the Office of D.S.R., Jalpaiguri, District - Jalpaiguri, West Bengal.

Given under my hand and the seal of this Court this the day of 2025.

অদ্য ইং..............তারিখে আদালতের শিল- মোহর যুক্ত হাতে দেওয়া গেল।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৫২, মঙ্গলবার, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সাক্ষী

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা ছাড়িয়ে টালার দিকে এগলে বাঁদিকে বাগবাজার স্ট্রিট। রাস্তাটি সোজা গিয়েছে গঙ্গা পর্যন্ত। সেই পথেই পড়ে 'বসুবাটি'। বাগবাজার স্ট্রিটে ডানদিকে চোখ রাখলে একটি পথ নির্দেশিকা চোখে পড়ে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, গলি দিয়ে ঢুকে সোজা এগলে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে পুরনো একটি অট্টালিকা। আগাছার জঙ্গল, একের পর এক থামে লতাপাতা জড়িয়ে। বিশাল বাড়িটি দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। বর্তমানে বাংলা ভাষা এবং বাঙালি অস্মিতা নিয়ে যে তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক চলছে। এ সময় নতুন করে মনে পড়ে রাখিবন্ধন উৎসবের কথা। এই উৎসবের সঙ্গে বসুবাটির দীর্ঘ যোগসূত্র। শনিবার, রাখির দিন বাগবাজার স্ট্রিটে দেখা গিয়েছে, ঐতিহাসিক বাড়িটির চেহারা কঙ্কালসার। দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়েছে গাছের শিকড়। উঁচু বিশাল থামগুলোর মাথায় সিংহের মূর্তি। তবে সর্বত্র মাকড়সার জাল, ধুলো। বাগবাজারের কাঁটাপুকুর এলাকার বসু পরিবার মূলত হাওড়ার দেউলপুর থেকে এসেছিলেন। কাঁটাপুকুর বসু পরিবারের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন জগৎ চন্দ্র, যাঁর দুই পুত্র মাধব চন্দ্র এবং তারা চাঁদ। মাধব চন্দ্রের আবার তিন পুত্র, মহেন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং পশুপতি। মহেন্দ্রনাথের চেষ্টায় এই পরিবার বিশাল সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে, তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর ভাই নন্দলাল এবং পশুপতি বসু এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয় ১৮৭৬ সালের ১৯ অক্টোবর। পরিবারটি ১৮৭৮ সালের ১০ জুলাই বসবাস শুরু করে। প্রথম বাঙালি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্র প্রাসাদের নকশা ও নির্মাণ করেছিলেন। তিনি প্রচলিত ইউরোপীয় স্থাপত্য থেকে সরে এসে বাংলা ও ইসলামিক শৈলী থেকে অনুপ্রেরণা নেন বাড়ি বানাতে। শিল্পী রামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত চিত্রকর্ম বসুবাটির দেওয়ালে সাজানো ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রস্থল ছিল এই বাড়ি। নন্দলাল বসু ধার্মিক ছিলেন। তাঁর কারণেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং আরও কয়েকজন আধ্যাত্মিক নেতা এই বাড়িতে আসতেন। পশুপতি বসু শিল্প ও থিয়েটার ভালোবাসতেন এবং অনেক নাট্যকার এবং অভিনেতাও আসতেন। জানা যায়, ওয়াজিদ আলি শাহ এই বাড়িতে বসে গিরিশ ঘোষের নাটক দেখেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং রাখি বন্ধন উৎসবের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল এই বাড়ির। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলকাতায় এক বিশাল মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই মিছিলটি শিয়ালদহ থেকে বেরিয়ে শেষ হয় বসুবাটিতে। গোটা পথে সাধারণ মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে উৎসব পালন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ও বাংলার শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশে সেদিনই রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে এই বাড়িতে তৈরি হয়েছিল ন্যাশনাল ফান্ড। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় পশুপতি বসুর বংশধরেরা ১৯৫৬ সালে প্রাসাদের পূর্ব অংশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে হস্তান্তর করে। ১৯৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলকাতা পুরসভা এই বাড়িকে হেরিটেজ ঘোষণা করে। বাড়িতে বসানো ফলকের গায়ে এই তথ্য লেখা। সে ফলক এখন আবছা। জানা যায়, বাড়িটির পশ্চিম অংশ ২০০৭-'০৮ সালে অম্বুজা রিয়েলটি কিনে নেয়। এখানে একটি ঐতিহ্যবাহী হোটেল নির্মাণের পরিকল্পনা করে।

পথের পাঁচালী'র বিভূতি

ছাত্র জীবনে তিনি মির্জাপুর স্ট্রিটের একটি মেসবাড়িতে থাকতেন। তখন তার ভয়ংকর অনটন চলছে। নিজের পড়া, ভাই নুটবিহারীকে ডাক্তারি পড়ানোর খরচ, বিধবা বোন জাহ্নবীর দায়িত্ব— সবই তাঁর উপর। এদিকে আয় বলতে গোটা দু-এক টিউশনি। তাও ঠিক সময় বেতন পাওয়া যায় না। একবার আহাররত অবস্থায় পাওনা টাকার জন্য তাঁকে অসম্মান করে বাক্স বিছানা সহ রাস্তায় বের করে দিয়েছিলেন মেস মালিক। রাত্রির আশ্রয় ছিল না, কখনও গোলদিঘির বেঞ্চে, কখন আবার সেখান থেকে পুলিশের তাড়া খেয়ে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সিমেন্টের বাঁধানো দেউড়িতে (পুরনো বাড়িটি, এখনকার অট্টালিকা নয়)। এই ভবনেই পরিণত বয়সে তিনি নাগরিক সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন। সভার দিন স্ত্রীকে নিয়ে ইনস্টিটিউটে ঢোকার সময় তিনি একটু থমকে দাঁড়ালেন। সঙ্গীদের বললেন, আপনারা এগিয়ে যান আমি আসছি। তারপর স্ত্রীকে বললেন, কল্যাণী, এই দেখো সেই জায়গাটা। পুলিশের তাড়া খেয়ে শেষ রাত্রির গোলদিঘী থেকে এখানে এসে শুয়ে থাকতাম। মাথার উপর ছাদ ছিল না। পকেটে পরের দিন খাওয়ার টাকা ছিল না। ভাগ্যের চাকা কিভাবে ঘোরে দেখ। আজকে সেই জায়গাতেই আমাকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। চিনতে পারলেন এই সাহিত্যিককে? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পথের পাঁচালীর লেখক। পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুত্রবধূ মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতূহল জাগানো 'স্মৃতিকথা 'পিতা নোহসি'। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পিতা বিভূতিভূষণের জীবনী লিখেছিলেন বেলুড়মঠের উদ্বোধন পত্রিকায় ধারাবাহিক আকারে। সেই অসাধারণ লেখনী মুগ্ধ করেছিল অগণিত মানুষকে। অদৃষ্টের পরিহাসে দীর্ঘ অসুস্থতার পরে লেখকের প্রয়াণ ঘটে লেখা সমাপ্ত হওয়ার আগেই। তাঁর আরও কিছু বলবার ছিল লেখার ও ছিল। অবশেষে মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেছেন। প্রকাশিত হল পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুত্রবধূ মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে কৌতূহল জাগানো স্মৃতিকথা 'পিতা নোহসি'। প্রাণের লেখককে নিয়ে এমন স্মৃতি মিশ্রিত চমৎকার জীবনকথা হাতে পেয়ে যে কেউ আপ্লুত হবেন একথা বলাই বাহুল্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন নিয়ে এরকম বই আর একটিও নেই।

শ্রীশ্রী অনুকুল ঠাকুর

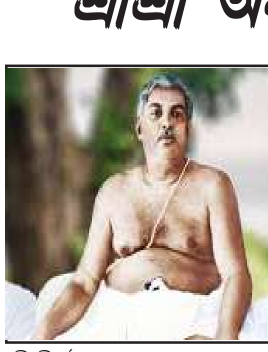

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুল বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না।

জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন ঠেকাতে পারবে না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। সন্তানদের পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ সব সন্তানরা সত্যের পূজারী। তাঁরা সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী। ঠাকুর সব সময়ে সন্তানদের ছেলের মতো চোখে চোখে রাখতেন।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। বিদ্যা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করতে হবে। কিছু দান না করলে কোনও কিছু কমে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাত পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত জাগরিত হতে থাকে।

বাঙালি চিকিৎসক গোপালচন্দ্র রায় ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে বিশ্বের দরবারে যান

রবীন্দ্রকুমার শীল

চিকিৎসক এবং গবেষক গোপালচন্দ্র রায় ১৮৪৪ সালের ১৫ মে কলকাতায় মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। কলুটোলার বিখ্যাত সেন বাড়ি ছিল তাঁর মামার বাড়ি। দাদু ছিলেন রামধন সেন। পিতার নাম লোকনাথ রায়। শিশু গোপালচন্দ্রের বয়স যখন পাঁচ বছর বয়স তখন হঠাৎ করে তাঁর পিতা আট

সন্তানসহ স্ত্রীকে রেখে পরলোকগমন করেছিলেন। তখন বড় ছেলের মাত্র বারো বছর বয়স। নিজ বোন এবং তাঁর সন্তানদের দেখার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মামা মাধবচন্দ্র সেন। বালক গোপাল ভর্তি হলেন হিন্দু স্কুলে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। দু'বার ডবল প্রোমোশন পেয়ে স্কুলের গণ্ডি সমাপ্ত করেন। প্রথমে পঞ্চম শ্রেণি (বর্তমানে ষষ্ঠ শ্রেণি) থেকে তৃতীয় শ্রেণি (বর্তমানে অষ্টম শ্রেণি) এবং তার পরের বছর তৃতীয় শ্রেণি থেকে প্রথম শ্রেণি (বর্তমান দশম শ্রেণি)। প্রবেশিকা পাস করলেন প্রথম বিভাগে। পেলেন বৃত্তি।

এবারে ডাক্তারি পড়ার দিকে তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। মাত্র ষোল বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়ে গেল। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়ে তিনি মেডিসিন, সার্জারি এবং এনাটমিতে পেলেন শংসাপত্র সহ পদক। ১৮৫৬ সালে তিনি এলএমএস পাশ করলেন। ডাক্তারি পাশ করেই তিনি মেডিকেল কলেজেই ডাক্তার ফেরার-এর অধীনে হাউস সার্জন পদে যোগ দিলেন। তিনি আবার মেডিকেল কলেজে বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। পরে গোপালচন্দ্রকে নাগপুর মেডিকেল স্কুলে শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। নাগপুরে দুই বছর অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি গবেষণা কাজে এবং রোগী দেখার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬৯ সালে 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস' পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে ১৮৭০ সালে এফআরসিএস পরীক্ষায় পাশ করলেন। ১৮৭২ সালে আইএমএস পাশ করলেন। চল্লিশজন ছাত্রদের মধ্যে গোপলচন্দ্র দশম স্থান অধিকার করেছিলেন। ওই তালিকা আরও দুইজন বাঙালি ছিলেন তাদের নাম যথাক্রমে রসিকলাল দত্ত এবং বঙ্গবিহারী গুপ্ত।

১৮৭২ সালে গোপালচন্দ্র ভারতে ফিরে আসেন। তিনি বর্ধমান জেলার চিকিৎসক-পরিদর্শক পদে যোগ দিলেন। সেই সময়ে বর্ধমান জ্বর বলে একটি অজানা জ্বর বর্ধমান অঞ্চলকে আক্রান্ত করতে শুরু করে দিয়েছিল। চিকিৎসকেরা নাজেহাল হয়ে পড়ে। বর্ধমান জ্বর নিয়ে ডাক্তার রায়ের কাজে ভারত সরকার সন্তোষ লাভ করে। ১৮৭৮ সালে বীরভূম জেলার সিভিল সার্জেন হিসাবে যোগদান করলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ওই পদে বহাল ছিলেন। বীরভূম অঞ্চলে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে গোপালচন্দ্র ১৮৭৯ সালে স্যানিটারি কমিশনের রিপোর্টে জানালেন যে জলের জন্য কলেরা মহামারীর আকার ধারন করেছে। 'প্রিভেশন ইজ বেটার দ্যান কিউর' অর্থাৎ রোগ সারানোর চেয়ে রোগ তাড়ানোই রোগ মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। এই নীতি গ্রহণ করে চলতেন গোপালচন্দ্র। ১৮৭১ সালে ইংল্যান্ডে থাকা সময়ে সেখানকার দুটি জেল পরিদর্শন করেছিলেন। সেদেশের জেলের প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং মানবাধিকার ইত্যাদি দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন এবং পাশাপাশি তিনি বলেছিলেন, ইংরেজ সরকার পরিচালিত ভারতের জেলখানাগুলির অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর এবং অমানবিক। একই সরকার (ইংরেজ সরকার) ভারতে কেন অন্য রকমের ব্যবস্থা কায়েম করেছে জেল প্রশাসন।

১৮৭২ সালে আইএমএস পাশ করে বর্ধমান জেলার চিকিৎসক-পরিদর্শক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। বর্ধমান জ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছিল না। ডাক্তার রায় ব্যাপক গবেষণা করতে শুরু করে দিলেন। অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন বর্ধমান জ্বরের কারণ। সেই সময়ে গোপালচন্দ্র রায় পেঁপের রস নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেন। এই গবেষণাটির নাম ছিল-"On the Solvant Action of papaya Juice on the Nitrogenous Articles of food". এই গবেষণায় তিনি বলেছেন, 'আমি দেখেছি, ভারতীয়রা রান্না করার পর কয়েক ফোঁটা পেঁপের রস মিশিয়ে দেন সেই রান্নার পদে। ফলে মাংস করার ক্ষেত্রে দেখা যেত মাংস নরম হত।' পেঁপের রসে কোনও বিষক্রিয়া নেই। "On the State of Medicine in India before the British Rule" -এই বিষয়ে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে ভারতে ব্রিটিশ শক্তি আসার আগেও ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। প্রাকৃতিক চিকিৎসা এবং ভেষজ চিকিৎসা তখন ভারতে স্থান লাভ করে। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল আয়ুর্বেদ চিকিৎসা। দেশজ গাছপালা থেকে সেই সময়ে ওষুধ তৈরি করা হতো। গাছের শিকড় বেটে তার রস খাইয়ে বহু রোগকে নিরাপময় করতো প্রাচীনকালের ভারতীয়রা।

"British Medical Journal" ১৮৭০ সালে ৩০ জুলাই এই বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৭১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি গ্লাসগোর 'দি মেডিকো চিরুজিক্যাল সোসাইটি'তে তিনি বক্তব্য রাখেন। গ্লাসগোর মেডিকেল জার্নালে বর্ধমান জ্বর নিয়ে ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায়ের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁকে১৮৭৭ সালে রাঁচীতে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁর পুরস্কৃত পত্রে লেখা হয়েছিল-"Presented to Dr. Gopal Chandra Roy, MD, FRCS, London, Superintendent of vaccination, Chota Nagpur, as an humble but sincere token of appreciation of high professional merits, and his kind and attentive of his patients by his admirers, the native gentry of Ranch, April, 1877"।

১৮৮৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি চিকিৎসক -গবেষক গোপালচন্দ্র রায়ের জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে এমন প্রতিভাধর বিজ্ঞানী চিকিৎকের বয়স ছিল মাত্র ৪৩ বছর।

ভারতীয় ভেষজ বিদ্যার ওপরে তিনি চর্চা করেছেন এবং তা নিয়ে সারা বিশ্বে বিস্তর বক্তব্য রেখেছেন। তিনি দেখতে পেয়েছেন যে ভারতে ভেষজ ওষুধ কোনও অংশে বর্তমান ওষুধের মানের চেয়ে খারাপ ছিল না। ভারতীয় ভেষজ বিদ্যা খুবই শক্তিশালী ছিল এবং এই নিয়ে তৎকালীন বহু পণ্ডিতেরা চর্চা করতেন। ১৮৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর পেঁপে গাছের রস নিয়ে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা হল -"It is the practice amongst the native cooks in India to add a few drops of milky juice of the plant under consideration to tough old meat, to make it tender and supple. Four years ago, anxious to ascertain where any such virtue really existed in the plant, I added a few drops of the fresh juice to a pound of minced goat's meat, and stewed it over a slow fire. To my surpise, the whole ran into a diffluent mass in five minutes, owing to a larger quantity of the juice having been used on the occassion than is cecessary to make it tender and eatable...

The palnt belongs to the natural order Papaycae, and termed Carica papya..

... experiments in details conclusively show the solvant action of the juice on all nitrogenous articles of food. Its affect in making the meat tender has been noticed in several botanical works, East and West Indian, but, so far as I have been able to find, no systematic experiment has been made up to the present to test its virtue medicinally..." আধুনিকচিকিৎসা বিজ্ঞানে ইউরোপ এগিয়ে থাকলেও ভারতীয় ভেষজ চিকিৎসা বিজ্ঞানকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

সংবাদ মাধ্যমের ওপরে নজরদারি এখনও অবিচল

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে প্রাসার ভারতী স্বায়ত্তশাসনের সীমারেখা কোথায়? ভারতের সংবাদ ও সম্প্রচার ইতিহাসে প্রাসার ভারতীর নাম এক বিশেষ অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ১৯৯৭ সালে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে প্রাসার ভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যে, সরকারি প্রচারমাধ্যম তথা দূরদর্শন ও আকাশবাণীকে প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত করে একটি স্বাধীন ও পেশাদার প্ল্যাটফর্মে রূপ দেওয়া হবে। সংবিধানের ধারা ও আইনগত কাঠামোতে এই সংস্থাকে স্বশাসিত রূপ দেওয়া হলেও বাস্তবের চিত্র বহু সময়েই ছিল ভিন্ন। অভিযোগ রয়েছে, প্রসার ভারতীর গঠনের পরও কেন্দ্রীয় সরকার তার উপর যথেষ্ট মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে এবং নীতিনির্ধারণ, কন্টেন্ট বাছাই ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করেছে। এর ফলে, যে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষ তার স্বপ্ন নিয়ে এই সংস্থার জন্ম হয়েছিল, তা অনেকাংশেই পূর্ণতা পায়নি।

প্রসার ভারতীর ধারণা মূলত এসেছিল পশ্চিমা দেশের 'পাবলিক ব্রডকাস্টিং' মডেল থেকে, যেখানে সম্প্রচারমাধ্যম রাষ্ট্রীয় অর্থে পরিচালিত হলেও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকে। বিবিসি, পিবিএস-এর মতো সংস্থাগুলি এর আদর্শ উদাহরণ। সেখানে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা ও পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে কন্টেন্ট তৈরি হয়। কিন্তু ভারতে এই মডেল রূপায়ণে প্রাথমিক বাধা হয়ে দাঁড়ায় সরকারের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বার্থ। স্বাধীন সংস্থা হিসেবে ঘোষণার পরও প্রাসার ভারতীর আর্থিক নির্ভরশীলতা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর রয়ে যায়। অর্থবরাদ্দ, মানবসম্পদ নিয়োগ, এমনকি শীর্ষপদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের অনুমোদন ও হস্তক্ষেপ কার্যত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। ফলে আর্থিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে স্বশাসনের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দূরদর্শন ও আকাশবাণী দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি তথ্যপ্রচার ও নীতি প্রচারের মূল মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। প্রাসার ভারতীর অধীনে আসার পর প্রত্যাশা ছিল যে, এই দুটি মাধ্যম এখন সংবাদ ও বিনোদনের ক্ষেত্রে সমানভাবে নিরপেক্ষ ও বহুমাত্রিক কণ্ঠস্বর তুলে ধরবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, রাজনৈতিক সংবেদনশীল বিষয় বা সরকারের সমালোচনামূলক কন্টেন্ট সম্প্রচারে প্রাসার ভারতী প্রায়ই সংযমী বা সতর্ক থেকেছে। অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী দলের সমালোচনা বা বিক্ষোভের খবর তুলনামূলক কম গুরুত্ব পেয়েছে, যেখানে সরকারি প্রকল্প বা নেতাদের প্রচারে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, এটি ধীরে ধীরে সরকারি মুখপত্রের মতো ভাবমূর্তি পায়, যা একটি স্বশাসিত সংস্থার মৌলিক আদর্শের পরিপন্থী।

সমস্যাটি শুধুমাত্র কন্টেন্ট নয়, বরং গঠনগতও। প্রাসার ভারতীর বোর্ডে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার সরাসরি ভূমিকা পালন করে। চেয়ারম্যান, সিইও বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে যারা বসেন, তাঁদের অধিকাংশই সরকারের সুপারিশে মনোনীত হন। ফলে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পায় এবং সম্পাদকীয় স্বাধীনতা প্রায়ই প্রশ্নের মুখে পড়ে। আইনত প্রাসার ভারতী স্বায়ত্তশাসিত হলেও, বাস্তবে এই কাঠামো এমনভাবে গঠিত যে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া কঠিন।

আন্তর্জাতিক তুলনায় এই পরিস্থিতি অনেকটাই ব্যতিক্রমী। বিবিসি-র ক্ষেত্রে অর্থবরাদ্দ সরকারের থেকে এলেও, পরিচালনা পর্ষদ ও সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রায় শূন্য। বরং জনমত, পেশাদার মূল্যবোধ ও স্বাধীন সাংবাদিকতার নীতি সেখানে মুখ্য। ভারতে প্রাসার ভারতীর জন্য এমন কাঠামো কাগজে কলমে থাকলেও, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক প্রথা সেই পূর্ণতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করেছে।

এর সামাজিক প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। একটি দেশে যখন সরকারি সম্প্রচারমাধ্যমের উপর জনগণের আস্থা কমতে থাকে, তখন তথ্যের জন্য তারা বিকল্প উৎসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বেসরকারি চ্যানেল ও ডিজিটাল মিডিয়ার বিস্তার এই আস্থাহীনতার ফাঁক পূরণ করেছে। তবে, বে সরকারি মাধ্যমও অনেক সময় বাণিজ্যিক চাপ বা মালিকানার স্বার্থে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। এমন প্রেক্ষাপটে, একটি শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ সরকারি সম্প্রচারমাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু প্রাসার ভারতী সেই ভূমিকা কতটা পালন করতে পারছে, তা নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে।

প্রাসার ভারতীর স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য আইনগত ও প্রশাসনিক সংস্কারের দাবি বহু বছর ধরেই উঠছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত না হলে প্রকৃত স্বশাসন সম্ভব নয়। অর্থাৎ, সরকারের বাজেট বরাদ্দের পরিবর্তে জনসাধারণের কাছ থেকে লাইসেন্স ফি আদায়ের মতো পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে, যা রাজনৈতিক চাপ থেকে মুক্ত রাখবে। পাশাপাশি, নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা জরুরি, যাতে পেশাদারিত্ব ও দক্ষতাকে সর্বাগ্রে রাখা হয়। সংবাদ মাধ্যমের ওপরে নজরদারি ব্রিটিশ আমলেই চালু।

বাংলা ভাষা এবং বাঙালিত্বের প্রভাবকে ভয় পাওয়ার ফলেই কি বাঙালি বিদ্বেষ?

বিশেষ প্রতিবেদক

বাঙালিবিদ্বেষের অন্তর্নিহিত কারণ এক জটিল সামাজিক -রাজনৈতিক বাস্তবতা।

ভারতের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে বাঙালিদের উপস্থিতি দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি, বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বাঙালির অবদান সুবিদিত। কিন্তু এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও অবদান সত্ত্বেও বাঙালিদের প্রতি যে বিদ্বেষের

বাংলা

প্রকাশ প্রায়শই শোনা যায়, তার পেছনে রয়েছে বহুস্তরীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ। সাধারণ ধারণা অনুযায়ী, আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা বা ভাষাগত বিরোধই এই বিদ্বেষের মূল কারণ, কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি আরও জটিল। অর্থনৈতিক স্বার্থ, রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা, সাংস্কৃতিক হীনমন্যতা এবং ঐতিহাসিক ভুলবোঝাবুঝির মিশ্রণে গড়ে উঠেছে এই মনোভাব, যা কেবল ব্যক্তিগত বিরূপতা নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন।

ঐতিহাসিকভাবে বাঙালিদের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ ভারতের নানা অঞ্চলে এক ধরণের 'মেধাগত শ্রেষ্ঠত্বের' ধারণা তৈরি করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ, স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব, এবং আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিস্তারে বাঙালিদের সক্রিয় ভূমিকা দেশের অন্যান্য প্রান্তের মানুষের কাছে একদিকে শ্রদ্ধার জন্ম দিয়েছে, অন্যদিকে তৈরি করেছে প্রতিযোগিতার মনোভাব। এই প্রতিযোগিতা অনেক সময় হীনমন্যতায় রূপান্তরিত হয়, বিশেষত যখন অন্য অঞ্চলের মানুষ মনে করে যে বাঙালিরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অতিরিক্তভাবে প্রচার করে বা নিজেদের মেধার অহংকার প্রকাশ করে। এই মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া থেকেই অনেক সময় নেতিবাচক ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও বাঙালিবিদ্বেষের শিকড় গভীর। কর্মসংস্থান ও ব্যবসার সুযোগ সীমিত এমন অঞ্চলে বহিরাগত সম্প্রদায়ের প্রবেশ স্থানীয়দের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি করে। শিল্প, শিক্ষা বা সরকারি চাকরিতে বাঙালিদের সফলতা অনেক সময় স্থানীয় প্রতিযোগীদের মধ্যে হিংসা জন্ম দেয়। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল, দিল্লি বা মুম্বইয়ের মতো মহানগরে এই প্রবণতা স্পষ্ট। স্থানীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি এই হিংসা ও অনিশ্চয়তাকে কাজে লাগিয়ে 'বাহিরের লোক' বিরোধী মনোভাব উসকে দেয়, যার ফলে বাঙালিরা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা এই বিদ্বেষকে আরও ঘনীভূত করে। অভিবাসন, নাগরিকত্ব বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মতো সংবেদনশীল ইস্যুতে অনেক সময় বাঙালিদের আলাদা করে দেখানো হয়। বিশেষত বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থী বা অভিবাসীদের প্রসঙ্গে, বাঙালি পরিচয় এক রাজনৈতিক ত্রাসে পরিণত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থে 'বাঙালি' শব্দটিকে কখনও ভুক্তভোগী, কখনও 'অতিথি' আবার কখনও 'আগ্রাসী' হিসেবে তুলে ধরে। এই দ্বিমুখী প্রোপাগান্ডা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিরূপতা তৈরি করে, যা প্রজন্মের পর প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বাঙালিদের প্রতি একটি সুনির্দিষ্ট বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়, যা মূলত স্টেরিওটাইপ থেকে উদ্ভূত। যেমন, 'বাঙালিরা শুধু সাহিত্য, গান, রাজনীতি আর বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় ব্যস্ত থাকে, বাস্তব জীবনের কঠিন পরিশ্রম এড়িয়ে চলে';এই ধরণের সাধারণীকৃত মন্তব্য বহু জায়গায় শোনা যায়। যদিও বাস্তবে এই ধারণা একপেশে এবং ভুল, তবুও দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত হওয়ায় এটি সামাজিক মানসে গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে। অন্যদিকে, বাঙালিদের নিজেদের সংস্কৃতিগত গর্ব ও আঞ্চলিক পরিচয় রক্ষার প্রবল মানসিকতাকে অনেক সময় অহংকার বা বিচ্ছিন্নতা হিসেবে দেখা হয়, যা ভুল বোঝাবুঝিকে বাড়িয়ে তোলে।

অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভাজনও বাঙালিবিদ্বেষের একটি কম আলোচিত কারণ। পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসে তীব্র মতাদর্শিক সংঘাত, ধর্মীয় মেরুকরণ এবং দলীয় সহিংসতা বহুবার জাতীয় পরিসরে আলোচিত হয়েছে। এর ফলে, দেশের অন্য প্রান্তে অনেকেই বাঙালি সমাজকে স্বভাবতই সংঘাতপ্রবণ বা বিভাজিত হিসেবে দেখে। যদিও এই ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতা ও বিভাজন ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও রয়েছে, তবু বাঙালি পরিচয়ের সঙ্গে এটি বেশি করে যুক্ত হয়ে গেছে।

মিডিয়ার ভূমিকা এখানে উল্লেখযোগ্য। সংবাদমাধ্যম ও বিনোদন শিল্পে বাঙালিদের উপস্থাপন প্রায়শই সীমাবদ্ধ থাকে কিছু নির্দিষ্ট চরিত্রে;যেমন অতিরিক্ত জ্ঞানী, দুর্বল শারীরিক গঠন, খাদ্যরসিক বা রাজনৈতিক আলোচনায় মগ্ন ব্যক্তি। এই স্টেরিওটাইপ মূলধারার ভারতীয় দর্শকের মনে বাঙালিদের সম্পর্কে এক ধরনের একমাত্রিক ধারণা তৈরি করে, যা বাস্তব বৈচিত্র্য ও পরিশ্রমী মনোভাবকে আড়াল করে দেয়। তবে এই বিদ্বেষের পেছনে একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণও রয়েছে, যা অনেক সময় আলোচিত হয় না। বাঙালি সম্প্রদায় টিকে থাকবে।

লেখকের কলমে মরুতীর্থ হিংলাজ

বিশেষ প্রতিবেদক

চন্দ্রাবতীর মৃত্যুর পর এক প্রবীণ চিত্রসাংবাদিক লিখেছিলেন, পরবর্তী কালে 'বিজয়া' চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুনন্দা দেবী এবং সুচিত্রা সেন। তিনটি ছবিতে তিন জনেরই অভিনয় দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে, কিন্তু তাঁর মতে চন্দ্রাবতীই সেরা। অভিনয়ের গুণে, নিষ্ঠায় হোক বা বাংলা সাহিত্য শিক্ষার কারণেই হোক।

সমসাময়িক আর এক বিশিষ্ট অভিনেত্রী কানন দেবী চন্দ্রাবতী সম্পর্কে অকপটে বলেছিলেন, 'দিদি' ছবিতে চন্দ্রাবতীর প্রেসিডেন্টের অভিনয় এখনও চোখের সামনে ভাসে। ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও ডিগনিফায়েড রোলে ওকে দারুণ মানাত। আর সেসময় ওর জোড়া রূপসী এ লাইনে খুব কম ছিল। যিনি এ কথা এমন অকপটে স্বীকার করেছেন তাঁর নামটা শুনলে অবাক হতে হয়, তিনি কানন দেবী। লিখেছেন তাঁর আত্মকথা 'সবারে আমি নমি'তে। সুচিত্রা-যুগের আগেই, সেটে 'ম্যাডাম' বলে ডাকা হত এই অভিজাত অভিনেত্রীকে; জানিয়েছেন বিকাশ রায়।

সৌন্দর্য আর ব্যক্তিত্ব সহজাত হলেও, সাজতে বড় ভালবাসতেন চন্দ্রাবতী। মেকআপ রুমে কাটিয়ে দিতেন দু'-তিন ঘণ্টা। রূপসজ্জার 'ফাইনাল টাচ' নিজেই দিতেন। প্রবীণ বয়সে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছবিতে ভৈরবী চরিত্রে অভিনয় করতে এসেও মেকআপের জন্য বাচ্চা মেয়েদের মতো অস্থির হতেন। বিকাশ রায় অনুযোগ করলে বলতেন, বা রে, মেকআপ না করলে যে শুটিং করছি মনেই হবে না; কত দিনকার অভ্যেস বলুন তো! আমি রোজ একটু আধটু মেকআপ করেই আসব, আপনিও রোজ সেগুলো তুলে দেবেন। অন্য শখটি ছিল পান। শুটিং-এর অবসরে সর্বক্ষণের সঙ্গী পানের ডিবে। নিজের মুখ তো চলতই, অন্যদেরও পান সেজে খাওয়াতেন।

কঠিন দৃশ্যে ক্যামেরার দিকে পেছন-ঘোরা শটে কে তাঁর 'ডামি' হবে, সেই ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে ছিলেন। 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এ উটের পিঠে চড়ার দৃশ্যে ছোটখাটো চেহারার উটচালক কুল্লুন খাঁ-কে শাড়ি পরিয়ে, ঘোমটা দিয়ে তাঁর ডামি সাজানো হত। ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ হত না চন্দ্রাবতীর, এতজন থাকতে শেখ কুল্লুন খাঁ আমার ডামি!; আমি কি এতই খারাপ দেখতে?

অসামান্য ব্যক্তিত্ব আর শিশুর মতো সারল্যে গড়া এই শিল্পী চরিত্র এবং অভিনয়কে অনুভব করতেন আপন আত্মায়। চরিত্রের প্রয়োজনে নিজেকে ভাঙাগড়ায় তিলমাত্র দ্বিধা ছিল না তাঁর। তা না হলে নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করতে করতে হঠাৎ মায়ের চরিত্রে অভিনয় করে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পাওয়া সহজ কথা নয়। ১৯৪০ সালে 'শুকতারা' ছবিতে নায়কের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করে পেয়েছিলেন বিএফজে পুরস্কার, আবার পরের বছরই নায়িকা হিসেবে অভিনয়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপরীতে 'প্রিয়বান্ধবী' ছবিতে। কাহিনিকার প্রবোধকুমার সান্যাল, পরিচালক সৌমেন মুখোপাধ্যায়। এটি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ ছবি। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৪৩ সালের জানুয়ারিতে। তা দেখে যেতে পারেননি দুর্গাদাস। জেনে যেতে পারেননি কী রকম প্রশংসা পেয়েছিল চন্দ্রাবতী ও তাঁর অভিনয়। রচনার সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা হত না যদি প্রধান চরিত্র দুটিতে দুর্গাদাস ও চন্দ্রাবতীর মত শিল্পী না পাওয়া যেত, লেখা হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়।

যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে বাঁকুড়ায় পালিত শহীদ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ১১৮তম আত্মবলিদান দিবস

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১১ আগস্ট ঃ শহীদ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর

১১৮তম আত্মবলিদান দিবসে বাঁকুড়া শহরের নূতনগঞ্জে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার (AIPSO) পক্ষ থেকে করা হলো ক্ষুদিরাম বসুর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান এবং তাঁর ও অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত সভা। উদয় অধূর্য্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন প্রতীপ মুখার্জী, ভাস্কর সিংহ ও বাবলু ব্যানার্জী। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দেবল দত্ত ও কিষান হেলা। বক্তরা ক্ষুদিরাম বসু সহ অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অবিস্মরণীয় অবদানগুলি তুলে ধরে অত্যন্ত খেদের সাথে বর্তমানে দেশের নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের শাসনকালে কিভাবে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের ওপর তথা দেশের সংবিধানের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে তা তুলে ধরেন এবং স্বাধীনতার মুল প্রাপ্তিগুলিকে রক্ষা করার তথা দারিদ্র্য, অনাহার ও অসহনীয় বেকারীর বিরুদ্ধে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। ট্রাম্পের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে কড়া হারে শুল্ক চাপিয়ে ভারতের অর্থনীতিকে চাপে ফেলতে সচেষ্ট হয়েছে তার প্রতি ধিক্কার জানানো হয় আবার ওই ট্রাম্পকেই সন্তুষ্ট করতে দেশের কৃষি পণ্যের বাজার মার্কিনীদের জন্য খুলে দেওয়ার মোদী সরকারের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়। পাশাপাশি দাবী ওঠে এসআইআর বা ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ অভিযানের নাম করে কোন একজনও প্রকৃত ও যোগ্য ভোটারের ভোটাধিকার হরণ করা চলবে না। - এই কর্মসূচীতে নিজেদের কাজ বন্ধ রেখে ওই এলাকায় কর্মরত বেশ কিছু মুটিয়া শ্রমিকও সামিল হয়েছিলেন।

শালবনীতে আটশো মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন আরও দুইটি নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত রাজ্যের

কলকাতা, ১১ আগস্ট ঃ ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে রাজ্য সরকার পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে আটশো মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন আরও দুইটি নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। বিদ্যু মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে এই কেন্দ্র দুটি তৈরির জন্যে দরপত্র ডাকা হবে। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী তে নবনির্মিত ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কিছুদিনের মধ্যেই চালু করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্যের দূর্গাপুজো ইউনেস্কোর স্বীকৃতি মেলার পরে সারা বছরের জন্যে দূর্গাপূজোকে দেশ বিদেশের পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতে রাজ্যে একটি দূর্গাঙ্গন তৈরির প্রস্তাবও আজকের বৈঠকে গৃহীত হয়েছে। এইজন্যে হিডকো ও পর্যটন দপ্তরকে নিয়ে একটি ট্রাস্ট তৈরি করা হবে। তাদের প্রস্তাব আসলে রাজ্য সরকার জমি দেবে বলে মন্ত্রী জানান।

জামালপুরে 'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচিঃ সমস্যার তালিকায় শীর্ষে রাস্তা, ড্রেন ও পানীয় জল

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ আগস্ট ঃ , ১১ আগস্টঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত 'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচির

অঙ্গ হিসেবে সোমবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকে অনুষ্ঠিত হল দুটি ক্যাম্প। জ্যোৎগ্রাম অঞ্চলের তিলকুড়িয়া ও জামালপুর ২ অঞ্চলের সুরে কালনায় আয়োজিত ওই ক্যাম্পগুলিতে জনতার সমস্যা সরাসরি শুনতে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, বিডিও রাহুল বিশ্বাস, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, জেলা পরিষদ সদস্যা শোভা দে, দুই অঞ্চলের প্রধান মিঠু পাল ও নূরজাহান বিবি সাহানা, উপ-প্রধান বীরেন্দ্রনাথ শী, জারগ্রাম পঞ্চায়েতের শিল্প পরিকাঠামো সঞ্চালক আলাউদ্দিন শেখসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ক্যাম্পে এসে সাধারণ মানুষ মুখ খুললেন নিত্যদিনের পরিকাঠামোগত বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে। কোথাও রাস্তার বেহাল দশা, কোথাও ড্রেনের অব্যবস্থা, অনেক গ্রামে নিরাপদ পানীয় জলের সংকট, আবার স্ট্রিট লাইটের দাবিও তুললেন অনেকে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে-এই ধরনের শিবিরের লক্ষ্য হল সমস্যাগুলি স্থানীয় স্তরে চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের পথে এগোনো। নিজের পাড়ার সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবেন - এই বার্তা দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী এই কর্মসূচি চালু করেছেন বলে জানালেন উপস্থিত জনপ্রতিনিধিরা। পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান জানিয়েছেন গ্রাম বাংলার মানুষের সুবিধার জন্য এবং তাদের নানা সমস্যা সরাসরি প্রশাসনের কাছে পৌঁছে যায় তার জন্য রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনকে পাড়ায় নিয়ে চলে এসেছেন। তবে এটা যেহেতু স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য আয়োজন করা হয়েছে, তাই প্রত্যেকে যেন নিজের পাড়া বা আশেপাশের রাস্তাঘাট, আলো ইত্যাদি সমস্যার কথা জানানোর আবেদন জানান উপস্থিত এলাকাবাসীদের। স্থানীয়দের মতে, যদি এই দাবিগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি হয়, তবে এলাকার জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, 'পাড়ায় সমাধান' শুধুমাত্র প্রশাসনের কাছে সমস্যার তালিকা তুলে ধরার মঞ্চ নয়- এটি জনসাধারণকে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মহিষমর্দিনী তলা ঘাটে প্রশাসনের তরফ থেকে মাইক নিয়ে সতর্ক বার্তা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১১ আগস্ট ঃ ভাগীরথী নদীর জলস্তর বেড়ে

যাওয়াতে , মহিষমর্দিনী তলা ঘাটে প্রশাসনের তরফ থেকে মাইক নিয়ে সতর্ক করা হচ্ছে , স্নানে জন্য বেশি জলে না নামার জন্য। শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার অন্যদিকে মা মহিষমর্দিনী পূজার নবমী তিথি স্বভাবতই কালনার ঘাটে অসম্ভব মানুষের ভিড়। পুজোকে যাতে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই জন্য সদা তৎপর প্রশাসন। কালনা পৌরসভার উপ পৌরপতি তপন পড়েল মাইক হাতে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে প্রচার চালাচ্ছে। শিশুদের নিয়ে যেন কেউ গঙ্গাতে চান করতে না নামে চালানো হচ্ছে প্রচার। প্রশাসনের তরফে নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে এলাকা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যেই করতে হচ্ছে স্নান। এই প্রসঙ্গে তপন পড়েল বলেন, জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে আর সেই সঙ্গে আজকে দুটি তিথি একসাথে পড়ার কারণে প্রচুর সংখ্যক মানুষের ভিড় হয়েছে, গঙ্গায় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই কারণেই চালানো হচ্ছে প্রচার।

১ কেজি ব্রাউন সুগার সহ ফরাক্কা থেকে আটক কিশোর

দুরন্ত বার্তা, ফরাক্কা, ১১ আগস্ট ঃ অভিনব পদ্ধতিতে মাদক পাচার করতে গিয়ে রবিবার ফরাক্কা থানার পুলিশের হাতে আটক হলেন বিহারের ভাগলপুরের এক কিশোর। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার অন্তর্গত শঙ্করপুর এলাকায়। সোমবার ওই কিশোরকে বহরমপুরে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পেশ করা হচ্ছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌমজিত বড়ুয়া বলেন, 'গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে রবিবার দুপুর নাগাদ ওই কিশোরকে আটক করা হয়েছে। ওই কিশোরের কাছ থেকে প্রায় এক কেজি ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে।' সূত্রের খবর উদ্ধার হওয়া মাদকের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় ১ কোটি টাকা। তিনি জানান, 'প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি ওই কিশোর মালদা জেলার কালিয়াচক থেকে মাদক নিয়ে ভাগলপুরে ফিরে যাচ্ছিল। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।' পুলিশ সূত্রে জানা গেছে রবিবার দুপুরে শঙ্করপুর এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে বছর ষোলোর এক কিশোরকে একটি সবুজ ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। তার কাছে গিয়ে পুলিশ তল্লাশি চালাতেই জামার ভিতর থেকে উদ্ধার হয় ১ কেজি হেরোইন। পুলিশ সূত্রের খবর, হেরোইন ছোট ছোট প্যাকেটে মধ্যে রেখে ওই কিশোরের দেহে স্যালোটেপ দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছিল। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, কয়েক বছর আগেও মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানা এলাকা হেরোইন এবং ব্রাউন সুগার তৈরির জন্য রাজ্যে 'হেরোইন হাব' হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বারবার পুলিশ অভিযানে জেরে ওই এলাকার প্রায় সমস্ত হেরোইন প্রস্তুতকারকেরা তাদের ব্যবসা মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ধীরে ধীরে মালদা জেলায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। আপাতত মালদা জেলার কালিয়াচকের কয়েকটি অত্যন্ত এলাকায় গোপনে হেরোইন তৈরি হচ্ছে এবং সেখান থেকে গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। ওই আধিকারিক জানান, মাদক পাচারকারীরা পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য মাঝেমধ্যেই মহিলাদেরকে 'ক্যারিয়ার' হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। কিন্তু পুলিশ এখন মহিলাদের বিষয়ে সজাগ হয়ে যাওয়ায় মাদক পাচারকারীরা এখন স্কুল পড়ুয়া এবং নাবালকদের মাদক পাচারের ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। ফরাক্কা থানার সূত্রে জানা গেছে, যে কিশোরকে এক কেজি ব্রাউন সুগার সহ আটক করা হয়েছে সে বর্তমানে বিহারের একটি স্কুলে একাদশ শ্রেণির ছাত্র। দ্রুত কিছু টাকা রোজগারের আশায় মাদক পাচারের ক্যারিয়ারে হিসেবে সম্প্রতি সে কাজ শুরু করেছিল। ওই আধিকারিক বলেন , প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি কালিযাচক থেকে ওই কিশোর মাদক সংগ্রহ করে ফরাক্কায় এসে পৌঁছায়। এরপর একটি অটো ধরে তার ঝাড়খন্ড এবং সেখান থেকে বিহার চলে যাওযার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ফরাক্কার রাস্তাঘাট না চেনার কারণে এবং পুলিশ দেখে সে হকচকিয়ে যায়। অন্যদিকে গত দু'দিনে মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানা এলাকা থেকে প্রায় ৬০০ গ্রাম হেরোইন সহ পাঁচ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে লালগোলা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হেরোইনের বাজার মূল্য প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, এবছর ২৭ জুলাই পর্যন্ত তারা মোট ৭৯ টি এনডিপিএস মামলা রুজু করেছেন এবং মাদক পাচারের ঘটনায় ১৩৮ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। ধৃত মাদক পাচারকারীদের কাছ থেকে পুলিশ ৫.৩ কেজি হেরোইন, ৩.২ কেজি ব্রাউন সুগার, প্রায় পঞ্চাশ হাজার বোতল বিশেষ কাশির সিরাপ এবং ১,৭৯০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে।

মেট্রো রেল পরিদর্শনে সদস্য (ট্র্যাকশন এবং রোলিং স্টক)

কলকাতা, ১১ আগস্ট ঃ শ্রী ব্রজ মোহন আগরওয়াল, সদস্য (ট্র্যাকশন এবং রোলিং স্টক), এমটিআরএস, রেলওয়ে বোর্ড আজ অর্থাৎ ১১.০৮.২০২৫ তারিখে মেট্রো রেলওয়ে পরিদর্শন করেছেন। তাঁর সফরকালে শ্রী আগরওয়াল মেট্রো রেকে যতীন দাস পার্ক থেকে ব্লু লাইনের নোয়াপাড়া পর্যন্ত অংশ পরিদর্শন করেছেন। নোয়াপাড়া পৌঁছানোর পর, তিনি মেট্রো রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন যেখানে তাকে মেট্রো রেলওযেতে গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তিনি নোয়াপাড়া কারশেড পরিদর্শন করেন এবং সেখানে একটি উন্নত রসায়ন সেল ব্যাটারি ইউনিট উৎসর্গ করেন। তিনি নোয়াপাড়া কারশেডের যাত্রী পরিষেবার জন্য দুটি ডালিয়ান রেক এমআর ৫০৮ এবং এমআর ৫১০ উৎসর্গ করেন। এই রেকগুলিতে প্রশস্ত দরজা বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে যাত্রীদের প্রবেশ এবং প্রস্থান সহজ করবে। এই রেকগুলির উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলিও ঝক্কিমুক্ত যাত্রা প্রদান করবে। কোচের ভেতরে সিসিটিভি কভারেজ, মডুলার এবং প্রশস্ত ভেস্টিবুল, বর্ধিত বসার ক্ষমতা সহ প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আরও আসনের ব্যবস্থা এই রেকগুলির কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য। এগুলি ছাড়াও, নান্দনিকভাবে ডিজাইন করা অভ্যন্তরীণ অংশ, উন্নত এয়ার ডিফিউজার, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এসি, বাইরের ইঙ্গিত বাতি সহ ছোট এবং মসৃণ অ্যালার্ম ডিভাইস, উজ্জ্বল বহু রঙের বহুভাষিক ডিসপ্লে বোর্ড, অভিন্ন আলোকসজ্জা, হুইল চেয়ার পার্কিং সুবিধা এবং দরজার পাশের হ্যান্ড রেলের মতো বৈশিষ্ট্যগুলি কলকাতা মেট্রোতে এই রেকগুলিকে অনন্য করে তুলেছে। শ্রী আগরওয়াল মেট্রোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে একটি মেট্রোতে নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত ইয়েলো লাইনের অংশটিও পরিদর্শন করেন। তিনি জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনও পরিদর্শন করেন যেখানে মেট্রো কর্মকর্তারা তাকে স্টেশনে প্রদত্ত বিভিন্ন যাত্রী সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করেন।

ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে ধরা পড়ল চিতাবাঘ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ আগস্ট ঃ অবশেষে আতঙ্কের দিন শেষ, রবিবার রাতে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে ধরা পড়ল চিতাবাঘ। গত দেড় মাস ধরে ওই এলাকায় প্রাণীটি ঘোরাফেরা করছিল। সেটিকে ধরতে খাঁচা পাতা হয়। খাঁচায় টোপ হিসেবে রাখা হয়েছিল ছাগল। আর খাবারের লোভেই ফাঁদে পা দিল চিতাবাঘ। সোমবার সকাল থেকে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ দেখতে ভিড় জমান বাগানের শ্রমিকরা। হিংস্র প্রাণীটি পাকড়াও হতেই স্বস্তি ফিরেছে চা বাগানে। গত ১৯ এপ্রিলের ঘটনা, ভান্ডিগুড়ি চা বাগানের ৬০ নম্বর সেকশনে কীটনাশক স্প্রে করছিলেন ঝুটুং ওরাওঁ নামে এক শ্রমিক। এমন সময় ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটি চিতাবাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর উপর। আচমকা চিতাবাঘের হামলায় খানিকটা ঘাবড়ে যান ওই শ্রমিক। কিন্তু হাল ছাড়েননি তিনি। কয়েক মিনিট ধরে রীতিমতো চিতাবাঘের সঙ্গে লড়াই চলে ওই শ্রমিকের। পাশেই বাগানের অন্য সেকশনে তখন পাতা তোলার কাজ চলছিল। বিষয়টি টের পেতেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেন বাকি শ্রমিকরা। এরপরই চিতাবাঘটি ঝুটুংকে ছেড়ে দিয়ে বাগানের ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। চিতাবাঘের হামলায় মারাত্মকভাবে জখম হন ওই চা শ্রমিক।

পর্যটন বৃদ্ধির জন্য মিজোরাম সরকারের সাথে মউ স্বাক্ষর আইআরসিটিসির

মালিগাঁও, ১১ আগস্ট ঃ মিজোরামের রাজধানী শহর আইজল, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেললাইন প্রকল্পের সমাপ্তির সাথে প্রথমবারের মতো ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হতে

চলেছে। রাজধানী সংযোগ প্রকল্পের অংশ হিসেবে গৃহীত এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো মিজোরামের জন্য ভ্রমণ এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করবে। একবার চালু হলে, রেল পরিষেবা আইজল থেকে অল্প দূরে সাইরাং পর্যন্ত প্রসারিত হবে, যার ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য রাজ্যে যোগাযোগের সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে। এই রূপান্তরমূলক বিকাশের প্রত্যাশায়, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি) রাজ্যের অন্তর্মুখী এবং বহির্গামী উভয় পর্যটনকে উন্নীত করার জন্য আগস্ট ২০২৫-এ মিজোরাম সরকারের সাথে দুই বছরের মউ স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির অধীনে, আইআরসিটিসি ফ্রন্ট-এন্ড মার্কেটিং এজেন্সি হিসেবে কাজ করবে, যখন মিজোরাম ট্যুরিজম পর্যটন লজ সহ পর্যটন পরিকাঠামোতে প্রবেশাধিকার প্রদান করবে এবং কিউরেটেড ট্র্যাভেল প্যাকেজ ডিজাইন করার জন্য আইআরসিটিসির সাথে কাজ করবে। এই সহযোগিতার লক্ষ্য মিজোরামের প্রাণবন্ত সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষ তথ্য সহ পরিবহন, আবাসন, দর্শনীয় স্থানগুলির ব্যবস্থা করার জন্য লোকাল ডেস্টিনেশন ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের বিকাশ করা। এর মধ্যে রয়েছে উৎসবের রঙিন সাজসজ্জা, যেখানে সম্প্রদায়গুলি ভোজ, বেম্বো ডান্স, পারম্পিরক লোকসঙ্গীত এবং অর্থপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একত্রিত হয়। সাংস্কৃতিক উৎসবের বাইরেও, মিজোরাম সমৃদ্ধ পর্যটনস্থলীও অফার করে, যেখানে পান্না উপত্যকা, সবুজ পাহাড়, নির্মল জলপ্রপাত এবং ঐতিহ্যবাহী স্থান রয়েছে। রাজ্যটি অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে দ্রুতভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং এর উষ্ম আতিথেযতা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশের জন্য পরিচিত। এই উপাদানগুলি একসাথে মিজোরামের অপার সম্ভাবনার উপর জোর দেয়, যা এমন একটি গন্তব্যর দিশায় আছে যা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং স্থায়ীত্ব, অভিজ্ঞতামূলক পর্যটন উভয়কেই উদযাপন করে। এই চুক্তিটি আইআরসিটিসি-র 'ডিসকভার এনই বিযন্ড গুয়াহাটি' প্রোগ্রামের অধীনে একটি বিশেষ পর্যটন ট্রেন চালু করারও পরিকল্পনার অনুরূপ, যার মধ্যে আইজলকে একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পরিষেবাটি ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার পর শীঘ্রই চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা বাজেট-বান্ধব পর্যটন এবং স্থায়ী ভ্রমণ অভিজ্ঞতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে।

৭ জন গ্রেপ্তার করল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ আগস্ট ঃ পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানা এলাকা থেকে গত বছরের ৯ আগস্ট নিখোঁজ হওয়া এক নাবালিকাকে রাজস্থানের পালি জেলা থেকে উদ্ধার করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই। অভিযোগ, টিউশনে যাওয়ার পথে ওই নাবালিকাকে অপহরণ করে দু'বার বিক্রি করা হয়। নাবালিকা হওয়া সত্ত্বেও তাকে প্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়ে জোরপূর্বক বিয়ের অভিযোগও উঠেছে। ঘটনায় দুই মহিলা ও পাঁচ পুরুষ-সহ মোট সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। সোমবার অভিযুক্তদের বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের আট দিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন আসানসোলের, বাকিরা রাজস্থানের বাসিন্দা। তদন্তকারীদের অনুমান, এটি একটি বড় আন্ত ঃরাজ্য মানবপাচার চক্রের অংশ, এবং আরও গ্রেপ্তার হতে পারে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় পুলিশ ও সিআইডি তদন্তে কোনো অগ্রগতি করতে না পারায় ভুক্তভোগীর মা কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। আদালতের নির্দেশে চলতি বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি সিবিআই তদন্তভার গ্রহণ করে। কল ডিটেলস ও সূত্রের ভিত্তিতে রাজস্থানে অভিযান চালিয়ে নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। অভিযোগকারীর আইনজীবী দেবপ্রিয় মজুমদার বলেন, সিবিআইয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শুধু নাবালিকাকে উদ্ধার নয়, চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকেও ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে। নাবালিকা উদ্ধারের দাবিতে গত ১২ অক্টোবর রায়নায় আদিবাসী সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পরগনা পথ অবরোধ করেছিল। পরবর্তীতে হাইকোর্ট সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিলেও সেখানেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। অবশেষে সিবিআই তদন্তে সাফল্য আসে। আগামী ১৩ মার্চ আদালতে তদন্ত অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দেবে সিবিআই।

RELIANCE ASSET RECONSTRUCTION

রিলায়েন্স অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিসঃ ১১ তলা উত্তর দিকে, আর-টেক পার্ক, নিরলন নলেজ পার্ক, ওয়েস্টার্ন অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন এক্সপ্রেস হাইওয়ে, গোরেগাঁও (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৬৩

সুরক্ষিত সম্পদের ই-নিলাম বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ

INB RARC 030TRUST এর ট্রাস্টি, রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (RARC), ইন্ডিয়ান ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত ২২ মার্চ ২০১৭ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তি অনুসারে, নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার একজন অ্যাসাইনি এবং সুরক্ষিত পাওনাদার।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এতদ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নোক্ত সম্পত্তি 'অনলাইন ই-নিলাম'-এর মাধ্যমে পাওনা আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সম্পত্তিগুলি কঠোরভাবে 'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যেমন আছে যা আছে' এবং 'কোনও রিকোর্স নেই' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, নীচে উল্লিখিত অন্যান্য শর্তাবলী ছাড়াও।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম	১৪.০৭.২০২৫ তারিখের বকেয়া পাওনা	দখলের তারিখ
১. **তন্ময় অটো সেন্টার**- আন্দুল পূর্ব পাড়া, পোস্টঃ আন্দুল মৌরি, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১৩০২, **এছাড়াও এখানে**- বালা বিশ্বনাথ পুর, থানা-পাঁচলা, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৬১০০৮। ২. **প্রশান্ত চক্রবর্তীঃ** বালা বিশ্বনাথ পুর, থানা-পাঁচলা, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৬১০০৮।	১,২৯,০৫,৮৬০.৪৯ /- টাকা (কোটি টাকা উনত্রিশ লক্ষ পাঁচিশ টাকা হাজার আটশ ষাট টাকা মাত্র উনপঞ্চাশ টাকা)।	২২-০৮-২০২৪ প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি পরিমাণ
মৌজা-রানিহাটি জে এল নং ১৭ পুরাতন দাগ নং ১১৮৩, এল আর ডেগ নং ১২৩৪, পুরাতন খতিয়ান নং ২৪, এল আর কে এইচ নং ১৫ /১১ এবং ১৫/১২, থানা পাঁচলা। হাওড়া জেলা, পুরাতন বিডিও অফিসের বিপরীতে, জমির বিস্তৃতি - ৪.০৮ কোট্টা, **সীমানা নিম্নরূপ**- উত্তরে - সিএস দাগ নং ১১৮৩ এর অংশ, দক্ষিণ-গ্রাম সড়কে, পূর্বে - অন্যান্য জমি, পশ্চিমে - ৬' প্রশস্ত সাধারণ পথ	৩২,৬৮,০০০ /- টাকা (বত্রিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা মাত্র)	৩,২৬,৮০০/- টাকা (তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার আটশ টাকা মাত্র)

নিলামের বিস্তারিত তথ্য
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখঃ ২৫.০৮-২০২৫ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত * দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২৬.০৮.২০২৫
ই-নিলামের তারিখঃ ২৭-০৮-২০২৫ দুপুর ১.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিট করে সময় বৃদ্ধি সহ)

মামলার বিবরণঃ

ই-নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলী

১. সম্পত্তিটি সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না এবং বিক্রয়ের জন্য রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (RARC) কর্তৃক সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে। সম্পত্তিগুলি ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন আছে যা আছে'' এবং ''কোনও রিকোর্স নেই'' এর ভিত্তিতে কঠোরভাবে বিক্রি করা হবে।
২. ই-নিলাম RARC-এর অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ARCA EMART PRIVATE LIMITED-এর মাধ্যমে https://Avww. Auctionbazaar.com (ARCA EMART PRIVATE LIMITED-এর ওয়েব পোর্টাল) ওয়েবসাইটে অনুষ্ঠিত হবে। অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম সম্বলিত ই-নিলাম টেন্ডার ডকুমেন্ট এবং অনলাইন ই-নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবেঃ www.rarcl.com এবং https://www.Auctionbazaar ভুট্টা ইচ্ছুক দরদাতারা প্রাসঙ্গিক নথি ডাউনলোড করতে পারেন।
৩. ইচ্ছুক দরদাতাদের একটি বৈধ ইমেল আইডি থাকা আবশ্যক কারণ ই-নিলাম এজেন্সি কর্তৃক অংশগ্রহণ আইডি এবং পাসওয়ার্ড শুধুমাত্র তাদের ইমেল আইডিতে যোগাযোগ করা হবে।
৪. দরদাতাকে ভারতীয় দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ২৯এ এর অধীনে অঙ্গীকারপত্র দাখিল করতে হবে।
৫. আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিআইডি নির্ধারিত ফরম্যাটে ইএমডি রেমিট্যান্সের বিবরণ এবং স্ব-প্রত্যয়িত কেওয়াইসি ডকুমেন্ট (প্যান, আধার কার্ড ইত্যাদি) জমা দিতে হবে এবং তা রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (আরএআরসি) এর অনুমোদিত কর্মকর্তার কাছে ১১ তলা, উত্তর দিক, আরটেক পার্ক, বিপরীত ডব্লিউই হাইওয়ে, গোরেগাঁও (পূর্ব), মুম্বাই -৪০০০৬৩ এবং akshay.a.jadhav@relianceada.corn এবং jayesh.rnore@relianceada.com ইমেলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এরপর অংশগ্রহণ আইডি এবং পাসওয়ার্ড কেবল তাদের ইমেল ঠিকানায় জানানো হবে। বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৬-০৮-২০২৫। যেকোনো কারণে দেরিতে প্রাপ্ত বিড ফর্ম বা ইএমডি গ্রহণ করা হবে না। ইএমডি ছাড়া বিড এবং সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিড বাতিল করা হবে।
৬. নেটওয়ার্ক বিঘ্নের কারণে দরদাতার পক্ষ থেকে কোনও ত্রুটিব্যর্থতার জন্য RARC বা পরিষেবা প্রদানকারী কেউই দায়ী থাকবে না। এই ধরনের ঘটনা এড়াতে, দরদাতাদের বিকল্প পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদির মতো প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৭. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (EMD) RTGS/ NEFT তহবিল স্থানান্তরের মাধ্যমে বর্তমান অ্যাকাউন্ট নং. ০৪০২১১০১০০০০০০৪, ব্যাংকের নামঃ ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, শাখাঃ মুম্বাই, সুবিধাভোগীর নামঃ ''রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড'', IFSC কোডঃ UBIN0590070 এ জমা করা হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে চেক / ডিমান্ড ড্রাফ্ট ইএমডি-এর জন্য গ্রহণ করা হবে না।
৮. বিক্রয়ের বাকি অর্থ চলতি হিসাব নং ৬৫০৮৭১৩১০৫, ব্যাংকের নামঃ ইন্ডিয়ান ব্যাংক। শাখাঃ সান্তাক্রুজ (পশ্চিম), সুবিধাভোগীর নামঃ আইএনবি আরএআরসি ০৩০ট্রাস্ট, আইএফএসসি কোডঃ ০১১৩০০০৮০১০, আরটিজিএস / এনইএফটি-এর মাধ্যমে জমা দেওয়া হবে।
৯. সংরক্ষিত মূল্যের নিচে এবং / অথবা ইএমডি পরিমাণ ছাড়া দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। দরদাতারা তাদের পরবর্তী দরের পরিমাণ ৫০,০০০/- টাকার (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) গুণিতকে বৃদ্ধি করতে পারবেন। একমাত্র দরদাতার ক্ষেত্রে, দরদাতাকে তার দরের পরিমাণ কমপক্ষে এক বর্ধিত বৃদ্ধি করতে হবে।
১০. সফল দরদাতাকে সফল দরদাতার ঘোষণার পরপরই বিডের পরিমাণ/ বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ (ইতিমধ্যে প্রদত্ত বায়না টাকা সহ) প্রদান করতে হবে। সফল দরদাতাকে সফল দরদাতার ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে বিডের পরিমাণ / বিক্রয় মূল্যের ৭৫ শতাংশ জমা দিতে হবে।
১১. যদি সফল দরদাতা উপরে উল্লিখিত বিক্রয়মূল্য জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে পরবর্তী কোনও নোটিশ ছাড়াই ইএমডি সহ সমস্ত জমা বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে। তবে, বাকি ৭৫ শতাংশ পরিশোধের জন্য আরও যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং এটি অনুমোদিত কর্মকর্তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে হবে।
১২. ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, অসফল দরদাতাদের ইএমডির পরিমাণ সুদ ছাড়াই ফেরত দেওয়া হবে।
১৩. অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ তার সর্বোত্তম জ্ঞান, বিশ্বাস এবং রেকর্ড অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন না।
১৪. নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত কর্মকর্তার কোনও পূর্ব নোটিশ বা কোনও কারণ ছাড়াই যেকোন দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার, বিক্রয় স্থগিত / স্থগিত/ বাতিল করার অথবা বিক্রয়ের যে কোনও শর্তাবলী পরিবর্তন করার সম্পূর্ণ অধিকার এবং বিচক্ষণতা রয়েছে।
১৫. দরদাতাদের সম্পত্তির উপর চার্জ / দায় সম্পর্কে বিচক্ষণতার সাথে অনুসন্ধান করা উচিত এবং তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির মালিকানা, পরিমাণ, গুণমান সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে। অনলাইন দরপত্র জমা দেওয়ার পরে সম্পত্তির উপর চার্জ, দায় এবং অন্য কোনও বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে কোনও ধরণের দাবি গ্রহণ করা হবে না।
১৬. সম্পত্তি বিক্রয়ের উপর স্ট্যাম্প শুল্ক / নিবন্ধন ফি সহ যেকোন বকেয়া, পাওনা, কর, আইনগত বা অন্য কোনও চার্জ কেবল ক্রেতা বহন করবে। রক্ষণাবেক্ষণের অন্যান্য বকেয়া, সমিতির অন্যান্য বকেয়া, বিদ্যু বকেয়া বা কোনও কর সফল দরদাতা বহন করবেন এবং কোম্পানি কোনও বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবে না।
১৭. আরও বিস্তারিত জানার জন্য, রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার - রেজোলিউশন, মোবাইল নং ৯১৩৬৯৫৭৬৭৭ এবং অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট - রেজোলিউশন, মোবাইল নং ৮৪২২৯০৫৫৪৫-এর সাথে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
১৮. সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য গ্রহণ এবং সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের পরে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে। বিক্রয় শংসাপত্রটি সফল দরদাতার নামে জারি করা হবে। বিড জমা দেওয়াই-নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনও বিক্রয় শংসাপত্রে নাম পরিবর্তনের অনুরোধ গ্রহণ করা হবে না।

এই বিজ্ঞপ্তিটি সরফেসি আইন এবং পূর্বে প্রণীত বিধিমালার অধীনে ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদারের জন্য ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ নোটিশ হিসেবেও কার্যকর হবে।

অনুমোদিত কর্মকর্তা
রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোং লিমিটেডের জন্য

স্থানঃ হাওড়া
তারিখঃ ১২-০৮-২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **E. E. (E)/Ltg./Z-III, KMC** invites e-Tender online percentage rate two Bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/408
Name of Work: **Installation of street lighting system at Sangeet Sarani (South End Park) and Lake Road in Ward No.-90, Br.-VIII** Estimated Amount: ₹ **2,49,765.03**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/409
Name of Work: **Restoration of damaged earthing of street lighting pole including other allied works at Kankulia Road, Panchanantala Road, Jatin Das Road and surrounding areas in Ward No.-90, Br.-VIII** Estimated Amount: ₹ **2,48,969.04**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **21.08.2025 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Tender (Technical) opening date: **21.08.2025 at 4 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **12.08.2025 from 5 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2).
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-26/394
Name of Work: **Renovation of street lighting system and allied electrical works at Gobra Burial Ground No.-1 in Ward No.-59, Br.-VII.** Estimate Amount: ₹ **4,99,057.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/395
Name of Work: **Supply of services of electrical system for operation and maintenance at Lansdowne KMC Market in Ward No.-72, Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **3,94,200.00**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **365 days**.
(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/400
Name of Work: **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of DG set and electrical system at R.I. Project at 36 Ballygunge Circular Road and allied Health Units under Br.-VIII, Institution.** Estimate Amount: ₹ **4,93,440.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **365 days**.
(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/401
Name of Work: **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of electrical installation at various Ward Health Units and NUHM Centre at different Wards under Br.-VIII & 118 Hazra Road Br.-IX.** Estimate Amount: ₹ **4,93,440.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **365 days**. Last date and time of submission of Bid: **22.08.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 3 to 6). Bid opening date for Technical Proposals (Online): **22.08.2025 – 2.30 p.m.** (For Sl. No. 3 to 6). The bid forms and other details are available on and from **08.08.2025 (6 p.m.)** (For Sl. No. 3 to 6).
(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/326
Name of Work: **Improvement of street lighting system at Taratala Road, Hide Road & other places in Ward No.-80.** Estimated Amount: ₹ **4,98,799.61**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.**
(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/392
Name of Work: **Urgent restoration of street light pole dashing by heavy vehicle at Taratala Road & Hide Road in Ward No.-80.** Estimated Amount: ₹ **2,73,182.78**. Earnest Money: ₹ **5,500.00.**
(9) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/411
Name of Work: **Repairing of street lighting system at Pratapadity Road, Tollygunge Road and other surrounding roads in Ward No.-88.** Estimated Amount: ₹ **1,98,178.16**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(10) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/412
Name of Work: **Renovation of street lighting system at Bawali Mondal Road, Bhabananda Road and other different places in Ward No.-88.** Estimated Amount: ₹ **2,97,508.63**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**
(11) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/397
Name of Work: **Miscellaneous repairing of street lighting system at paddmapukur East Lane, Durga Das Lane and other places in Ward No.-76.** Estimated Amount: ₹ **1,49,827.44**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.**
(12) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/410
Name of Work: **Repairing of street lighting system at Dr. Sudhir Bose Road, Harisava Street & other places in Ward No.-77.** Estimated Amount: ₹ **1,50,454.65**. Earnest Money: ₹ **3,100.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 7 to 12). Last date and time of completion of Bid: **22.08.2025 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 7 to 12). Tender (Technical) opening date: **22.08.2025 at 4 p.m.** (For Sl. No. 7 to 12). The bid forms and other details are available on and from **12.08.2025 from 2 p.m.)** (For Sl. No. 7 to 12). For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 12). Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. (For Sl. No. 7 to 12).

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-VI, KMC** invites e-Tender online Two Bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/EE_E/Z-VI/126/21/25-26 (1st Call)
Name of Work: **Interim lighting arrangement at five nos. pond ghats for immersion of Goddess Durga, Laxmi, Kali, Chhath, Jagadhatri Puja and Sabarna Para Heritage Durga Puja in Ward No.-126.** Estimated Amount: ₹ **1,49,585.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **42 days**.
(2) NIT No.: KMC/EE_E/Z-VI/126/OM/9/25-26 (1st Call)
Name of Work: **Operation and maintenance work of street lighting system at K.M. Road, S.H. Lane, Talpukur Road etc. in Ward No.-126.** Estimated Amount: ₹ **3,98,142.00**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **365 days**.
(3) NIT No.: KMC/EE_E/Z-VI/125/18/25-26 (1st Call)
Name of Work: **Interim lighting arrangement at seven nos. pond ghats for immersion of Goddess Durga, Laxmi, Kali, Chhath, Jagadhatri Puja in Ward No.-125.** Estimated Amount: ₹ **1,47,630.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **42 days**. Last date and time of submission of Bid: **20.08.2025 – 3 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Bid opening date & time for Technical proposals (Online): **22.08.2025 – 3 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **12.08.2025 – 6 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **C.M.E. (SWM), KMC** invites e-Tender percentage rate basis two bid systems for the following works:
(1) NIT No.: KMC/SWM-I/IMR/BR-4/25-26
Name of Work: **Engagement of manpower for removal of immersion waste during Durga Puja and other puja festivals from different Ghats of River Hooghly within the jurisdiction of Borough-IV of KMC for the year 2025.** Estimated Amount: ₹ **1,25,829.00**. Earnest Money: ₹ **2,600.00.**
(2) NIT No.: KMC/SWM-I/IMR/BR-9/25-26
Name of Work: **Engagement of manpower for removal of immersion waste during Durga Puja and other puja festivals from different Ghats of River Hooghly within the jurisdiction of Borough-IX of KMC for the year 2025.** Estimated Amount: ₹ **4,19,430.00**. Earnest Money: ₹ **8,500.00.**
(3) NIT No.: KMC/SWM-I/IMR/BR-15/25-26
Name of Work: **Engagement of manpower for removal of immersion waste during Durga Puja and other puja festivals from different Ghats of River Hooghly within the jurisdiction of Borough-XV of KMC for the year 2025.** Estimated Amount: ₹ **3,14,572.50**. Earnest Money: ₹ **6,500.00.**
(4) NIT No.: KMC/SWM-I/IMR/BR-71316/25-26
Name of Work: **Engagement of manpower for removal of immersion waste during Durga Puja and other puja festivals from different ponds within the jurisdiction of Borough-VII, XIII & XVI of KMC for the year 2025.** Estimated Amount: ₹ **1,86,186.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(5) NIT No.: KMC/SWM-I/IMR/BR-12/25-26
Name of Work: **Engagement of manpower for removal of immersion waste during Durga Puja and other puja festivals from different ponds within the jurisdiction of Borough-XII of KMC for the year 2025.** Estimated Amount: ₹ **3,36,055.50**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Time of Completion: **27 days** (For Sl. No. 1 to 7). Last date and time of submission of Bid: **26.08.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 5). Tender (Technical proposal) will be opened on: **28.08.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **14.08.2025 (2.05 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 5). The websites **https://wbtenders.gov.in** & **www.kmcgov.in** (For Sl. No. 1 to 5).

The **Controller/ICMP (Supply), Exe. Engr., KMC** invites e-tender online two bid system for following work:
NIT No.: KMC/SUPPLY/REP-06/2025-2026
Name of Work: **Renovation of Fabrication Yard and repairing of damaged godowns at Central Store premises under Supply Department.** Estimated cost: ₹ **2,73,043.00**. Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **21days.** Last date and time of submission of Bid: **22.08.2025 – 5 p.m.** Bid opening date & time for technical proposal: **25.08.2025 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **12.08.2025 – 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in** **(851/25-26)**

অফবিট

গান শুনিয়ে ‘স্নান’ করিয়ে স্ট্রেস দূর করা হবে অফিসের কর্মীদের!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

একসময় বিভিন্ন থেরাপিকে শুধুই যোগা রিট্রিট বা আধ্যাত্মিক ওয়ার্কশপের অংশ হিসেবে দেখা হত, সেটাই এখন ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে কর্পোরেট ভারতের ওয়েলনেস প্রোগ্রামগুলিতে। আইটি থেকে শুরু করে ডিজাইন, বিভিন্ন খাতে কাজ করা সংস্থাগুলি এখন কর্মীদের মানসিক সুস্থতার জন্য নির্ধারিত ‘সাউন্ড বাথ’ সেশন আয়োজন করছে। কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যে সচেতনতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে, তার মধ্যেই এই থেরাপি এখন পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্পোরেট ক্যালেন্ডারে ঠাঁই পাচ্ছে। বাজেট বরাদ্দ হচ্ছে, এবং এই সেশনগুলি একটি স্থায়ী উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

● কী এই ‘সাউন্ড বাথ’ সেশন?

সেশনে থেরাপিস্টরা হিমালয়ান সিংগিং বাউল, গং, বাঁশের রেইনস্টিক, ওশান ড্রাম, টিউনিং ফর্ক এবং কালিম্বা (একটি আফ্রিকান বাদ্যযন্ত্র) ব্যবহার করেন। অংশগ্রহণকারীরা সাধারণত ম্যাটে বসে বা শুয়ে থাকেন, চোখ বন্ধ থাকে, এবং বিভিন্ন স্তরের সুর-শব্দের আবরণে ধীরে ধীরে পৌঁছে যান গভীর শিথিলতার স্তরে। সেশন শুরুর আগে ছোট্ট একটি ব্রিফিং হয়, শেষে হয় কখনও আলোচনা, আবার কখনও টিম-বিল্ডিং অ্যাক্টিভিটির মতো সংগঠিত প্রয়াস। বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, দিল্লি, চেন্নাই এবং মুম্বইয়ের মতো বড় শহরগুলিতে এখন এই থেরাপির চাহিদা বাড়ছে। মানবসম্পদ বিভাগগুলি পেশাদার থেরাপিস্টদের নিয়ে এসে এই ধরনের সেশন করাচ্ছে, বিশেষ করে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ এবং তাঁদের টিমের জন্য। সাধারণত ৪৫ মিনিটের একটি গ্রুপ সেশন, যা অফিস প্রাঙ্গণেই বা কোনও পার্টনার ওয়েলনেস স্টুডিওতে হয়, তার খরচ পড়ছে ২৫ হাজার থেকে ৪৫ হাজার টাকার মধ্যে। খরচ নির্ভর করে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, যন্ত্রপাতির ধরন এবং কাস্টমাইজেশনের মাত্রার উপর। হায়দরাবাদের দ্য হিলিং ফ্রিকুয়েন্সি-র সহ-প্রতিষ্ঠাতা জুহি রেড্ডি বলছেন, ‘‘আমরা কিছু কাস্টম ওয়েলনেস অ্যাড-অন অফার করি।’’ কেউ কেউ মাসে একবার এই সেশন করায়, কেউ আবার রেকর্ড করা গাইডেড মেডিটেশন নেয়, যা কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ইনিশিয়েটিভের সঙ্গে ব্র্যান্ডেড থাকে। সাধারণত এগুলি ছোট বিরতির সময় ব্যবহার হয়, বা কোম্পানির ইন্টারনাল অ্যাপে আপলোড করে দেওয়া হয় মানসিক স্বাস্থ্য কৌশলের অংশ হিসেবে। বেঙ্গালুরুর এক প্রযুক্তি সংস্থার এইচআর প্রধান অশ্বিন রাও বলেন, ‘‘আমাদের টিমের সদস্যরা দিনের বেশিরভাগ সময় স্ক্রিনের সামনে কাটান, কড়া সময়সীমা মেনে কাজ করেন। এই প্রথমবার আমরা তাঁদের এমন একটি ঘর দিলাম, যেখানে কোনও সমস্যা মেটাতে নয়, শুধুই উপস্থিত থাকতে বলা হল। সবাই উপভোগ করেছে।’’ যদিও অফিসের স্ট্রেসই এই থেরাপির মূল চাহিদার উৎস, তবে মনোবিদ এবং চিকিৎসকেরা বলছেন, এর আরও অনেক আবেগজনিত ও মানসিক উপকারিতা রয়েছে। মনোবিদ অনিতা রাও বলছেন, ‘‘সুর ধীরে ধীরে ব্রেনকে পরিষ্কার ভাবনার দিকে নিয়ে যেতে পারে, বিশেষ করে যখন মনে ভীষণ চাপ থাকে। এক নিঃশব্দ পরিবেশ আর সুরের মেলবন্ধন একসঙ্গে আবেগগত ভার যেমন রাগ বা দুঃখকে প্রকাশের সুযোগ দেয়, যা সাধারণত চাপে চটজলদি চাপা পড়ে যায়। এই থেরাপি কোনও সমস্যা মেটানোর নয়, বরং মনের নিজস্ব গঠনকে সুযোগ দেওয়ার।’’ চণ্ডীগড়ের ইনস্টিটিউট অব সাউন্ড হিলিং-এর প্রতিষ্ঠাতা ডা. সন্দীপ জ্যোত জানাচ্ছেন, গত তিন বছরে ভারতে এই চাহিদা ব্যাপক বেড়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখন ৫০০-রও বেশি সাউন্ড থেরাপি প্র্যাকটিশনার কাজ করছেন। তাঁর নিজের কাজ ছড়িয়ে আছে মুম্বই থেকে দিল্লি-এনসিআর পর্যন্ত। এই সাউন্ড থেরাপি ধীরে ধীরে কর্পোরেট গণ্ডি ছাড়িয়ে এখন বিভিন্ন ব্যক্তিগত মুহূর্তেও প্রবেশ করছে। বিশেষ জন্মদিনের পার্টি, কিংবা বিয়ের আগে বন্ধুবান্ধবদের ছোট্ট জমায়েতে, এখন মাঝে মাঝে হিমালয়ান বাউলের মৃদু ধ্বনি চটকদার পার্টি মিউজিককে সাময়িক বিরতি দিচ্ছে। বিশাখাপত্তনমের রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট ডা. সুমন দাস বলছেন, সাউন্ড থেরাপিকে সরাসরি কোনও রোগের ওষুধ হিসেবে না দেখতে। তবে তিনি মানেন, ‘‘প্যালিয়েটিভ কেয়ারে, রোগী ও কেয়ারগিভার - দু’জনেরই দীর্ঘস্থায়ী মানসিক ক্লান্তি থাকে। সাউন্ড থেরাপি আবেগকে বেরিয়ে আসার পরিবেশ তৈরি করে দেয়। শোককে মোকাবিলা করতে প্রয়োজন স্থিরতা, আর শব্দ সেই জায়গা তৈরি করে দিতে পারে।’’

রাস্তায় একটাও কুকুর থাকবে না! সমস্ত পথকুকুরদের সরানোর ‘সুপ্রিম’ নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্টঃ রাজধানীতে পথকুকুরের কামড়ের আতঙ্ক, বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। অবিলম্বে দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকার সব পথকুকুরকে লোকালয় থেকে সরানোর নির্দেশ। কোনও পশুপ্রেমী, সংস্থা এই নির্দেশের বিরোধিতা করলে কড়া ব্যবস্থা নেবে শীর্ষ আদালত। কেন্দ্র ছাড়া এই মামলায় অন্য কারও আবেদন শুনবে না বলেই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সম্প্রতি দিল্লিতে কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক আতঙ্ক ছড়ায়। কুকুরের কামড়ে আহতও হন বেশ কয়েকজন, আহতদের মধ্যে শিশু ও প্রবীণ নাগরিক বেশি। এ দিন সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি আর মহাদেবন এই মামলা শোনেন এবং সমস্ত পথকুকুরদের দিল্লি-এনসিআর এলাকার আবাসিক অঞ্চল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদি কোনও সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান বাধা দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলেই হুঁশিয়ারি দিয়েছে শীর্ষ আদালত। জনস্বার্থে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে বলেই নির্দেশে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ‘কয়েকজন পশুপ্রেমীর জন্য শিশুদের জীবন যেন বিপদে না পড়ে’, পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের।

লাভের মুখ দেখলেও মূল ব্যবসা থেকে আয় কমেছে ব্যাঙ্কগুলোর

চিন্তা বাড়াচ্ছে দেশের অর্থনীতি!

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্টঃ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে কিছুটা হলেও লাভের মুখ দেখল দেশের সরকারি ব্যাঙ্কগুলো। ব্যাঙ্কগুলো লাভের মুখ দেখলেও দেশের অর্থনীতি নিয়ে চিন্তায় বিশেষজ্ঞ মহল। কারণ, তাঁরা বলছেন ব্যাঙ্কগুলো লাভের মুখ দেখলেও তাদের মূল যে ব্যবসা, সেখান থেকে আয় বাড়েনি তাদের। অথচ, রেপো রেট কমানো থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কগুলোর আয় বাড়ানোর জন্য একাধিক পদক্ষেপ করেছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। তথ্য বলছে, দেশের ১২টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এই ত্রৈমাসিকে লাভের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৪ হাজার ২১৮ কোটি টাকা। যা গত বছরের তুলনায় ১১ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে শুধুমাত্র স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার লভ্যাংশই দাঁড়িয়েছে ১৯ হাজার ১৬০ কোটি টাকায়। যা মোট পরিমাণের প্রায় ৪৩ শতাংশ। ব্যাঙ্কের মূল ব্যবসা অর্থাৎ, ঋণ থেকে ব্যাঙ্কের আয় না বাড়লে এই এত পরিমাণ অর্থ লভ্যাংশ হিসাবে এল কোথা থেকে? বিশেষজ্ঞ মহল বলছে, ব্যাঙ্কগুলো পরিষেবা বাবদ খরচ বাড়ানোর ফলে ও অনুপাদক সম্পদ কমানোয় জোর দেওয়ার কারণেই বেড়েছে ব্যাঙ্কগুলোর লাভের অঙ্ক। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার ব্যবসা থেকে আয় কমেছে বাঙ্কগুলোর। ঋণের ক্ষেত্র থেকে আয় না বাড়ার অর্থ হল, দেশে ঋণের চাহিদা কমেছে। আর শিল্প বা খুচরো ব্যবসা বা বিভিন্ন ধরণের লোনের পরিমাণ বাড়ার অর্থ হল দেশের অর্থনীতির গতি বৃদ্ধি পাওয়া। তবে, একটি ত্রৈমাসিকের ফলাফল দেখে গোটা অর্থবর্ষে কী হতে চলেছে তা বোঝা কখনই সম্ভব নয়। ফলে, দেশের অর্থনীতি ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তা অবশ্যই সময় বলবে।

৬ মাসে উদ্ধার হয়েছে লক্ষাধিক চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন

ফোন হারালে ভরসা এই অ্যাপই!

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্টঃ এই বছরের ১৭ জানুয়ারি আত্মপ্রকাশ করেছিল সঞ্চার সাথী অ্যাপ্লিকেশন। আর সেই আত্মপ্রকাশের মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই গোটা দেশজুড়ে হইচই ফেলে দিয়েছে এই অ্যাপ। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর তথ্য বলছে গত ৬ মাসে এই অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড হয়েছে ৫০ লক্ষের বেশি। ভারত সরকারের টেলিকমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট বা ডিওটি-এর একটি উদ্যোগ হল এই সঞ্চার সাথী অ্যাপ্লিকেশন। ইংরেজি, হিন্দি সহ দেশের মোট ২৩টি ভাষায় এই অ্যাপ কাজ করে। আর এই অ্যাপ গত ৬ মাসে প্রায় ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার হারিয়ে যাওয়া ও চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন খুঁজে বের করেছে। হারানো ফোন খুঁজে পাওয়া ছাড়াও একাধিক কাজ করা যায় এই অ্যাপের মাধ্যমে। কোনও গোলমেলে ফোন বা মেসেজ রিপোর্ট করা যায় এই অ্যাপের মাধ্যমে। কোনও ব্যক্তি তাঁর নামে রেজিস্টার্ড ফোন নম্বরের সংখ্যা চেক করতে পারেন এই অ্যাপের মাধ্যমে। এ ছাড়াও চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন ব্লক ও তা খুঁজেও পেতে পারেন। এ ছাড়াও কোনও ফোন আসল নাকি নকল, তাও জানা যায় এই অ্যাপে। ২০২৫ সালে এই অ্যাপ লঞ্চ হলেও, সঞ্চার সাথী পোর্টাল লঞ্চ হয়েছে ২০২৩ সালে। এই ওয়েবসাইট লঞ্চ হওয়ার পর থেকে ১ কোটির বেশি অননুমোদিত ফোন নম্বর বন্ধ হয়েছে। এ ছাড়াও এই অ্যাপের চক্ষু ফিচারের মাধ্যমে ২৯ লক্ষ নম্বর মার্ক করাও হয়েছে।

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
রেজি. অফিসঃ ৯ ফিয়ার্স চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন নং.ঃ (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪, ফ্যাক্স নং.ঃ (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫
ইমেলঃ corp@duroply.com, ওয়েবসাইটঃ www.duroply.in
সিআইএনঃ এল২০২১১ডব্লুবি১৯৫৭পিএলসি০২৩৪৯৩

দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (‘‘আইন’’) এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ অনুসারে, কোম্পানি (‘‘ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন’’) বিধি, ২০১৪ (ব্যবস্থাপনা বিধি) এর ২০ এবং ২২ নং বিধি এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, যার মধ্যে আপাতত বলবৎ কোনও বিধিবদ্ধ পরিবর্তন (গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন (গুলি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সাধারণ সভা সম্পর্কিত সচিবালয় স্ট্যান্ডার্ড (‘‘এসএস-২’’) এর বিধানগুলি কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (‘‘এমসিএ’) দ্বারা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সাধারণ সভা আয়োজন / পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য নির্ধারিত নির্দেশিকা সহ পঠিত হয়েছে। এমসিএ এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (‘‘এসইবিআই’’) (সার্কুলার) দ্বারা জারি করা বিভিন্ন সাধারণ বিজ্ঞপ্তি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাবদ্ধকরণ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪৪ নং নিয়ম অনুসারে, ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (‘কোম্পানি’) এর সদস্যদের দূরবর্তী মাধ্যমে ডাক ব্যালটের মাধ্যমে অনুমোদন চাওয়ার জন্য এর যেকোনো সংশোধনী (এসইবিআই তালিকাভুক্তি প্রবিধান) সহ। ৩১ জুলাই, ২০২৫ তারিখের ডাক ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিতে (‘‘ডাক ব্যালট নোটিশ’’) উল্লেখিত ব্যবসা (গুলি) পরিচালনার জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিং প্রক্রিয়া (‘‘দূরবর্তী ই-ভোটিং’’)।

উপরে উল্লিখিত সার্কুলার অনুসারে, ডাক ব্যালট নোটিশ সোমবার, ১১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ইমেলের মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (‘‘আরটিএ’’)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত এবং যাদের নাম সদস্যদের নিবন্ধন / বেনিফিশিয়াল মালিকদের নিবন্ধনে, শুক্রবার, ১ আগস্ট, ২০২৫ (‘‘কাট-অফ তারিখ’’) তারিখে প্রদর্শিত হয়েছে।

পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.duroply.in, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com এবং ই-ভোটিং এজেন্সি- সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাবে।

এমসিএ সার্কুলারের বিধান অনুসারে, সদস্যরা কেবল রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। সদস্যদের ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের সম্মতি বা ভিন্নমত প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অতএব, এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক উত্তর খাম পাঠানো হয়নি।

কোম্পানিটি তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (‘সিডিএসএল’) এর পরিষেবা নিয়োগ করেছে। রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদান মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট, ২০২৫ সকাল ০৯:০০টা (আইএসটি) তে শুরু হবে এবং বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ০৫:০০টা (আইএসটি)-তে শেষ হবে। এরপর ভোটদান ইলেকট্রনিক মডিউলের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য বন্ধ থাকবে এবং সেই অনুযায়ী, ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না।

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ ঘোষিত ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.duroply.in এবং সিডিএসএল এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এ পাওয়া যাবে এবং বিএসই-কে অবহিত করা হবে।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন / অভিযোগের জন্য, আপনি www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সাহায্য বিভাগের অধীনে দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে কল করতে পারেন। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩-এর কাছে পাঠাতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে কল করতে পারেন।

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
(কোমল ধ্রুব)
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ আগস্ট ১১, ২০২৫

VEDIKA CREDIT CAPITAL LIMITED
(CIN : U67120WB1995PLC069424)
Regd Office: Chhota Kanthalia, North 24 Parganas, West Bengal- 700121, India
Tel: 9135001217, 18001236018 (Toll free), **Website:** www.teamvedika.com

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(Amount in Rs. In lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2025 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2025 (Audited)	Quarter ended June 30, 2024 (Unaudited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)
1	Total Income from Operations	6367.71	6901.39	6304.90	26555.46
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional, and/or Extraordinary items)	1156.57	378.05	1309.19	4109.51
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1156.57	378.05	1309.19	4109.51
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	877.47	373.27	981.90	3078.19
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	877.47	373.27	981.90	3078.19
6	Paid up Equity Share Capital	3709.52	3709.52	3709.52	3709.52
7	Security Premium Account	14867.60	14867.60	14867.60	-
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	10743.52	9866.06	7956.45	24733.65
9	Net worth	29320.64	28443.17	26533.57	28443.17
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	97438.38	98003.06	89873.04	98003.06
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NIL	NIL	NIL	NIL
12	Debt Equity Ratio	3.32	3.45	3.39	3.45
13	Annualized Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	2.37	1.01	2.65	8.30
	2. Diluted:	2.37	1.01	2.65	8.30
14	Capital Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
15	Debenture Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
16	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
17	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Figures for the quarter ended are not annualized.

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial statements filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange i.e. BSE Limited and can be accessed on the websites of the BSE Limited **www.bseindia.com** and website of the company.

For and on behalf of the Board of Directors
Vedika Credit Capital Limited
Vikram Jain
(Whole Time Director)
DIN: 00367570

Place : Ranchi
Date : 12 August 2025

SAI/2025/03

CHANGE OF NAME

I, Hasina Khatun W/o Shaik Ishaque Residing at J-5/26, New Fakir Para, P.o - Santoshpur (Maheshtala), District - South 24 Parganas, Pin - 700142, West Bengal India shall henceforth be known as Hasina Begum. I declare that Hasina Khatun and Hasina Begum is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-08-2025.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Latif Abdul Moid son of Abdul Moid, residing at 63, Shakespeare Sarani, Circus Avenue, Kolkata – 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Latif as declared before the Notary Public vide affidavit No. 05/2025 at Kolkata dated 08/08/2025. Abdul Latif Abdul Moid and Abdul Latif both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Feroza Begum wife of Abdul Moid, residing at 63, Shakespeare Sarani, Circus Avenue, Kolkata – 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Firoza Begum as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 06/2025 dated 08/08/2025. Feroza Begum and Firoza Begum both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Tabibur Rahman (Old Name) S/o Late Sk. Azizar Rahaman Residing at Vill - Ishwarigachha,P.o - Baduria, P.s - Baduria District-North 24 Parganas, Pin- 743401 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Tabibar Rahaman (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Basirhat, vide affidavit no 51 Dated 05-10-2021. I declare that Sk Tabibur Rahman (Old Name) and Sk Tabibar Rahaman (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Suparna Das (Old Name) W/o Ajahar Uddin Surendranath Bhunia Residing at Molla Para, Raigachi, Rajarhat, District - North 24 Parganas, Pin - 721434 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Suparna Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 16 Dated 11-08-2025. Suparna Das (Old Name) and Suparna Begum (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, PRABIR KUMAR NASKAR, S/O: DULAL NASKAR (as per Passport No- R7662253), residing at Vill- Tapna, P.O- Balakhali, P.S- Bishnupur, Dist- South 24 Parganas, Pin- 743503, W.B. have changed my name and shall henceforth be known as PRABIR NASKAR (as per Voter Id- WB/18/110/030541, Aadhaar No- 6005 9803 5526, Pan no- BPJPN795797Q) PRABIR KUMAR NASKAR (OLD NAME) and PRABIR NASKAR (NEW NAME) Both is same one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-08-25.

CHANGE OF NAME

I, Ahed Mondal S/o Late Tacher Mondal Residing at Vill - Meherpur, P.o - Mediahat, P.s - Gopalnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743262, West Bengal India shall henceforth be known as Ahed Ali Mondal. I declare that Ahed Mondal and Ahed Ali Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-08-2025.

CHANGE OF NAME

I, Md Murtaza Ali S/o Md Shoukat Mia Residing at Mughal Patti Road Jamuria Hat, P.s - Jamuria, District - Paschim Barddhaman, Pin - 713336, West Bengal India shall henceforth be known as Md Murtuza Ali. I declare that Md Murtaza Ali and Md Murtuza Ali is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-08-2025.

CHANGE OF NAME

I, Tapashi Roy D/o Late Gobinda Ballav Roy Residing at AB-29, Flat-E3, Atal Abash, D. B Nagar, P.o+P.s - Baguiati Rajarhat Gopalpur (M), District - North 24 Parganas, Pin - 700059, West Bengal India shall henceforth be known as Tapashi Bhattacharyya. I declare that Tapashi Roy and Tapashi Bhattacharyya is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-08-2025.

CHANGE OF NAME

I, Shani Khatoon Mahammad W/o Idrish Mahammad Residing at Dharampur Dangal Para, Burnpur, P.s - Hirapur, District - Paschim Barddhaman, Pin - 713325, West Bengal India shall henceforth be known as Sahani Khatoon Mahammad. I declare that Shani Khatoon Mohammad and Sahani Khatoon Mahammad is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-08-2025.

CHANGE OF NAME

I, Idrish Mohammad S/o Late Abdul Rahman Residing at Dharampur Dangal Para, Burnpur, P.s - Hirapur, District - Paschim Barddhaman, Pin - 713325, West Bengal India shall henceforth be known as Idrish Mahammad. I declare that Idrish Mohammad and Idrish Mahammad is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-08-2025.

Name Change

I , Kohinur Bibi (Old Name) W/O–Esrafil Sk resident of Vill- Samserganj , Po-Dhuliyan , Ps- Samserganj, Dist-Jangipur , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Kohinur Bibi to Kohinur Khatun and henceforth I shall be known as Kohinur Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the 1st class Magistrate affidavit Jangipur court on 28/02/2020. My name Kohinur Khatun & Kohinur Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Ekramul Hoque (Old Name) S/O–Md Amir Husain resident of Vill- Krishnapur , Po-Bahadurpur , Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my name from Md Ekramul Hoque to Md Ekramul Haque Ansari and henceforth I shall be known as Md Ekramul Haque Ansari (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My name Md Ekramul Haque Ansari & Md Ekramul Hoque both are same and one identical person.

Name Change

I, Feroza Begum wife of Abdul Moid, residing at 63, Shakespeare Sarani, Circus Avenue, Kolkata – 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Firoza Begum as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 06/2025 dated 08/08/2025. Feroza Begum and Firoza Begum both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Anamul Hoque (Old Name) S/O–Harun Rashid resident of Vill- Gobindaganj , Po- Bangitola, Ps-Mothabari , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732207 do hereby declared that I have changed my name from Md Anamul Hoque to Md Enamul Hoque and henceforth I shall be known as Md Enamul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My name Md Enamul Hoque & Md Anamul Hoque both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdul Latif Abdul Moid son of Abdul Moid, residing at 63, Shakespeare Sarani, Circus Avenue, Kolkata – 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Latif as declared before the Notary Public vide affidavit No. 05/2025 at Kolkata dated 08/08/2025. Abdul Latif Abdul Moid and Abdul Latif both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Salahuddin Sk (Old Name) S/O–Md Yusuf Sk resident of Vill-Pulinda , Po- Pulinda , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Md Salahuddin Sk to Md Salauddin and henceforth I shall be known as Md Salauddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My name Md Salauddin & Md Salahuddin Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Jumsar Sekh (Old Name) S/O–Ali Hossain Sekh resident of Vill- Sundipur , Po- Sundipur , Ps- Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my name from Jumsar Sekh to Jumar Ali and henceforth I shall be known as Jumar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My name Jumar Ali & Jumsar Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Rafikul Islam Sk (Old Name) S/O–Abdus Sattar resident of Vill- Pulinda , Po- Pulinda , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742134 do hereby declared that I have changed my name from Rafikul Islam Sk to Rafikul Islam and henceforth I shall be known as Rafikul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My name Rafikul Islam & Rafikul Islam Sk both are same and one identical person.

Name Change

I , Janab Abdul Kadir Sk (Old Name) S/O–Abdul Rashid Sekh resident of Vill-Darjipara , Po-Bolpur , Ps- Bolpur , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731204 do hereby declared that I have changed my name from Janab Abdul Kadir Sk to Janab Aabdul Kadir Seikh and henceforth I shall be known as Janab Aabdul Kadir Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My name Janab Aabdul Kadir Seikh & Janab Abdul Kadir Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Syed Abdur Rezi (Old Name) S/O–Syed Abdur Rezeak resident of Vill- Jambuni Madrasa Para , Po-Bolpur , Ps-Bolpur , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731204 do hereby declared that I have changed my name from Syed Abdur Rezi to Syed Abdur Razey and henceforth I shall be known as Syed Abdur Razey (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My name Syed Abdur Razey & Syed Abdur Rezi both are same and one identical person.

Name Change

I, Esrafil Sekh (Old Name) S/O–Fajlul Haque resident of Vill- Samserganj , Po-Dhuliyan , Ps- Samserganj , Dist-Jangipur , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Esrafil Sekh to Esrafil Sk and henceforth I shall be known as Esrafil Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My name Esrafil Sk & Esrafil Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Sujauddin Mondal (Old Name) S/O–Sumeruddin Mondal resident of Vill- Sundalpur , Po-Chhaighari , Ps-Daulatabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Sujauddin Mondal to Saijuddin Mondal and henceforth I shall be known as Saijuddin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My name Saijuddin Mondal & Sujauddin Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Baharul Sk & Baharul Sk Alias Baharuddin Sekh (Old Name) S/O– Idrish Seikh resident of Vill- Munigram , Po- Nabadurga, Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742168 do hereby declared that I have changed my name from Baharul Sk & Baharul Sk Alias Baharuddin Sekh to Baharuddin Sekh and henceforth I shall be known as Baharuddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My name Baharuddin Sekh & Baharul Sk & Baharul Sk Alias Baharuddin Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Ahasan Ali (Old Name) S/O–Hazi Eyasin resident of Borbona Najirchak , Nashipur Balagachi , Ps- Ranitala, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742135 do hereby declared that I have changed my name from Ahasan Ali to Ehesan Ali and henceforth I shall be known as Ehesan Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My name Ehesan Ali & Ahasan Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Murshida Bibi (Old Name) W/O– Md Ashadullah resident of Vill & Po-Jhunka , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Murshida Bibi to Laila Bibi and henceforth I shall be known as Laila Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My name Laila Bibi & Murshida Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Janab Aabdul Rasid Sk (Old Name) S/O–Jaleel Saiekh resident of Vill-Darjipara , Po-Bolpur , Ps- Bolpur , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin- 731204 do hereby declared that I have changed my name from Janab Aabdul Rasid Sk to Abdul Rasid Sekh and henceforth I shall be known as Abdul Rasid Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My name Abdul Rasid Sekh & Janab Aabdul Rasid Sk both are same and one identical person.

রেল লাইনের উপর থেকে দুই নাবালিকা ও এক মহিলার দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১১ আগস্ট ঃ রেল লাইনের উপরে শায়িত অবস্থায় দুই নাবালিকা ও এক মহিলার দেহ উদ্ধার। তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়। গভীর রাতে পুরুলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুরি-চান্ডিল শাখার সুইসা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। রেল লাইনের মধ্যে শায়িত অবস্থায় অজ্ঞাত পরিচিত ও তিনটি দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক ভাবে অনুমান, ধারাল অস্ত্র দিয়ে ও শ্বাসরোধ করে খুনের পর দেহ রেল লাইনের উপর ফেলে যাওয়া হয়েছে। তাদের শরীর কোনও রেলের আঘাতের চিহ্ন নেই। গতকাল গভীর রাতে একটি ট্রেনের লোকো পাইলট প্রথম দেখতে পান মৃতদেহগুলিকে।

খবর পেয়ে জিআরপি গিয়ে দেহ তিনটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। দেহ তিনটির নাম পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে রেল পুলিস। কীভাবে দেহগুলি এখানে এল? এর পেছনে কী রহস্য রয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিস। ঘটনাস্থল থেকে ঝাড়খন্ডের দূরত্ব ২৩ কিলোমিটার। তবে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, একজনের বয়স ৯ /১০, একজনের ১৩/১৪ এবং একজনের ৩৫/ ৩৬ বছর।

স্পার আড়ালে মধুচক্র চালানোর অভিযোগ, এক তরুণী-সহ গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় একটি মলের ভেতরে স্পার আড়ালে মধুচক্রের পর্দা ফাঁস করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এক তরুণী-সহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতরা বিবেক কুমার মাহাতো এবং আকৃতি গুরুং। বিবেক কুমার মাহাতো শিলিগুড়ির বাসিন্দা এবং আকৃতি গুরুং দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা। জানা গেছে, রবিবার মাটিগাড়া থানার পুলিশ খবর পায় যে মলের ভেতরে একটি স্পা-তে মধুচক্র চলছে। গোয়েন্দা বিভাগ এবং মাটিগাড়া থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালীন পুলিশ এক যুবক এবং এক যুবতীকে আপত্তিকর অবস্থায় পায়, এরপর পুলিশ তাদের দুজনকেই গ্রেফতার করে। অভিযুক্ত উভয়কেই সোমবার শিলিগুড়ি আদালতে হাজির করা হয়। পুলিশ পুরো বিষয়টি তদন্ত করছে।

কেরলে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল আলিপুরদুয়ারের যুবকের, শোকের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১১ আগস্ট ঃ কেরলে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল বঙ্গের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃত শ্রমিকের নাম আবুল হোসেন, বয়স ২৭ বছর। জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার ফালাকাটা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজ পাড়ায় বাড়ি ওই যুবকের। গত ২৭ জুলাই কেরলে কাজ করতে যান ওই যুবক। সেখানে রং মিস্ত্রির কাজ করতেন। শুক্রবার কেরলের কত্তাকাল থানার অধীন একটি ঝোপ থেকে আবুল হোসেনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ইতিমধ্যেই ওই যুবকের পরিবার কেরলে গিয়ে মৃতদেহ সনাক্ত করেছে। রবিবার সেখানেই আবুলের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। পরিবার খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে। মাত্র কয়েকদিন আগে কেরলে কাজ করতে গিয়ে এমন রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় ঘোর সন্দেহ পরিবারের। মৃত যুবকের কাকা আমিনুল হক বলেন, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে বলে জানতে পেরেছি আমরা। এটি একটি খুনের ঘটনা। কারা ওকে খুন করল, তা তদন্ত করছে পুলিশ। আমরা ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দাবি করছি। এদিকে, আবুলের মৃত্যুর বিষয়টি জানাজানি হতেই ফালাকাটায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শুভব্রত দে রবিবার ওই পরিবারে গিয়ে মৃত যুবকের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। ফালাকাটা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ভগীরথ মণ্ডল বলেন, পরিবারটি খুবই দরিদ্র। আমরাও খোঁজখবর নিচ্ছি। ভিন রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের নিগ্রহের ঘটনা ঘটছে। এক্ষেত্রেও তেমন কিছু হয়েছে কিনা তা খোঁজ নিচ্ছি। সম্প্রতি ভিনরাজ্যে বাংলা ভাষা ও বাঙালির উপর হেনস্তার অভিযোগে দেশজুড়ে তরজা তুঙ্গে।

জঙ্গলে দুই হাতির লড়াই, জংলি বাবা মন্দিরে ভক্তদের সতর্কতা জারি

দুরন্ত বার্তা, বাগডোগরা, ১১ আগস্ট ঃ শ্রাবণের শেষ সোমবারে সকাল থেকেই হাজার হাজার ভক্তের ঢল নেমেছে বাগডোগরা বনাঞ্চলের ভেতরে অবস্থিত জংলি বাবা মন্দিরে। বাবার মাথায় জল ঢালা ও পূজা দিতে আসা ভক্তদের উপস্থিতিতে মন্দির প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকা ছিল উৎসবমুখর। কিন্তু হঠাৎই বনদপ্তরের কাছে খবর আসে, জঙ্গলের ভেতরে শুরু হয়েছে দুই টস্কর হাতির তীব্র লড়াই। খবর পেয়ে পেট্রোলিং টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি যাচাই করে বনদপ্তরকে জানায়। সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে থাকা ভক্তদের সতর্ক করার কাজ শুরু হয়। বনকর্মীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, হাতিরা লড়াই করতে করতে মন্দিরের কাছাকাছি চলে আসতে পারে, আর সেক্ষেত্রে জরুরী পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। বাগডোগরা রেঞ্জের বনকর্মীরা জানিয়েছেন, টস্কর হাতিদের লড়াই সাধারণত বেশ কিছু এলাকা জুড়ে চলে এবং তা তিন দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। সেই কারণে আগে থেকেই ভক্তদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। মন্দির ও আশপাশে বনকর্মী ও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে, যাতে যে কোনো পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওা যায়। যদিও এখন পর্যন্ত পূজা ও ভক্তদের আগমন স্বাভাবিকভাবেই চলছে, বনদপ্তর স্পষ্ট করেছে- নিরাপত্তা বিধি মেনে চলাই একমাত্র উপায়।

প্রায় চারটি গ্রামের পাঁচ শতাধিক পরিবার গঙ্গার জলে প্লাবিত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ আগস্ট ঃ মালদায় জারি রয়েছে গঙ্গার দুর্যোগ। ভাঙনের পর এবারে গ্রামে ঢুকল গঙ্গার জল। এতদিন নদী তীরবর্তী এলাকায় তাণ্ডব ছিল গঙ্গার। এবারে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই গঙ্গার জল ঢুকে ঘর ছাড়া হতে হল গ্রামবাসীদের। মালদার মানিকচক ব্লকের গোপালপুর পঞ্চায়েতের প্রায় চারটি গ্রামের পাঁচ শতাধিক পরিবার গঙ্গার জলে প্লাবিত। কোন জায়গায় হাঁটু সমান জল, তো আবার কোনও জায়গায় জল গলা পর্যন্ত। জলে ডুবেছে এলাকার একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়টিও। বাড়ির রান্নাঘর থেকে শুরু করে প্রতিটি ঘর সমস্ত কিছুই ডুবে রয়েছে গঙ্গার জলে। এমন অবস্থায় ব্যহত প্রায় চারটি গ্রামের জনজীবন। ঘর ছেড়ে বর্তমানে বাঁধের উপর আশ্রয় নিয়েছেন গ্রামবাসীরা। সেখানে ত্রিপলের অস্থায়ী ছাউনির নিচে অপেক্ষায় বসে রয়েছেন ত্রাণের আশায়। তবে বন্যা পরিস্থিতির পর কোনওরকম সরকারি সহযোগিতা আসেনি বলে অভিযোগ বন্যায় প্লাবিত গ্রামবাসীদের। তাদের অভিযোগ, প্রতিবছর ভাঙন হচ্ছে, বন্যা হচ্ছে। কিন্তু কোনও স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। বিগত কয়েক বছরে গোপালপুর পঞ্চায়েতের কয়েকটি গ্রাম চলে গেছে গঙ্গা গর্ভে। বাঁধ ভাঙার পর গঙ্গার জল গ্রামে ঢুকেছে। গোটা গ্রাম এখন জলের তলায়। ঘরবাড়ি ছেড়ে বর্তমানে বাঁধের উপর থাকতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শেখ সাকিরুদ্দিন জানান, এলাকার বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা চলছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

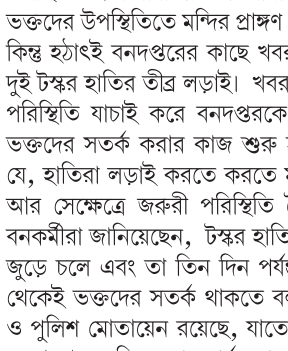

পঞ্চায়েত প্রধানের সই জাল, দালাল চক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১১ আগস্ট ঃ কৃষক বন্ধু মৃত্যুজনিত সহায়তার টাকার আবেদনে কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানের স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগ উঠল অজ্ঞাত পরিচয় দালাল চক্রের বিরুদ্ধে। চমকপ্রদ এই ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার অন্তর্গত বেনিয়াগ্রাম পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েতের বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান জাকির হোসেন অজ্ঞাত পরিচয় দালাল চক্রের বিরুদ্ধে ফরাক্কা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, বেনিয়াগ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জাকির হোসেনের কাছে তারই এলাকার ফারুক শেখ ওরফে বাপি নামে এক ব্যক্তি কৃষক বন্ধু মৃত্যুজনিত সহায়তার টাকার আবেদনপত্র নিয়ে আসেন। পঞ্চায়েত প্রধান আবেদনপত্র দেখে চমকে ওঠেন। আবেদনপত্রের ওপর তার গ্রাম পঞ্চায়েতের সিলমোহর এবং তার নাম সই করা রয়েছে। যা আদতেও তার নিজের নয় বলে পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি। অর্থাৎ তার সই জাল করা হয়েছে। এরপরই ওই পঞ্চায়েত প্রধান ফরাক্কা থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পঞ্চায়েত প্রধান জাকির হোসেন বলেন, 'আমি এলাকাবাসীকে সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য কোনওরকম পয়সা নিই না। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু পারি মানুষের সেবা করার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার সই জাল করে কোনও দুষ্কৃতী বা দালাল দল এই ধরনের আবেদনপত্র বিলি করছে বলে আমার মনে আমার মনে হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'ফারুক শেখ নামে এক ব্যক্তি আমার কাছে কৃষক বন্ধু মৃত্যুজনিত টাকার সহায়তার আবেদনপত্র নিয়ে আসেন। সেখানে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই আমার সই জাল করা হয়েছে। আমি তাকে এই সই কোথা থেকে করা হয়েছে জিজ্ঞেস করায় সে আমাকে জানিয়েছে যে কোনও দালাল চক্রের মাধ্যমে তিনি এই আবেদনপত্র করেছেন। কিন্তু কোনও রকম ভয়ে বা চাপে পড়ে তিনি থানায় আসতে রাজি হননি।' জাকির হোসেন আরও বলেন, 'আমি তৎক্ষণাত ফরাক্কা থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করি এবং যারা এই ধরনের অসাধু কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে যাতে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেয় সেই দাবি রইল আমার।'

'হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান - ২০২৫' এর আওতায় তিরঙ্গা যাত্রা মালদা বিভাগে দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস জাগিয়ে তুলেছে

মালদা, ১১ আগস্ট ঃ আজাদি কা অমৃত মহোৎসব এবং চলমান 'হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান - ২০২৫' এর

অংশ হিসেবে, পূর্ব রেলওয়ের মালদা বিভাগ সোমবার (১১.০৮.২০২৫) দেশব্যাপী উদ্‌যাপনের দ্বিতীয় ধাপ উপলক্ষ্যে একটি বিশাল তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করেছে। র‍্যালিটি মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশন থেকে শুরু হয়ে ডিআরএম প্রশাসনিক ভবনে শেষ হয়, অংশগ্রহণকারীরা তাদের হাতে জাতীয় পতাকা বহন করে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এগিয়ে যান। অনুষ্ঠানে ডিআরএম / মালদা, শ্রী মণীশ কুমার গুপ্ত, এডিআরএম/ মালদা, শ্রী শিও কুমার প্রসাদ, ডিএসসি/ মালদা শ্রী এ.কে. কুল্লু সহ উর্ধ্বতন শাখা কর্মকর্তা, আরপিএফ কর্মী, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইড এবং অন্যান্য রেল কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন। এই ধরণের বৈচিত্র্যপূর্ণ গোষ্ঠীর সম্মিলিত উপস্থিতি সমগ্র রেলওয়ে ভ্রাতৃত্বকে ঐক্যবদ্ধ করে এমন ঐক্য এবং শ্রদ্ধার দৃঢ় অনুভূতিকে তুলে ধরে। ৯ থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত পালিত এই অভিযানের দ্বিতীয় ধাপটি দেশজুড়ে তিরঙ্গা যাত্রার জন্য উৎসর্গীকৃত, যার লক্ষ্য সাম্প্রদায়িক চেতনাকে উৎসাহিত করা এবং জাতীয় পতাকায় মূর্ত মূল্যবোধগুলিকে শক্তিশালী করা। মালদা বিভাগের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ স্বাধীনতা, সম্প্রীতি এবং জাতির প্রতি সম্মিলিত দায়িত্বের আদর্শের প্রতি পূর্ব রেলের স্থায়ী অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। ভারত সরকারের আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অধীনে একটি প্রধান উদ্যোগ, হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান, নাগরিকদের তাদের বাড়ি, কর্মক্ষেত্র এবং জনসাধারণের স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে উৎসাহিত করে। মালদা বিভাগের জন্য, এই উদ্যোগটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি কেবল ত্রিবর্ণের সাথে মানসিক বন্ধনকে শক্তিশালী করতেই নয় বরং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগকে সম্মান জানাতে এবং দেশজুড়ে অনুরণিত চেতনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এর জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমের একটি নতুন অনুভূতি জাগিয়ে তুলতেও কাজ করে।

ক্রেনের ম্যাগনেট ছিঁড়ে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু, জখম ২

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১১ আগস্ট ঃ কাঁকসার কারখানায় ভয়ংকর কাণ্ড। ক্রেনের ম্যাগনেট ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন শ্রমিকের মাথা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল দুর্গাপুরের কাঁকসা এলাকায়। আশঙ্কাজনক আরও দুই শ্রমিক। গোটা ঘটনায় কারখানার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে মৃতের শ্রমিকের পরিবার। আর্থিক সাহায্যের দাবিতে সরব কারখানার অন্যান্য শ্রমিকরা। জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম সায়ন যাদব (২৫)। দুর্গাপুরের সগড়ভাঙা এলাকার বাসিন্দা তিনি। রবিবার রাতের শিফটে অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গেই কাজ করছিলেন সায়ন। তখনই কারখানার ভিতর ক্রেন থেকে ম্যাগনেট পড়ে যায়। সেটি গিয়ে পড়ে সায়নের মাথায়। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় শ্রমিকের মাথা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। আরও দুই শ্রমিক গুরুতর জখম হন। রাতেই খবর পেয়ে পুলিশ সায়নের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। আশঙ্কাজনক এক শ্রমিককে বিধাননগরের একটি বেসরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এবং অন্যজনকে শোভাপুরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কারখানার এক শ্রমিকের কথায়, নিরাপত্তার অভাবে বারবার এই ঘটনা ঘটছে। আমরা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। নিরাপত্তার অভাবের জন্যই সায়নকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়েছে। আরও দুই শ্রমিকের অবস্থা সংকটজনক। কারখানায় চিকিৎসক নেই, অ্যাম্বুল্যান্স নাই। রাতে দুর্ঘটনা ঘটলেও কর্তৃপক্ষেরও দেখা মেলেনি। ঠিকা শ্রমিকের পরিচয়পত্র নেই। কোনও নিরাপত্তা নেই। আমরা সেই জন্যই বিক্ষোভে নেমেছি। দ্রুত আর্থিক সাহায্য করতে হবে এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কোর কমিটির সদস্য রাজেশ কোণার বলেন, খবর পেয়ে আমরা কারখানায় এসেছি। জানতে পেরেছি এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে আরও দুজনের অবস্থা সংকটজনক। আমরা কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি রেখেছি। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন প্রতিমুহূর্তের শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করছে করে যাবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং কেপিএ/ইজি/ওটি-০৯/২৫-২৬, তারিখ ৩১.০৭.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পো. - কাঁচরাপাড়া, পিন- ৭৪৩১৪৫ (প.ব.) সুদৃঢ় আর্থিক ক্ষমতা সহ নামী, প্রতিষ্ঠিত এবং অভিজ্ঞ সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টরদের থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **টেন্ডার নং কেপিএ/ইজি/ওটি-০৯/২৫-২৬। কাজের নাম :** এমডিএসটিসি এবং এমডিডব্লুটিসি/ কাঁচরাপাড়ায় প্রশিক্ষণ সুবিধার উন্নয়নের জন্য সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডারের ধার্য ব্যয়:** ১৫,৪০,০১৪.৪২ টাকা। **বায়নামূল্য :** ৩০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২২.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। **কাজ শেষের সময় :** ৬ মাস। টেন্ডার ও নথিপত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে এবং সেখানে দেখাও যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং **২২.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টের মধ্যে** জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার জমা করা হলে তা বর্জন করা হবে। (MISC-163/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of The Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-QUOTATION

E-Quotation is hereby invited by the undersigned for different schemes under Bishnupur-I Panchayat Samity, details of which as noted below: **1. N.I.Q. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIQ-03/2025-26 2nd Call, Date: 11/08/2025. i)** Bid submission start date: **12.08.2025 at 11:00 Hrs**. **ii)** Bid submission closing date: **22.08.2025 at 14:00 Hrs**. 2. **N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-13(01)/2025-26, Date: 11/08/2025. i)** Bid submission start date: **12.08.2025 at 11:00 Hrs**. **ii)** Bid submission closing date: **22.08.2025 at 14:00 Hrs**. For further details please visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayat Samity
Bhasa, South 24 Parganas

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), ৩য় তল, নিউ কমপ্লেক্স বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য (ক) ক্যাটারিং ব্যবসায় ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা, (খ) ক্যাটারিং ব্যবসা থেকে বিগত তিনটি আর্থিক বছরের যে কোনও একটি বছরে নির্দেশক লাইসেন্স ফি-র ন্যূনতম ৪.৫ গুণ বার্ষিক টার্নওভার এবং (গ) বিগত তিনটি আর্থিক বছরের প্রতিটিতে লাভ অথবা ক্ষতি + সঞ্চিত রিজার্ভ + শেয়ার মূলধন ন্যূনতম ৪.৫ লাখ টাকা থাকা টেন্ডারারদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। **টেন্ডার নং :** কম-সিএটিজি-আরআর-বিডিসি-২০২৫-১। **বিবরণ:** ৫ বছর মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনের ব্যান্ডেল স্টেশনে (এ ক্যাটাগরি) রিফ্রেশমেন্ট রুমের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা করা। **স্থান :** টেন্ডার নথিতে উপলব্ধ স্কেচ অনুযায়ী। **ন্যূনতম লাইসেন্স ফি/সংরক্ষণ মূল্য প্রতি বছর :** ১৫,১৭,৩৩৩ টাকা। **চুক্তি মূল্য :** ৭৮,৯০,১৩২ টাকা। **ইএমডি :** ১,৫৭,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** ৫,০০০ টাকা + ১২% জিএসটি। **সংরক্ষিত শ্রেণী :** সাধারণ। **টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে :** www.ireps.gov.in **অফারের বৈধতা:** ৬০ দিন। বিড কেবলমাত্র অনলাইনে জমা করা যাবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। (HWH-238/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী / শ্রীমতী সুরজিত পাল পিতা- স্বগীয় দুলাল পাল, সাং বালটিকুড়ি জাগাছা হাওড়া। উক্ত শ্রী তুষারকান্তি হাজরা পিতা স্বগীয় কেশবচন্দ্র হাজরা, শ্রীমতি রীনা হাজরা স্বামী শ্রী লাল বিহারী হাজরা, শ্রীমতী সীমা কুইতি স্বামী শ্রী দেবদাস কুইতি, শ্রীমতী তন্দ্রা চৌধুরী স্বামী শ্রী শ্যামল চৌধুরী, উভয়ের নিকট হইতে A.D.S.R., Domjur রেজিষ্ট্রীকৃত 5292/24 আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা-জগাছা হাল দাশনগর মৌজা বালটিকুড়ি JL.101 LR খতিয়ান-18243, 18244, 18245, 18246 RS দাগ & LR দাগ-953, কম বেশি 2.965 শতক জমি ক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগন বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাস এর মধ্যে BL & L.R.O. বালি জগাছা অফিসে আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ ডিএসটিই/এসডিএইচ/৫৬৬, তারিখ ০৮.০৮.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং : এসডিএসটিই/সিগ/টি/ ২৫/২৫-২৬/আরআরএসকে। অবস্থানসহ কাজের নাম:** ইএক্স-এসডিএইচ(এস)- বিএলএন-বিজিবি শাখায় এল/বক্স, সিগন্যাল পোস্ট, এলসি গেট ইত্যাদির প্রতিস্থাপন ও পুনর্বহাল সহ বিশ্বাসযোগ্যতার উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৯৪,০০,১৫৯.৬৮ টাকা। **বায়নামূল্য / বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে:** ১,৮৮,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ:** ২৫.০৮.২০২৫। **টেন্ডার জমা করার শেষ তারিখ:** ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ:** ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে :** www.ireps.gov.in **কারিগরী যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতাকে গত ৭ (সাত) বছরে নিম্নলিখিত কাজের যে কোনও একটি অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে বা যথেষ্ট পরিমাণে সম্পন্ন করতে হবে, যেটি দরপত্র আহ্বান করা মাসের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত হয়েছে : (১) তিনটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (২) দুটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (৩) একটি অনুরূপ কাজের মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার 'ভি/এন' অথবা 'ভি', যেটি কম হবে, হতে হবে; যেখানে 'ভি' অর্থাৎ টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকায়, 'এন' অর্থাৎ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য দর আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদানের" গড় হিসেবে গণনা করা হবে। যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে তাহলে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি (এই টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত/চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের নিকট থেকে শংসিত যথাযথভাবে নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট দ্বারা সমর্থিত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটের কপি জমা করতে হবে। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবে :** টেন্ডার নথিপত্র অনুযায়ী। **সমপ্রকৃতির কাজ :** ডেটালগার অথবা আরটিইউ সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ অথবা যে কোনও সিগন্যাল ইন্টারলকিং কাজ যাতে থাকবে ইআই অথবা আরআরআই অথবা পিআই অথবা আইবিএস অথবা আইবিএইচ অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা ইয়ার্ড সংশোধন অথবা ইউএফএসবিআই অথবা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি অথবা ডিসি টিসি) অথবা অ্যাক্সল কাউন্টার (এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি অথবা এইচএএসএসডিএসি)। **দ্রষ্টব্য:** টেন্ডারদাতাকে দরপত্রের প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত তাঁর/তাঁদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা প্রমাণপত্রে সমর্থনে নথিপত্র/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নে অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। (SDAH-160/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE AGOYA-NARRAH GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING e-TENDER No. 01 ANGP/25-26, Date: 11/08/2025

The Pradhan, Agoya-Narrah Gram Panchayat invites E-tender for the 8(Eight) Nos. different works. Bid Submission starting from(Online) **11/08/2025 6.30 pm up to 18/08/2025 at 5.30 PM.** Bid Opening date for Technical Proposals(Online) **21/08/2025 at 11.30 AM.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Agoya Narrah Gram Panchayat

SAHAJADPUR GRAM PANCHAYAT
e-TENDER NOTICE
NieT No-07(2nd Call)/SGP/25-26 & 12/SGP/25-26

e-Tenders in prescribed format are invited by the Prodhan, Sahajadpur Gram Panchayat, under Berhampore Block from eligible bonafied contractors under two bid system for "maintion scheme" under Sahajadpur Gram Panchayat, under Berhampore Block. Details can be viewed in **www.wbtenders.gov.in** from **11/08/2025 at 18.00 hrs to 19/08/2025 at 13.30 hrs. Technical Bid has been open on 21/08/2025 at 14.00 hrs.**

Sd/- Prodhan
Sahajadpur Gram Panchayat

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED
CIN- L36934WB1977PLC031184
Regd. Office : P.O.Jagatdal, 24 Parganas,(North), West Bengal-743125 Phones: (033)2581-2757/3257-5388 Fax: 2581-3795
Email : ail@aucklandjute.com. Website : www.aucklandjute.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025
(Rs. in Lakhs except EPS)

Sl No.	PARTICULARS	Quarter ended 30.06.2025 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)
1	Total income from operations (net)	5007.37	5205.41	3465.16	17962.19
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	175.40	68.60	70.13	514.68
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	175.40	68.60	70.13	514.68
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	133.40	42.88	62.13	394.87
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive income after tax)	137.29	31.09	69.94	383.23
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- per share)	410.68	410.68	410.68	410.68
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	_	_	_	6279.37
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)				
	Basic :	3.25	1.04	1.51	9.61
	Diluted:	3.25	1.04	1.51	9.61

Note:
(1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.cse-india.com) and also on the Company's website (www.aucklandjute.com) (2) The above financial results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on Monday, 11th August, 2025.

Place : Kolkata
Date : 11th August, 2025

For Auckland International Limited
Sd/-
Prayas Dugar
Executive Director
DIN:00245893

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী গৌতম ব্যানার্জ্জী পিং- সুশীল কুমার ব্যানার্জ্জী মহাশয়, গত ইং ২১.০৫.২০০২ তারিখে A-D-S-R- হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং- IV বিয়িং নং-২৮৩ (১) মিঠু মুখার্জ্জী স্বামী- তাপস মুখার্জ্জী (২) মিতালি চ্যাটার্জ্জী, স্বামী- সুব্রত চ্যাটার্জ্জী নিকট হইতে চকপাড়া মৌজায় J.L নং -111, R.S.-174 খতিয়ানে R.S.-1038 নং লাগে ১১কাঠা- ০৮ ছটাক-০০ বর্গফুট জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে যদি কারোর কোনপ্রকার আপত্তি থাকে, বালি-জগাছা BLRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for Settler with ABR under SBM-G fund in **N.I.e.T. No.-11/HPS/ SBM-(G)/2025-26**. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in.** The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **18/08/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
CIN:L65993WB1974PLC157598
নিবন্ধিত অফিসঃ আজিমগঞ্জ হাউস, ৭, ক্যামাক স্ট্রিট, ইউনিট নং ৩বি, ৫ম তলা, কলকাতা- ৭০০ ০১৭,
ফোন নম্বরঃ(০৩৩) ২২৮২-৫৫১৩, ই-মেইলঃ kilgroup2010@gmail.com,
ওয়েবসাইটঃ www.kabirdasinvestmentslimited.com

৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, মেসার্স কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের সদস্যদের ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার দুপুর ১২.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA সর্বশেষ সার্কুলার নং ০৯ / ২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI সর্বশেষ সার্কুলার নং **SEBI/ HO/CFD/CFD-PoD-2/ P/CIR/ 2024/133** তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪) কর্তৃক জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে ভিডিও কনফারেন্সিং ('VC') অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল উপায় ('OAVM') এর মাধ্যমে ০৭-০৮-২০২৫ তারিখের সভার নোটিশে উল্লেখিত সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবসা পরিচালনার জন্য।

সভায় লেনদেনের জন্য ব্যবসার তালিকা উল্লেখ করে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের নোটিশ, ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, যদি থাকে, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি (স্বতন্ত্র এবং একীভূত) এবং বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথিপত্র ইতিমধ্যেই ০৮-০৮-২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিকভাবে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা RTA অর্থাৎ MCS শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেডের সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ১০ এবং SEBI (তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধিমালা, ২০১৫ এর ৪২ নং প্রবিধানের সাথে পঠিত, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ৩০-০৮-২০২৫ থেকে শুক্রবার, ০৫-০৯-২০২৫ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং উপরোক্ত নথিপত্র কোম্পানির ওয়েবসাইট (**www.kabirdasinvestmentslimited.com**) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (**NSDL**)-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং শনিবার ব্যতীত সকল কর্মদিবসে, সভার তারিখ পর্যন্ত ব্যবসায়িক সময়ে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং **SEBI** (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ধারা ৪৪ অনুসারে, ১৪.০৯.২০২৩ তারিখে ভৌত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যদের **NSDL** ওয়েবসাইট **https://eservices.nsdl.com, https://www.evoting.nsdl.com, www.evotingindia.com** দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সমস্ত সিদ্ধান্তের উপর। নোটিশ / ইমেল পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হয়েছিলেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৯-০৮-২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন এমন বিনিয়োগকারীদের ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে তাদের ফোলিও নম্বর ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে **kilgroup2010@gmail.com** ঠিকানায় কোম্পানিকে একটি লিখিত / ইমেল যোগাযোগ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-ভোটিংয়ের সময়কাল মঙ্গলবার, ০২-০৯-২০২৫ সকাল ৯.০০ টা (IST) থেকে শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ০৪-০৯-২০২৫ বিকেল ৫.০০ টা (IST) পর্যন্ত শেষ হবে, এর পরে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। বার্ষিক সাধারণ সভার আগে যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারাও বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন, তবে তারা পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। তবে তারা কেবলমাত্র ৩০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে এবং তার আগে বক্তা হিসেবে নিবন্ধিত হলেই এজেন্ডা আইটেম নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। OAVM এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার সময় উপস্থিত সদস্যরা এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে প্রস্তাবগুলিতে ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

যেহেতু বার্ষিক সাধারণ সভা OAVM-এর মাধ্যমে সার্কুলার অনুসারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই সদস্যদের দ্বারা প্রক্সি নিয়োগের সুবিধা পাওয়া যাবে না।

কলকাতার মেসার্স ড্রোলিয়া অ্যান্ড কোং, কোম্পানি সেক্রেটারিজের প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রী প্রবীণ কুমার ড্রোলিয়াকে বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং এবং ভোটদান সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি **evotingnsdl.com, www.evotingindia.co.in**-এ **'HELP'**-এর অধীনে উপলব্ধ 'শেয়ারহোল্ডারদের ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা' দেখতে পারেন অথবা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা **evoting@nsdl.com** অথবা **mcssta@rediffmail.com**-এ ইমেল পাঠাতে পারেন।

কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
বিশাল শাহ
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১১ আগস্ট, ২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/60/COMMON/IV/ZII/25-26
Name of the work: **Temporary lighting arrangement in different streets during Durga Puja, Kali Puja, Chhat Puja and Jagadhatri Puja at Ward No.-21, 22, 24 under BR-IV for the year 2025-2026.** Estimate amount: **₹ 1,72,062.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/61/WD24/IV/ZII/25-26
Name of the work: **Improvement of Uttaran lighting system at Tagore Castle Street and other Uttarans in Ward No.-24, BR-IV.** Estimate amount: **₹ 1,99,704.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid (online): **21.08.2025 upto 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **12.08.2025 (2 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : LTG/Z2/INST/AMC-6/25-26
Name of the work: **Operation & maintenance of electrical distribution network for all Community Halls under BR-VI and Roxy Annexed Building under BR-VI, KMC.** Estimated amount: **₹ 4,16,705.80.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(4) NIT No. : LTG/Z2/INST/15/25-26
Name of the work: **Renovation of lighting arrangement by LED lights as necessary at Labour Quarters at Bedford Lane and other places under BR-VI, KMC.** Estimated amount: **₹ 3,24,094.86.** Earnest money: **₹ 7,000.00.** Period of completion: **5 days.** Bid submission starting date and time: **14.08.2025 from 11 A.M. (For Sl. No. 3)** and **13.08.2025 from 11 A.M. (For Sl. No. 4).** Last date and time of submission of bid: **25.08.2025 upto 11 A.M. (For Sl. No. 3)** and **23.08.2025 upto 11 A.M. (For Sl. No. 4).** Bid opening date for technical proposal: **27.08.2025 at 2 P.M. (For Sl. No. 3)** and **25.08.2025 at 2 P.M. (For Sl. No. 4).** The bid forms and other details are available on and from **14.08.2025 after 11 A.M. (For Sl. No. 3)** and **13.08.2025 after 11 A.M. (For Sl. No. 4).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 3 & 4).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-1, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD9/11/25-26
Name of the work: **Installation of lighting arrangement at Central Avenue in Ward No.-09 under BR-1.** Estimated amount: **₹ 2,96,956.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD9/08/25-26
Name of the work: **Installation of lighting arrangement at Rabindra Sarani near Kumartulli in Ward No.-09 under BR-1.** Estimated amount: **₹ 2,98,448.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **20 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD9/10/25-26
Name of the work: **Installation of lighting arrangement at Sovabazar Street in Ward No.-09 under BR-1.** Estimated amount: **₹ 2,90,062.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **20 days.** Last date and time of bid submission: **22.08.2025 at 1.15 P.M. (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **13.08.2025 at 5 P.M. (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD6/19/25-26
Name of the work: **Improvement work of lighting arrangement at Geetanjali Community Hall, UPHC-6 and other different places in Ward No.-006 under BR-I.** Estimated amount: **₹ 1,49,875.00.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Time of completion: **18 days.** Last date and time of bid submission: **26.08.2025 at 1.15 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **14.08.2025 at 5 P.M.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD7/10/25-26
Name of the work: **Repairing and replacement of electrical works of street lighting system at Galiff Street, Pashupati Bose Lane other places in Ward No.-07 under BR-1, KMC.** Estimated amount: **₹ 2,48,714.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date & time of bid submission: **25.08.2025 at 1 P.M.** The bid forms and other details are available on & from **13.08.2025 at 10 A.M.** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Electrical), KMC invites e-tender online two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/CRM/18/CRR/25-26
Name of the work: **Thorough painting of M.S. structures to prevent corrosion at Cossipore Mahasmashan.** Estimate amount: **₹ 1,36,495.00.** Earnest money: **₹ 2,800.00.** Period of completion: **08 days.** Last date and time of submission of bid: **20.08.2025 at 5 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **12.08.2025 (5 P.M.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**
(853/25-26)

ইন্সটাগ্রামে পোস্ট করে অবসরের গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন বুমরাহ

মুম্বই, ১১ আগস্টঃ ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা ভেবে সদ্যসমাপ্ত ইংল্যান্ড সিরিজে জসপ্রীত বুমরাহকে তিনটি টেস্টে খেলানো হয়েছে। তিন টেস্টের দুই ইনিংসে তিনি পাঁচটি করে উইকেট নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেন তিনি আইসিসি টেস্ট বোলারদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন। ইংল্যান্ড সফরে তিনটি টেস্ট খেলে ১৪টি উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ। যা প্রমাণ করে দেয় এখনও কেন বিশ্ব-ত্রাস তিনি। তবে ইংল্যান্ড সফরের পঞ্চম টেস্ট চলাকালীনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, লাল বলের ক্রিকেট থেকে কি অবসর নেবেন বুমরাহ? ম্যাঞ্চেস্টার অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে বুমরাহর বলের গতি ছিল তাঁর স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই কম। যা দেখে অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। অনেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন, বুমরাহর অবসরের সময় এসে গিয়েছে। তবে বুমরাহ তাঁর অবসর নিয়ে ওঠা সমস্ত গুঞ্জনকে এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছেন। ৩১ বছর বয়সি এই ফাস্ট বোলার গত আইপিএলের আগে গুরুতর পিঠের চোট কাটিয়ে বাইশ গজে ফিরেছেন। অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি চলাকালীন বুমরাহ মারাত্মক চোট পেয়েছিলেন। যার জন্য শেষ টেস্টের মাঝপথ থেকে সরে যেতে হয় তাঁকে। ওই টেস্টে ভারতীয় দলের অধিনায়কও ছিলেন তিনি। এরপর তিনি বহুদিন মাঠের বাইরে ছিলেন। তাঁর সেরে ওঠা পর্বে চিকিৎসকরা বারবার বিসিসিআইকে সাবধান করে জানিয়েছিলেন, বুমরাহর ওয়ার্কলোডের বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। সেটা মাথায় রেখেই ভারতীয় দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজের দুই ম্যাচে বুমরাহকে দলের বাইরে রাখেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্ট খেলেন ভারতের এই পেসার। কিন্তু ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেস্টে তাঁর বলের গতি দেখে অনেকেই বলতে শুরু করে দেন, এবার কি অবসর বৃত্তে প্রবেশ করবেন বুমরাহ? এমন কি প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফও বুমরাহর অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কাইফের যুক্তি ছিল, এই পেসার যদি নিজের ১০০ শতাংশ না দিতে পারেন, তবে তাঁর অবসর নেওয়া উচিত। তবে সবার সব জল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছেন স্বয়ং বুমরাহ। সম্প্রতি ইংল্যান্ড সফরের ফটো ইন্সটাগ্রামে পোস্ট করেছেন তিনি। সেখানে ক্যাপশনে লেখা রয়েছে, আমরা একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং মনোমুগ্ধকর টেস্ট সিরিজের দুর্দান্ত স্মৃতি ফিরিয়ে আনছি! এরপর কী হবে তা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। বুমরাহর এই পোস্টই প্রমাণ করে দেয়, তাঁর মাথায় অবসর নিয়ে কোনও চিন্তা-ভাবনা নেই।

রোহিতের পর কে হবেন ওডিআই অধিনায়ক? দৌড়ে আছে একটিই নাম

মুম্বই, ১১ আগস্টঃ অধিনায়ক হিসাবে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পরই রোহিত শর্মা এই ফরম্যাটের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। রোহিতের দেখানো পথে হেঁটে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে আলবিদা জানান বিরাট কোহলিও। এর পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের আগে এই দুই মহাতারকা ক্রিকেটের দীর্ঘতম সংস্করণ থেকেও সরে দাঁড়ান। রোহিত-বিরাট উত্তর যুগে লাল বলের ক্রিকেটে শুভমান গিলের অধিনায়কত্বে শুরু হয় টিম ইন্ডিয়ার পথ চলা। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে সরে দাঁড়ালেও বিরাট ও রোহিত জানিয়েছেন, ওডিআই ফরম্যাটে তাঁরা দেশের জার্সিতে খেলবেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দুই তারকারই পাখির চোখ ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলা। তবে তা কতটা সম্ভব ভবিষ্যৎই উত্তর দেবে। এদিকে, অক্টোবরে ওডিআই সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া যাবে ভারত। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, আসন্ন অজি সফরই হতে চলেছে বিরাট কোহল ও রোহিত শর্মার শেষ আন্তর্জাতিক সফর। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, রোহিত পরবর্তী যুগে ভারতের একদিনের দলের অধিনায়কের দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে? তবে এখন পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে, এই দৌড়ে একটি মাত্র নামই ভেসে রয়েছে, আর তিনি হলেন শুভমান গিল। বর্তমানে ভারতের তিন

ফরম্যাটে তিনজন অধিনায়ক রয়েছেন। গিল টেস্টে, রোহিত ওডিআই এবং সূর্যকুমার যাদব টি-টোয়েন্টিতে। তবে বোর্ড নাকি ভিন্ন ভিন্ন ফরম্যাটের জন্য আলাদা আলাদা অধিনায়ক চাইছে না। বিসিসিআই সর্বাধিক ২ জন অধিনায়কের পথে হাঁটতে পারে। চোট-আঘাত না থাকল টি-টোয়েন্টিতে সূর্য অটোমেটিক চয়েজ। আর টেস্ট ও ওডিআইয়ের অধিনায়ক থাকবেন গিল। তবে শুভমানের ওডিআই অধিনায়কত্বের কোনও অভিজ্ঞতা নেই। যদিও তিনি ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়কত্বের প্রথম সিরিজেই ছাপ রাখতে পেরেছেন। অধিনায়কের চাপ সামলে ইংল্যান্ড সফরে ব্যাট হাতেও তিনি সফল ছিলেন। সেই সঙ্গে আইপিএলেও অধিনায়ক হিসাবে সফল গিল। ভারতীয় দল এখন পরিবর্তনের এক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে, তরুণ খেলোয়াড়ের হাতেই হয়তো দায়িত্ব তুলে দেওয়ার পথে হাঁটবে বিসিসিআই। রোহিত শর্মা এখনও পর্যন্ত ৫৬টি ওয়ানডেতে অধিনায়কত্ব করেছেন। তাঁর অধিনায়কত্বে, টিম ইন্ডিয়া ৪২টি ওয়ানডে জিতেছে এবং ১২টিতে হেরেছে। ১টি ওয়ানডে ম্যাচ টাই হয়েছে। অধিনায়ক হিসাবে, রোহিতের জয়ের হার এমএস ধোনি এবং বিরাট কোহলির থেকে ভাল।

এশিয়া কাপের আগে সূর্যকুমারের ফিটনেস নিয়ে বড় খবর!

মুম্বই, ১১ আগস্টঃ ভারতীয় ক্রিকেট দলের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব এশিয়া কাপ ২০২৫-এর আগে পুরোপুরি ফিট হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ডানহাতি ব্যাটসম্যানের সম্পূর্ণ ফিটনেস ফিরে পেতে আরও এক সপ্তাহ সময় লাগবে। জুন মাসে স্পোর্টস হার্নিয়ার অস্ত্রোপচারের পর থেকে তিনি বেঙ্গালুরুর ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে (সিওই) পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। সূর্যকুমার সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন, যেখানে তাকে ব্যাটিং প্র্যাকটিস, ব্যায়াম এবং দৌড়ানোর মাধ্যমে ফিটনেস ফিরিয়ে আনতে দেখা গেছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে তিনি এশিয়া কাপ ২০২৫-এর জন্য প্রস্তুত হতে চলেছেন। এশিয়া কাপ ২০২৫ হবে সূর্যকুমার যাদবের অধিনায়ক হিসেবে প্রথম বড় টুর্নামেন্ট। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে নেতৃত্ব দেওয়ার পর থেকে তিনি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। তিনি নিজে রানের পাহাড় গড়েছেন এবং দলকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ জিতিয়েছেন। ২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ভারত এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছিল, এবং এবার সূর্যকুমারের নেতৃত্বে দলটি শিরোপা ধরে রাখতে মুখিয়ে আছে। এই টুর্নামেন্টে মোট আটটি দল অংশ নেবে, এবং ভারতের প্রথম ম্যাচ ১০ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে। এরপর ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের সঙ্গে হাই-ভোল্টেজ ম্যাচ রয়েছে। উল্লেখ্য, সূর্যকুমার যাদব সর্বশেষ আইপিএল ২০২৫-এ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলেছিলেন। এই মরশুমে তিনি ৭১৭ রান সংগ্রহ করে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছিলেন। তার এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স মুম্বইকে প্লে-অফে পৌঁছাতে সাহায্য করেছিল। তিনি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে এক মরশুমে ৭০০-এর বেশি রান করার রেকর্ড গড়েছেন। এছাড়া, টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে তার পরিসংখ্যানও চোখ ধাঁধানো-৮৩ ম্যাচে ২,৫৯৮ রান, গড় ৩৮.২ এবং স্ট্রাইক রেট ১৬৭.০৭। সূর্যকুমারের নেতৃত্বে ভারত ২২টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের মধ্যে ১৭টিতে জয়লাভ করেছে। তার আক্রমণাত্মক ব্যাটিং এবং নেতৃত্বের গুণাবলী ভারতীয় দলকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে। এশিয়া কাপ ২০২৫, যা ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুবাই এবং আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত হবে, ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্। এটি ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতির একটি অংশ হিসেবে কাজ করবে। যদিও সূর্যকুমার ব্যাটিং প্র্যাকটিস শুরু করেছেন, তবুও তার সম্পূর্ণ ফিটনেস নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ রয়েছে। বিসিসিআইয়ের মেডিকেল টিম তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার উপর কড়া নজর রাখছে। যদি তিনি সময়মতো ফিট না হন, তবে হার্দিক পান্ডিয়া বা শুভমন গিলের মতো খেলোয়াড়দের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব নিতে হতে পারে। তবে, ভক্তরা আশাবাদী যে সূর্যকুমার সময়মতো ফিরে এসে দলকে নেতৃত্ব দেবেন। সূর্যকুমার যাদবের ফিটনেস এবং ফিরে আসা ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য একটি বড় সুসংবাদ। তার নেতৃত্ব এবং ব্যাটিং দক্ষতা এশিয়া কাপে ভারতের শিরোপা ধরে রাখার সম্ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করবে। ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তার মাঠে ফেরার জন্য।

মেলবোর্ন ভুলে মোতিবাগ! কেন বিজয় হাজারেতে খেলতে নামা বিরাট-রোহিতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

দেশের জার্সিতে বিশ্বকাপ জিতেছেন। অধিনায়ক হিসেবে আন্তর্জাতিক ময়দানে সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিযোগীদের মুখোমুখি, চোখে চোখ রেখে লড়েছেন। সামলেছেন একের পর বাঘা বাঘা সাংবাদিকদের। নেমেছেন কখনও লর্ডসে, কখনও মেলবোর্নে। স্টেডিয়াম হাজারো দর্শকের স্লোগানে কেঁপেছে। মুখরিত বন্দনায় শুনেছেন নিজেদের নাম! সেখান থেকে সটান ঘরোয়া ক্রিকেটে। ফাঁকা গ্যালারি। তপ্ত দুপুর। আনকোরা খেলোয়াড়। নাম-না-জানা প্রতিপক্ষ। এমন দলের তিনি সাধারণ সদস্য মাত্র। এখানে রান করলে, উইকেট তুললে তা আন্তর্জাতিক রেকর্ড বুকে কোনও অঙ্ক জুড়বে না। তবু খেলতে হবে ফের ফিরে আসার জন্য। নিজেকে প্রমাণ করার জন্য। তিনি যে ফুরিয়ে যাননি, তার হাতেগরম হিসেব দিতে হবে বাইশ গজে। তবেই মিলবে দেশের জার্সি গায়ে গলানোর সুযোগ। নয়তো প্রস্থানের সড়ক প্রস্তুত! রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির সামনে অগ্নিপরীক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত। তাঁদের জায়গা আর আগের মতো স্থির নয়। এবার হিসেব বদলে গিয়েছে। একটা কারণ বয়স। অন্যটা ফর্ম। দুটোই হাতছাড়া। নিজেদের হাতে নেই। কেরিয়ারের তুঙ্গ দেখেছেন দুজনেই। কেউ একা হাতে পাকিস্তান বাহিনীকে শাসন করেছেন, কেউ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ঠেঙিয়ে ডবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। কিন্তু এবার সময় পাল্টেছে। অঙ্কও। এখন নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে এমন ময়দানে, যেখানে একদা জার্নি শুরু হয়েছিল। কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে, যখন নাম-খ্যাতির পাহাড় পেরিয়ে এসেছেন, তখন যদি হঠাৎই শুনতে হয়-ফিরে আসতে হলে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে হবে, যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে ভেঙে বললে, রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে নামতে হবে বিজয় হাজারে ট্রফিতে-তখন খবরটা ক্রিকেটপ্রেমীদের অস্বস্তির খানিকটা বাড়িয়ে তোলে! যদিও ভারতীয় ক্রিকেটে এমন নজির এই প্রথম নয়। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাই ধরা যাক। ২০০৫ সালে অধিনায়কত্ব হারিয়ে দলের বাইরে চলে যান। জাতীয় দলে ফেরার জন্য নামতে হয়

ঘরোয়া ক্রিকেটে। রঞ্জি ও দলীপ ট্রফিতে রান বন্যা বইয়ে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন। ব্যাট হাতে ধারাবাহিকতা নির্বাচকদের তাঁকে ফের জায়গা দিতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় উদাহরণ হিসেবে তুলে আনা যেতে পারে অধুনা টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের নাম। ২০১০ সালের পর জাতীয় দলে জায়গা হারান। দিল্লির হয়ে রঞ্জি ট্রফি ও বিজয় হাজারেতে একাধিক ডবল সেঞ্চুরি ও ঝোড়ো ইনিংস খেলে ফের চর্চায় ফিরে আসেন। তারপর আগের মেজাজে ধরা না দিলেও সংশয়ীদের ভুল প্রমাণ করেছিলেন গম্ভীর। এর আগে-পরে ইরফান পাঠান, সুরেশ রায়না কিংবা রবি শাস্ত্রী-অনেকেই চেষ্টা করেছেন ঘরোয়া ক্রিকেটকে পাটাতন বানিয়ে দুর্দান্তভাবে ফিরে আসতে। কারও সাফল্য ছিল সাময়িক, কারও ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি অধরা রয়ে গিয়েছে। যে ক্রিকেটার আইসিসি ট্রফি জিতেছেন, বিশ্বকাপের মঞ্চে সেঞ্চুরি করেছেন, সেই খেলোয়াড়ের জন্য বিজয় হাজারে বা রঞ্জি ট্রফি কেবল আরেকটা টুর্নামেন্ট নয়-হয়ে ওঠে এক ধরনের 'রিয়ালিটি চেক'। প্রথমত, পরিবেশ বদল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাঁচতারা হোটেল, চার্টার্ড ফ্লাইট, গর্জনে কম্পমান গ্যালারি-সবই অভ্যস্ত জীবনের অংশ। ঘরোয়া ক্রিকেটে তা নেই। হোটেল মাঝারি মানের, যাতায়াত সাধারণ বাসে, দর্শক হাতেগোনা। নামতে হয় প্রায় নীরব ময়দানে! দ্বিতীয়ত, সম্পর্কের সমীকরণ বদল। যেসব তরুণ এখন ড্রেসিংরুম শেয়ার করবে, তাদের অনেকের বয়সই বিরাট বা রোহিতের অভিষেকের সময় ছিল দশ কি বারো। এদের কাছে দুই তারকা কিংবদন্তি, কিন্তু মাঠে সমগোত্রের সতীর্থ। সম্পর্কের এই বিন্যাস মেনে নেওয়া যথেষ্ট সমস্যার। এ ছাড়া রয়েছে প্রত্যাশার চাপ। ঘরোয়া হোক বা আন্তর্জাতিক-দুই ময়দানেই রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির থেকে অনুরাগীরা চায় সেঞ্চুরি। ৫০ রান করলেও সমালোচনা শুনতে হবে। কারণ শতরানই তাঁদের নিয়ে গগনচুম্বী প্রত্যাশার ন্যূনতম মানদণ্ড। সময়ের জাঁতাকলও একটা বড় ফ্যাক্টর। বয়সের কারণে দ্বিতীয় সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এক মরশুমে নিজেকে প্রমাণ করতে না পারলে আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষ হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া ঘরোয়া ক্রিকেটে বাইশ গজের বাস্তবতাও বেশ আলাদা। বিজয় হাজারে বা রঞ্জির উইকেট আন্তর্জাতিক পিচের চেয়ে ভিন্ন। অনেক সময় ধীরগতির, স্পিন-সহায়ক বা রিভার্স সুইং-প্রবণ উইকেট বানানো হয়। তার জন্য ব্যাটিং স্ট্রোকপ্লে বদলানো জরুরি। ইনিংস গড়তে হয় ধৈর্য ধরে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ত সূচিতে সংযমের পরীক্ষা কম। এখানে তা প্রতি ম্যাচেই প্রয়োজন। ৩৭-৩৮ পেরিয়ে ফিটনেস বজায় রাখা কঠিন। ব্যাটের গতি, রিফ্লেক্স, চোখ-হাতের সমন্বয়-সবই ধীরে ধীরে বদলে যায়, রং ফিকে হতে থাকে। এই বয়সে ঘরোয়া ক্রিকেটে লাগাতার পারফর্ম করা মানে শরীর ও মনের উপর দ্বিগুণ চাপ। রো-কো জুটি কি পারবেন সেই চাপ সামাল দিতে? ভারতীয় ক্রিকেটের অতীত বলছে, নির্বাচকরা মুখে একরকম বললেও, ঘরোয়া পারফরম্যান্স সবসময় দল বাছাইয়ের একমাত্র মাপকাঠি নয়। কখনও তরুণ প্রতিভাকে জায়গা দিতে, কখনও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে সিনিয়রদের ফেরানো হয় না, এমনকি তাঁরা রান করলেও ব্রাত্য রয়ে যান। ফলে রোহিত-বিরাটের জন্য বিজয় হাজারে সফলতা নির্বাচন নিশ্চিত না করে সুযোগের দরজার একটা পাল্লা কিছুটা খোলা রাখবে মাত্র।

মহিলা বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচন, হরমনপ্রীত বললেন, 'চ্যাম্পিয়ন হতে প্রস্তুত আমরা'

মুম্বই, ১১ আগস্টঃ মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ১৩তম সংস্করণের ট্রফি উন্মোচন হল এদিন। এই প্রতিযোগিতার আয়োজক দেশ এবার ভারত। আটটি দেশের ওডিআই ফরম্যাটের এই টুর্নামেন্ট শুরু হবে ৩০ সেপ্টেম্বর। রাউন্ড রবিন ফরম্যাট থেকে শীর্ষ চারটি দল সেমিফাইনালে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করবে। ভারতের মহিলা দল এখনও পর্যন্ত এই টুর্নামেন্ট জিততে পারেনি। দুই বার (২০০৫,

২০১৭) ফাইনাল উঠেও শেষরক্ষা হয়নি। তবে এবার আশাবাদী ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। তিনি বলেছেন, ''এবার দল আগামী মাস থেকে শুরু হতে যাওয়া মহিলা বিশ্বকাপে আইসিসি ট্রফির খরার অবসান ঘটাতে চায়, পুরো ভারত আমাদের বিশ্বকাপ জয়ের জন্য অপেক্ষা করছে।'' বিশ্বকাপের আগে ব্লু টাইগ্রেস খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ। সেই প্রসঙ্গে হরমনপ্রীত বলেছেন, ''এই সিরিজ আমাদের প্রস্তুতি এবং আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তার ধারণা দেবে।''

অরল্যান্ডো সিটির কাছে পাত্তাই পেল না মেসিবিহীন ইন্টার মায়ামি

ম্যাচের প্রথম পাঁচ মিনিটেই দুই দলের একটি করে গোল। জমজমাট এক ম্যাচের আভাস। কিন্তু কিসের কী! শুরুর সেই উত্তেজনা ক্রমেই গেল মিলিয়ে। এক পর্যায়ে ম্যাচ হয়ে উঠল একতরফা। অরল্যান্ডো সিটির দাপুটে ফুটবলের সামনে দাঁড়াতেই পারল না লিওনেল মেসিকে ছাড়া খেলতে নামা ইন্টার মায়ামি।

ফ্লোরিডা, ১১ আগস্টঃ মেজর লিগ সকারের ম্যাচটিতে ইন্টার মায়ামিকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল অরল্যান্ডো সিটি। দুটি গোল করার পাশাপাশি একটি গোলে সহায়তা করেন অরল্যান্ডোর কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড লুইস মুরিয়েল। দুটি গোলে সহায়তা ও একটি গোল করেন আর্জেন্টাইন উইঙ্গার মার্তিন ওহেদা। লিগস কাপের ম্যাচে চোট পাওয়া মেসি এই নিয়ে মায়ামির টানা দুই ম্যাচে খেলতে পারলেন না। ম্যাচের আগেই অবশ্য কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন, মেসিকে পাওয়া যাব না এই ম্যাচেও। ম্যাচের ৫৪ শতাংশ সময় অবশ্য বল ছিল ইন্টার মায়ামির কাছে। তবে ম্যাচের ফল যা বলছে, মাঠে কার্যকারিতায় তেমনই ধারাল ছিল অরল্যান্ডো। ম্যাচজুড়ে আক্রমণে বিপর্যস্ত করে তোলে তারা মায়ামির রক্ষণকে। গোলে মোট ২১টি শট নেয় তারা, এর ১২টিই ছিল লক্ষ্যে! চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরেই ৮টি সেভ করে মায়ামিকে আরও বিব্রতকর পরাজয় থেকে রক্ষা করেন গোলকিপার অস্কার উস্তারি। মেসি না খেললেও জর্দি আলবা, রদ্রিগো দি পল, সের্হিও বুসকেতস, লুইস সুয়ারেজের মতো তারকারা ছিলেন সবাই। কিন্তু জ্বলে উঠতে পারেননি কেউ। ঘরের মাঠে ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই এগিয়ে যায় অরল্যান্ডো। আলবার ভুলে বল পেয়ে দারুণ ডামি করে

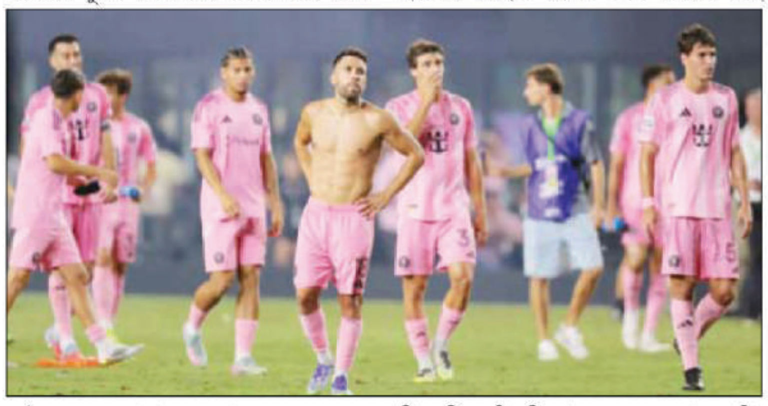

দুর্দান্ত থ্রু বল বাড়ান ওহেদা। বল ধরে সঙ্গে থাকা ডিফেন্ডারকে ছিটকে বল জালে পাঠান মুরিয়েল। পরের মিনিটেই আরেকটি সুযোগ পান এই কলম্বিয়ান। এবার তার হেড চলে যায় সোজাসুজি গোলকিপার উস্তারির হাতে। পঞ্চম মিনিটেই সমতায় ফেরে মায়ামি। রক্ষণে বল পুরোপুরি বিপদমুক্ত করতে পারেনি অরল্যান্ডো। হাওয়ায় থাকা বলে বক্সের মাথা থেকে দর্শনীয় এক ভলিতে জালে জড়ান ইয়ানিক ব্রাইট। মেজর লিগ সকারে এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের প্রথম গোল এটি। অনেক আক্রমণ চালিয়েও প্রথমার্ধে আর গোল পায়নি অরল্যান্ডো। একবার বল লাগে গোলপোস্টে, বারবার বাঁধা হয়ে দাঁড়ান গোলকিপার উস্তারি। দ্বিতীয়ার্ধে তারা অনেকটুকুই পুষিয়ে দেয় তা। ৫০তম মিনিটে বক্সের ভেতর দুর্দান্ত স্কিল দেখিয়ে প্রায় একক প্রচেষ্টায় গোল করেন মুরিয়েল। আট মিনিট পর দারুণ ফিনিশিংয়ে গোল করেন ম্যাচজুড়ে অসাধারণ খেলা ওহেদা। ৬৭তম মিনিটে প্রায় মাঝমাঠ থেকে চোখধাঁধানো এক শট নেন সুয়ারেজ। শেষ মুহূর্তে দারুণ দক্ষতায় তা ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দেন অরল্যান্ডোর গোলকিপার। ৮৮তম মিনিটে অফসাইড ফাঁদ এড়িয়ে বল নিয়ে বক্সে ঢুকে শট নেন অরল্যান্ডোর মার্কো পাসালিচ। মায়ামির গোলকিপার উস্তারি তা ফিরিয়ে দেন। তবে ফিরতি বল ধরে এক ডিফেন্ডারের পাশ দিয়ে চমৎকার ফিনিশিংয়ে গোল করে পাসালিচ নিশ্চিত করেন অরল্যান্ডোর বড় জয়। এই নিয়ে ফ্লোরিডা ডার্বিতে দুই ম্যাচেই তিন গোলের ব্যবধানে মায়ামিকে হারাল অরল্যান্ডো। ঘরের মাঠে মায়ামির বিপক্ষে সবমিলিয়ে আট ম্যাচ খেলে একটিও হারেনি তারা। ২৬ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় অরল্যান্ডো আছে চারে। ৪২ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে মায়ামি, ম্যাচ যদিও খেলেছে তারা কেবল ২৩টি। ২৬ ম্যাচে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফিলাডেলফিয়া।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com